বছরের সেরা

রহস্যোপন্যাস

দ্য নেকেড ফেস

সিডনি শেলডন

রূপান্তর

অনীশ দাস অপু



হ্যানসন মারা গেল দ্রুত- পিঠে ছুরি খেয়ে। ক্যারলের সারা শরীরে অ্যাসিড দিয়ে ঝলসে দিল কে যেন, সীমাহীন নির্যাতনের মধ্যে মৃত্যু ঘটল তার। নিউইয়র্কের বিখ্যাত সাইকোঅ্যানালিস্ট জাড স্টিভেন্স এদের দুজনকেই চেনে। এদের মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করা হল...

এই দুর্দান্ত রহস্য-উপন্যাসটি সিডনি শেলডনের লেখা প্রথম বই। বছরের সেরা থ্রিলার হিসেবে এ বইকে অভিহিত করেছিল নিউইয়র্ক টাইমস। আপনি বইটি পড়ুন। একমত হবেন নিউইয়র্ক টাইমসের সঙ্গে।

বছরের সেরা থ্রিলার

দ্য নেকেড ফেস

মূল : সিডনি শেলডন

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৭, মার্চ ২০১১
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল : ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : বিদেশি চিত্র অবলম্বনে হাসান খুরশীদ রুমী
গ্রাফিক্স : মশিউর রহমান

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ
মোবাইল : ০১৭১৮ ১৮৯৪৯৪

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

THE NAKED FACE A thriller By Sidney Sheldon
Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1/Kha Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2007
Second Print : March 2011

Price : Taka 180.00
US $ 5

ISBN 978-984-414-022-6

উৎসর্গ

আবেদ খান

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই মানুষটি যেখানেই যান, তাঁর উপস্থিতিতে যেন
আলোময় হয়ে ওঠে পরিবেশ।
অসম্ভব প্রাণোচ্ছল এই প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
দৈনিক যুগান্তর-এ কিছুকাল কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।
তবে সরাসরি সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ ঘটেনি বলে জানাতে পারিনি
আমি তাঁকে কতটা পছন্দ করি!

এক

সকাল এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। হঠাৎ বিস্ফোরিত হল আকাশ। যেন চোখের পলকে সাদা তুষারের চাদরে ঢেকে গেল নগরী। ম্যানহাটানের বরফ জমাটবাঁধা রাস্তা নরম তুষারবৃষ্টিতে মুহূর্তে ধূসর কাদায় ভরে গেল। ডিসেম্বরের কনকনে হাওয়ায় দোকানে ক্রিসমাসের কেনাকাটা করতে আসা মানুষজন আয়েশ করতে ছুটল তাদের অ্যাপার্টমেন্ট আর বাড়িতে।

লেসিংটন এভিন্যুতে লম্বা, রোগাপাতলা এক লোক, গায়ে হলদে বর্ষাতি, ক্রিসমাসের ভিড়ের সঙ্গে মিশে আপন মনে হেঁটে চলছিল। তার হাঁটার ভঙ্গি দ্রুত, তবে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে লোকজনের মতো উন্মাদ পদচারণা নয়। মাথাটা আকাশের দিকে তুলে রেখেছে সে, পথচারীদের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে হাঁটতে গিয়ে। তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে যেন সচেতন নয় সে। পাপ থেকে চিরজীবনের জন্য মুক্ত হয়েছে সে, প্রেমিকা মেরির কাছে কথাটা বলতে যাচ্ছে। অতীতকে কবর দিয়েছে সে, সামনে অপেক্ষা করছে উজ্জ্বল, সোনালি ভবিষ্যৎ। ভাবছে খবরটা দেয়ার পর মেরির চেহারা আনন্দে কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। ফিফথ-নাইনথ স্ট্রিটের কিনারে পৌঁছে গেল সে, লাল হয়ে উঠল ট্রাফিক বাতি। অধৈর্য জনতার সঙ্গে তাকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হল। তার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে স্যালভাশন আর্মির সান্তাক্রুজ একটা প্রকাণ্ড কেতলির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পকেটে হাত ঢোকাল লোকটা, ভাগ্যের দেবতাকে কয়েকটা কয়েন দেবে। ঠিক ওই মুহূর্তে কে যেন পিঠে চাপড় দিল তার, তীব্র ব্যথার একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল গোটা অঙ্গে। কোনো মাতালের ফাজলামো নিশ্চয়।

কিংবা ব্রুস বয়েডও হতে পারে। তাকে শারীরিকভাবে ঠাট্টাচ্ছলে আঘাত করার অভ্যাস শুধু তারই আছে। তবে ব্রুসের সঙ্গে তার দেখা নেই বছরেরও বেশি। লোকটা মাথা ঘুরিয়ে দেখতে গেল কে তাকে চাপড় দিয়েছে, নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল দেখে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে সে। স্লো-মোশান ছায়াছবির মতোন ফুটপাতে পড়ে গেল সে। পিঠে ভোঁতা একটা ব্যথা। ছড়িয়ে পড়ছে সারা গায়ে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। তার মুখের সামনে দিয়ে জুতোপরা লোকজন হেঁটে যাচ্ছে, যে কারও লাথি খেতে পারে, এ-ব্যাপারেও সচেতন সে। ফুটপাতের হিমশীতল স্পর্শে তার গাল অবশ হয়ে আসছে। বুঝতে পারছে এখানে শুয়ে থাকা উচিত হবে না। মুখ খুলল সে সাহায্য চাইবার জন্য; উষ্ণ, লাল একটা নদী যেন ফিনকি দিয়ে বেরুল গলা থেকে, ভিজিয়ে দিল গলানো বরফ। হতবুদ্ধি চেহারা নিয়ে সে দেখল রক্তের ধারাটা ফুটপাত হয়ে ঝাঁঝরির দিকে এগুচ্ছে। ব্যথাটা এখন আরও প্রবল, তবে সে শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে ভাবছে না। ভাবছে সুখবরটা নিয়ে। মেরিকে বলবে সে মুক্ত। তীব্র সাদা আকাশের দ্যুতি থেকে রক্ষা পেতে চোখ বুজল সে। বরফের সঙ্গে এবার শিলা পড়তে লাগল। তবে সে কিছুই টের পেল না। সমস্ত অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে লোকটা।

দুই

রিসেপশনের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল ক্যারল। ভেতরে প্রবেশ করল দুজন পুরুষ। তাদের দিকে চোখ তুলে চাইবার আগেই এরা কে বুঝে ফেলল সে। দুজন পুরুষের একজন মধ্য-চল্লিশ, বিশালদেহী। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, পেশিবহুল শরীর। প্রকাণ্ড একটা মাথা, ইস্পাত নীল কঠিন চোখ, চেহারা ভাবলেশশূন্য। দ্বিতীয়জন অপেক্ষাকৃত তরুণ। সুগঠিত শরীর। বাদামি চোখে সতর্ক চাউনি। দুজনের কারও সঙ্গেই চেহারার কোনো মিল নেই। তবু ক্যারলের কেন যেন মনে হল এরা আইডেন্টিকাল টুইন।

এরা ঝামেলা পাকাতে এসেছে। গন্ধ পাচ্ছে ক্যারল। ওরা ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসছে। ক্যারল টের পেল তার বগল দিয়ে নামতে শুরু করেছে ঘামের ধারা। কারা এরা? চিকের কোনো সমস্যা হয়েছে? ক্রাইস্ট, গত ছয়মাস ধরে সে সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত। ছয়মাস আগে ক্যারলের অ্যাপার্টমেন্টে বসে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পরদিন থেকে দল ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চিক।

স্যামি! সে তো সাগরপাড়ের এয়ারফোর্সে। ওর ভাইয়ের কিছু হলে এরকম লোককে নিশ্চয় খবর দেয়ার জন্য পাঠাত না কেউ। না, ওরা আসলে তার জন্যই এসেছে। ক্যারলের পার্সে কিছু মাদক আছে। কেউ ফাঁস করে দিয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু দুজন কেন? ওরা ওকে স্পর্শ করবে না—মনে-মনে বলার চেষ্টা করল ক্যারল। সে আর হারলেমের কৃষ্ণাঙ্গী বেশ্যা নয় যে সেজন্য ওরা এসেছে। পতিতাবৃত্তি ক্যারল ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগে। বর্তমানে সে দেশের অন্যতম সেরা একজন সাইকোঅ্যানালিস্টের রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু লোকদুটোকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ক্যারলের আতঙ্ক বৃদ্ধি পেল। তবে চেহারায় ভয় ফুটতে দিল না সে। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

ওরা দুজন গোয়েন্দা। বয়সীজন লেফটেন্যান্ট অ্যান্ড্রু ম্যাকগ্রিভি, ক্যারলের ঘামে-ভেজা বগল লক্ষ করল। সে পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করল, তাতে জীর্ণ একটা ব্যাজ লাগানো। 'লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি, নাইনটিনথ প্রেসিন্ট।' সঙ্গীর দিকে ইঙ্গিত করল, 'ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি। আমরা হোমিসাইড ডিভিশন থেকে এসেছি।'

হোমিসাইড! ক্যারলের হাতের পেশি তিরতির করে লাফাল। চিক! ও নিশ্চয় কাউকে খুন করেছে। ওকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে সে, ফিরে গেছে দলে। ডাকাতি করতে গিয়ে কাউকে গুলি করে মেরেছে—নাকি নিজেই মরেছে গুলি খেয়ে? ওরা কি একথাটাই জানাতে এসেছে ওকে? ক্যারল যেন হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে সচেতন হয়ে উঠল। ম্যাকগ্রিভি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমরা ড. জাড স্টিভেন্সের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,' বলল তরুণ গোয়েন্দা। তার কণ্ঠ নম্র ও ভদ্র। ক্যারল এই প্রথম লক্ষ করল তরুণ গোয়েন্দার হাতে বাদামি কাগজে মোড়া একটা ছোট পার্সেল। তাহলে এটা চিক বা স্যামি নয়।

'দুঃখিত,' অস্বস্তির ভাবটা লুকাতে পারল না সে। 'ড. স্টিভেন্স রোগী দেখছেন।'

'মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে আমাদের,' বলল ম্যাকগ্রিভি. 'আমরা তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।' বিরতি দিল সে. 'কাজটা আমরা এখানে বসে করতে পারি কিংবা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে গিয়েও।'

দুজনের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ক্যারল। বিস্মিত। ড. স্টিভেন্সের সঙ্গে হোমিসাইড গোয়েন্দাদের কী দরকার? পুলিশের মনে যাই থাকুক, ক্যারল জানে ডাক্তার কোনো অন্যায় করতে পারেন না। তাকে সে খুব ভালোভাবে চেনে। কতদিন ধরে চেনে? চার বছর। শুরুটা হয়েছিল নৈশ আদালতে...

রাত তখন তিনটা। নৈশ আদালতকক্ষ আলোয় উদ্ভাসিত, সকলের মধ্যে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ক্যারল-এর বিচার করছেন জাড মার্ফি। মাত্র দু সপ্তাহ আগে এই জাজের সামনে তাকে আসতে হয়েছিল। তিনি ওকে প্রবেশন দিয়েছিলেন। প্রথম অফেন্স। এর মানে প্রথমবার ধরা পড়ে ক্যারল। ও জানে এবার বিচারক ওকে লক্ষ করে বই ছুড়ে মারবেন।

ক্যারলের ব্যাপারে মামলার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শেষ। এক লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে বিচারকের সামনে, তাঁর মক্কেল সম্পর্কে বিচারক কিছু বলছেন। রুমাল হাতে থরথর করে কাঁপছে এক মোটু। তবে ক্যারলের পক্ষে কেউ নেই।

লম্বা লোকটা বেঞ্চ থেকে সরে গেল। ক্যারল শুনল তার নাম ধরে ডাকা হচ্ছে। সিধে হল সে, হাঁটুর সঙ্গে চেপে ধরল হাঁটু যাতে পা না কাঁপে। আদালতের জমাদার ক্যারলকে মৃদু ধাক্কা দিল সামনে এগোনোর জন্য। আদালতের কেরানি বিচারকের হাতে তুলে দিল চার্জশিট।

বিচারক মার্ফি তাকালেন ক্যারলের দিকে। তারপর চোখ ফেরালেন সামনে রাখা কাগজের তোড়ায়।

'ক্যারল রবার্টস, রাস্তায় বেলেল্লাপনা, ভবঘুরের মতো ঘোরাঘুরি, মারিজুয়ানা সঙ্গে রাখা এবং গ্রেফতারি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে তোমার বিরুদ্ধে।'

শেষেরটা মিথ্যা অভিযোগ। পুলিশের লোকটা ওকে বিশ্রীভাবে ধাক্কা দেয়ায় সে

লোকটার অণ্ডকোষ লক্ষ্য করে লাথি মেরেছিল। শত হলেও সে আমেরিকার নাগরিক।

'কিছুদিন আগেও তোমাকে আদালতে দেখেছি, তাই না, ক্যারল?'

ইচ্ছে করে গলা কাঁপাল ক্যারল। 'জি, ইয়োর অনার।'

'তোমাকে প্রবেশন দিয়েছিলাম।'

'জি, স্যার।'

'তোমার বয়স কত?'

জানত প্রশ্নটা ওকে করা হবে। 'ষোলো। আজ আমি ষোলোতে পা দিয়েছি। হ্যাপি বার্থডে টু মি।' বলল ও। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জল, ফোঁপানির চোটে কাঁপতে লাগল শরীর।

লম্বা, শান্ত চেহারার মানুষটা এককোণে একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু কাগজপত্র ঢোকাচ্ছিল চামড়ার অ্যাটাচি-কেসে। ক্যারলের কান্নার শব্দে চোখ তুলে চাইল সে, ওকে দেখল একমুহূর্ত। তারপর কথা বলল জাজ মার্ফির সঙ্গে।

বিচারক আদালত বিরতির ঘোষণা দিলেন। দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন জাজের অফিসে। পনেরো মিনিট পরে জমাদার ক্যারলকে নিয়ে গেল বিচারকের অফিসে। শান্ত চেহারার লোকটা জরুরি গলায় কথা বলছিল বিচারকের সঙ্গে।

'তুমি ভাগ্যবতী, ক্যারল,' বললেন জাজ মার্ফি। 'আরেকটা সুযোগ পাচ্ছ তুমি। আদালত তোমাকে ড. স্টিভেন্সের ব্যক্তিগত হেফাজতে রাখার আদেশ দিয়েছে।'

ড. স্টিভেন্সের পরিচয় ক্যারল জানে না। জানতে চায়ও না। এ লোক জ্যাক দ্য রিপার হলেও তার কিছু আসে যায় না। সে চায় আজ তার জন্মদিন নয় তা কেউ জেনে ফেলার আগেই দুর্গন্ধযুক্ত আদালত থেকে কেটে পড়তে।

ডাক্তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এল ক্যারলকে গাড়িতে করে। যাত্রাপথে অল্প কথা হল। তবে সেসব কথার পিঠে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না ক্যারলের। ইস্ট রিভারের দিকে মুখ-ফেরানো সেভেনটি ফার্স্ট স্ট্রিটের একটি আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে গাড়ি থামাল ড. স্টিভেন্স। এ ভবনে একজন দারোয়ান এবং এলিভেটর অপারেটর আছে। তারা চেহারায় এমন নির্লিপ্তভাব ফুটিয়ে রাখল যেন স্টিভেন্সকে প্রতিদিন রাত তিনটার সময় ষোড়শী পতিতা নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখে অভ্যস্ত।

ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্টের মতো বাড়ি কোনোদিন দেখেনি ক্যারল। সাদা লিভিংরুমে একজোড়া লম্বা, নিচু কাউচ, পশমি কাপড় দিয়ে ঢাকা। কাউচ-জোড়ার মাঝখানে প্রকাণ্ড চৌকোনা একটি কফি টেবিল, মোটা গ্লাস টপসহ। টেবিলের উপর বড় একটা দাবাবোর্ড, তাতে খোদাই-করা ভেনেশিয়ান মূর্তি। দেয়ালে ঝুলছে আধুনিক চিত্রকর্ম। হলঘরে প্রকাণ্ড একটা টেলিভিশন। ওদিকে লবিতে ঢোকার প্রবেশপথ। লিভিংরুমের এককোনায় স্মোকড গ্লাস বার। তাতে ক্রিস্টালের গ্লাস ও ডিকান্টার সাজানো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে অনেক দূরের নদীতে ছোট ছোট

নৌকা ভেসে বেড়াতে দেখল ক্যারল।

'কোর্টে গেলেই আমার খিদে পায়,' বলল জাড। 'আমি বার্থডের ছোটখাটো সাপারের ব্যবস্থা করে ফেলি।' কিচেনে নিয়ে গেল সে ক্যারলকে। দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করল মেক্সিকান ওমলেট, ফ্রেঞ্চফ্রাইড টমেটো, টোস্টেড ইংলিশ মাফিন, সালাদ এবং কফি। 'ব্যাচেলর থাকার এই একটা সুবিধা,' বলল সে। 'যখন যা মন চায় রেঁধে ফেলি।'

এ লোক তাহলে ব্যাচেলর। ক্যারল যদি ঠিকমতো তাস খেলতে পারে, ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে উঠবে। খাওয়া শেষে স্টিভেন্স তাকে গেস্ট বেডরুমে নিয়ে গেল। নীলরঙের বেডরুমে বিশাল ডাবল বেড। বিছানায় নীল চেকের চাদর। বিছানার পাশে একটা স্প্যানিশ ড্রেসারও আছে। দামি।

'তুমি আগে ঘুমাও,' বলল সে। 'তোমার জন্য পাজামা নিয়ে আসি।'

ক্যারল চারপাশে চোখ বুলিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মনে-মনে। এ লোককে কব্জা করতে পারলে কেল্লাফতে। আর তাই করার চেষ্টা করবে ক্যারল।

নগ্ন হল ক্যারল। শাওয়ারের নিচে আধঘণ্টা ভিজল। গায়ে একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। তার দুরন্ত যৌবন ভেদ করে আসতে চাইছে তোয়ালের বাঁধন ছিঁড়ে। দেখল লোকটা তার জন্য নিজের পরনের একজোড়া পাজামা রেখে গেছে বিছানার উপর। হাসল ক্যারল সবজান্তার ভঙ্গিতে। পাজামা পরল না। শরীর থেকে খুলে ফেলল তোয়ালে। চলে এল লিভিংরুমে। এখানে নেই লোকটা। একটা দরজা দিয়ে উঁকি দিল ক্যারল। ওপাশে একটা ডেন। আরামদায়ক, বড়সড় একটা ডেস্কে বসে আছে লোকটা। ডেস্কের উপর পুরোনো আমলের ডেস্কল্যাম্প। ডেনের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই আর বই।

ক্যারল লোকটার পেছনে হেঁটে গেল, চুমু খেল ঘাড়ে। 'চলো, শুরু করি,' ফিসফিস করল ও। 'তুমি আমাকে এমন উত্তেজিত করে তুলেছ যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' বুক দিয়ে চাপ দিল ক্যারল। 'কিসের জন্য অপেক্ষা করছ, বিগ ড্যাডি? এখনই আমার উপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমি মত বদলেও ফেলতে পারি।'

গাঢ়, ধূসর চোখ দিয়ে তাকে এক সেকেন্ড পরখ করল লোকটা।

'আজ তো তোমার উপর দিয়ে কম ধকল গেল না,' মৃদুগলায় বলল সে। 'নিগ্রো হয়ে জন্মেছ সে তোমার দোষ নয়। তবে তোমাকে বেশ্যাবৃত্তি কে বেছে নিতে বলেছে?'

ক্যারল হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। বুঝতে পারছে না ও এমন কী বলেছে যে লোকটা তাকে একথা বলল। হয়তো এ লোক মর্ষকামী প্রকৃতির। উত্তেজিত হয়ে উঠতে তাকে পেটাবে বেত দিয়ে। তারপর ওকে নিয়ে শোবে। আবার চেষ্টা চালাল ক্যারল। লোকটার পায়ের মধ্যে নিজের দু পা গলাল, চাপ দিল। ফিসফিসে কণ্ঠে বলল, 'গো, বেবি। শুরু করি এসো।'

ভদ্রলোকের মতো নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লোকটা। ক্যারলকে বসিয়ে দিল একটা

আর্মচেয়ারে। এমন অবাক জীবনে হয়নি ক্যারল। লোকটাকে দেখে বদমাশ মনে হয় না। তবে আজকালকার দুনিয়ায় মানুষ চেনা বড় দায়। 'ঠিক আছে। তুমিই বলো কীভাবে তুমি আনন্দ পেতে চাও।' বলল ক্যারল।

'অলরাইট,' বলল লোকটা। 'এসো, আড্ডা দিই।'

'তার মানে—গল্প করবে?'

'হ্যাঁ।'

গল্প করল ওরা। আড্ডা দিল সারারাত। ক্যারলের জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত রাত ছিল এটা। ড. স্টিভেন্স এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে চলে গেল লাফ মেরে। ওকে যেন পরীক্ষা করছে। ক্যারলের কাছে সে ভিয়েতনাম, ঘেটো এবং কলেজের দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে মতামত চাইল। প্রতিবার ক্যারল যখন ভাবছে লোকটার মতলব সে ধরে ফেলেছে, ড. স্টিভেন্স পরক্ষণে চলে গেল অন্য বিষয়ে। এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলল ওরা, যার কথা ক্যারল জীবনেও শোনেনি। আবার এমন সব বিষয় নিয়ে কথা হল যে-বিষয়ে ক্যারল নিজেকে এক্সপার্ট মনে করে।

মাসখানেক পর বিছানায় শুয়ে স্টিভেন্সের কথা ভাবল ক্যারল। মনে করার চেষ্টা করল মানুষটার জাদুর মতো বলা কথা আর আইডিয়া নিয়ে। এসব কথা বেমালুম বদলে দিয়েছে ওকে। ও বুঝতে পারল আসলে ও বদলে গেছে স্টিভেন্সের কথা শুনে। এভাবে দিনের-পর-দিন কেউ কথা বলেনি ক্যারলের সঙ্গে। ওর সঙ্গে মানুষের মতো আচরণ করেছে ড. স্টিভেন্স—তার মতামত, অনুভূতি এবং আবেগের মূল্য সে দিয়েছে।

সে রাতে কোনো একসময় নিজের নগ্নতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে ক্যারল, নিজের ঘরে যায় পাজামা পরতে। স্টিভেন্স তার ঘরে আসে, বসে বিছানার এককোণে। তারপর আরও কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যায় ওরা। ওরা মাও জেদং, হুলাহুপ আর পিল নিয়ে কথা বলে। কথা বলে সেই বাবা-মাদের নিয়ে যারা কখনও বিয়ে করেনি। ক্যারল স্টিভেন্সকে এমন সব কথা বলে যা সে জীবনেও কাউকে বলেনি। এমন সব কথা যা তার অবচেতন মনের গভীরে ডুবে ছিল। যখন ঘুমিয়ে পড়ে ক্যারল, নিজেকে একদম শূন্য মনে হচ্ছিল। যেন ওর বড় একটা অপারেশন হয়েছে কিংবা তার শরীর থেকে এক নদী বিষ শুষে নিয়েছে।

পরদিন সকালে, নাস্তা খাওয়ার পর ক্যারলকে একশো ডলার দিল ড. স্টিভেন্স।

ইতস্তত করল ক্যারল, তারপর বলল, 'আমি মিথ্যা বলেছি। কাল আমার জন্মদিন ছিল না।'

'আমি জানি,' মুচকি হাসল সে। 'তবে কথাটা আমরা বিচারককে বলব না।' গলার স্বর বদলে গেল তার। 'টাকাটা নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যেতে পারো। পুলিশের হাতে যদি আবার ধরা না পড়ো সে-পর্যন্ত তোমাকে কেউ বিরক্ত করবে না।' বিরতি দিল। 'আমার একজন রিসেপশনিস্ট দরকার। আমার ধারণা কাজটা তুমি খুব ভালো পারবে।'

অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকাল ক্যারল। 'আমি শর্টহ্যান্ড কিংবা টাইপ কিছুই জানি না।'

'জানবে যদি স্কুলে ফিরে যাও।'

ক্যারল তাকে লক্ষ করল, তারপর উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আমি স্কুলে ফিরে যাওয়ার কথা একবারও ভাবিনি। তাহলে তো মজাই হয়।' ডলার নিয়ে এ বাড়ি থেকে সে কেটে পড়তে পারলেই বাঁচে। হারলেমে ফিলম্যানের ড্রাগস্টোরে তার বন্ধুবান্ধবদের টাকা না-দেখানো পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না ক্যারল। এ টাকা দিয়ে সে অন্তত একসপ্তার মাল কিনতে পারবে।

ফিলম্যানের ড্রাগস্টোরে ঢুকে ক্যারলের মনে হল সে যেন এখান থেকে একমুহূর্তের জন্যও কোথাও যায়নি। সেই একই চেনা মুখ দেখল সে। হতাশায় ভরা। ডাক্তারের বাড়ির কথা মনে পড়ছে। সাজানো গোছানো আর নির্জন। এ যেন অন্য পৃথিবীর কোনো দ্বীপ। ওই দ্বীপে থাকার পাসপোর্ট দিতে চেয়েছে লোকটা। তবে এতে হারানোর কী আছে? সে একবার চেষ্টা করতে পারে। ডাক্তার দেখুক তার ব্যাপারে ভুল করেছে সে, ক্যারলের পক্ষে মানুষ হওয়া সম্ভব নয়।

তবে নিজেকে বিস্মিত করে তুলতেই যেন রাতের স্কুলে ভর্তি হল ক্যারল। নিজের ঘর ছেড়ে দিল সে, থাকতে শুরু করল বাবা-মার সঙ্গে। ড. স্টিভেন্স পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে একটা মাসোহারা দিতে লাগল। টপ গ্রেড নিয়ে হাইস্কুল পাস করল ক্যারল। গ্রাজুয়েশনের দিনে উপস্থিত থাকল ডাক্তার। গর্বে উজ্জ্বল ধূসর চোখ। ক্যারল নেডিকসে দিনের বেলা একটা কাজ জুটিয়ে নিল, রাতের বেলা ভর্তি হল সেক্রেটারিয়েল কোর্সে। কোর্স শেষ হলে সে ড. স্টিভেন্সের কাছে গেল কাজ করতে। নিজেই থাকতে লাগল অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে।

গত চার বছর ধরে ক্যারলের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে আসছে ড. স্টিভেন্স, যে সম্মান সে দেখিয়েছিল প্রথম রাতে। স্টিভেন্স ক্যারলকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছে ক্যারল, সমাধানের জন্য তাকে সময় দিয়েছে ড. স্টিভেন্স। কিছুদিন ধরে সে চিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলতে চাইছিল ডাক্তারকে। কিন্তু বলতে পারেনি। ক্যারল চায় ড. স্টিভেন্স তাকে নিয়ে গর্ব করুক। সে স্টিভেন্সের সঙ্গে যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। স্টিভেন্সের সঙ্গে সে শুতে যেতে পারে, তারজন্য মানুষ খুনও করতে পারে...

আর এখন সেই মানুষটির জন্য হোমিসাইড স্কোয়াড থেকে দুই গোয়েন্দা এসেছে দেখা করতে।

অধৈর্য হয়ে উঠল ম্যাকগ্রিভি। 'কী হল, মিস?'

'আমার উপর হুকুম আছে রোগী দেখার সময় ওনাকে বিরক্ত করা যাবে না।' বলল ক্যারল। ম্যাকগ্রিভির চোখে অন্ধকার ঘনাতে দেখে যোগ করল, 'আচ্ছা, আমি কথা বলছি।' ফোন তুলল ও, আঙুলের চাপ বসাল ইন্টারকম বাজারে। ত্রিশ সেকেন্ড বিরতির পর ফোনে ভেসে এল ড. স্টিভেন্সের কণ্ঠ, 'বলো!'

'আপনার সঙ্গে দুজন ডিটেকটিভ দেখা করতে চান। বলছেন হোমিসাইড ডিভিশন থেকে এসেছেন।'

গলার স্বর বদলে গেল স্টিভেন্সের... নার্ভাসনেস...ভয়। 'ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলো।' বলল সে। তারপর কেটে গেল লাইন। গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল ক্যারল, 'শুনলেনই তো উনি কী বললেন।'

'রোগী কতক্ষণ থাকবে?' জানতে চাইল তরুণ গোয়েন্দা অ্যাঞ্জেলি।

ডেস্কের ঘড়ি দেখল ক্যারল। 'আরও পঁচিশ মিনিট। উনি আজকের শেষ রোগী।'

দুই পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আমরা অপেক্ষা করব,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাকগ্রিভি।

চেয়ারে বসল ওরা। ম্যাকগ্রিভি ওকে লক্ষ করছে।

'আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে।'

পটল না ক্যারল। 'ওরা কী বলে জানেন তো,' বলল ও, 'আমরা সবাই দেখতে কমবেশি একই রকম।'

ঠিক পঁচিশ মিনিট পরে ডাক্তারের প্রাইভেট অফিসের সাইডডোরে ক্লিক একটা আওয়াজ শুনল ক্যারল। একটু বাদে খুলে গেল ডাক্তারের অফিসের দরজা। বেরিয়ে এল ডক্টর জাড স্টিভেন্স। ম্যাকগ্রিভিকে দেখে ইতস্তত করল সে। 'আমাদের আগেও একবার সাক্ষাৎ হয়েছে,' বলল সে। তবে স্টিভেন্সের মনে পড়ল না কোথায়।

ম্যাকগ্রিভি নিজের পরিচয় দিল। 'আমি লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি।' ইঙ্গিত করল অ্যাঞ্জেলির দিকে। 'আর এ গোয়েন্দা ফ্রাঙ্ক অ্যাঞ্জেলি।'

জাড এবং অ্যাঞ্জেলি হ্যান্ডশেক করল। 'আসুন।'

ওরা জাডের প্রাইভেট অফিসে ঢুকল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

জাডের অফিস ফ্রান্সের গ্রামের বাড়ির বৈঠকখানার মতো সাজানো। কাজ করার কোনো টেবিল নেই। বদলে আছে খানকয়েক আরামকেদারা এবং অ্যান্টিক কিছু ল্যাম্প। অফিসের দূরপ্রান্তে একটা প্রাইভেট ডোর। তার ওপাশে করিডোর। মেঝেতে দামি কার্পেট, এককোনায় বুটিদার কাপড়ে ঢাকা কাউচ। ম্যাকগ্রিভি লক্ষ করল দেয়ালে কোনো ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ঝোলানো নেই।

'এই প্রথম কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের অফিসে এলাম আমি।' খোলা মনে বলল অ্যাঞ্জেলি। 'আমার বাড়িটি এরকম সাজানো গোছানো থাকলে বেশ হত।'

'গোছানো ঘর আমার রোগীদেরকে রিল্যাক্স হতে সুযোগ দেয়।' বলল জাড। 'বাই দা ওয়ে, আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই, সাইকোঅ্যানালিস্ট।'

'দুঃখিত,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'দুটোর মধ্যে তফাৎ কী?'

'ঘণ্টা প্রতি পঞ্চাশ ডলারের তফাৎ,' বলল ম্যাকগ্রিভি।

'আমার পার্টনারও এত বেতন পায় না।'

পার্টনার। হঠাৎ মনে পড়ে গেল জাডের। চার-পাঁচ বছর আগে এক মাছের দোকানে সংঘর্ষে ম্যাকগ্রিভির পার্টনার গুলি খেয়ে মারা যায়, আহত হয় ম্যাকগ্রিভি। এ অভিযোগে অ্যামোস জিফরেন নামে এক ছিঁচকে অপরাধীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার মক্কেল অপ্রকৃতিস্থ, এ কারণ দেখিয়ে জিফরেনের অ্যাটর্নি ক্লায়েন্টকে নির্দোষ হিসেবে দাবি করে। জাডকে ডাকা হয় জিফরেনকে পরীক্ষা করার জন্য। জাডের সাক্ষ্যে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা পায় জিফরেন, তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় পাগলা গারদে।

'এখন আপনাকে চিনতে পেরেছি,' বলল জাড। 'জিফরেন কেস। আপনার গায়ে তিনটি গুলি লেগেছিল; আপনার পার্টনার মারা যায়।'

'আপনাকেও এখন মনে পড়ছে,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি খুনীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

'আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'আমাদের কিছু তথ্য দরকার, ডক্টর,' বলল ম্যাকগ্রিভি। মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলিকে লক্ষ করে। অ্যাঞ্জেলি হাতের পার্সেলটা হাতড়াতে শুরু করল।

'একটা জিনিস আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে,' বলল ম্যাকগ্রিভি।

প্যাকেজটা খুলে ফেলেছে অ্যাঞ্জেলি। হলুদ একটা বর্ষাতি বের করল।

'এ জিনিসটা আগে দেখেছেন কখনও?'

'এ তো আমার বর্ষাতি!' বিস্মিত হল জাড।

'এটা আপনারই। নাম লেখা আছে গায়ে।'

'এটাকে পেলেন কোথায়?'

'কোথায় পেতে পারি বলে আপনার ধারণা?'

ম্যাকগ্রিভিকে একনজর দেখল জাড, তারপর লম্বা, নিচু টেবিল থেকে একটা পাইপ তুলে নিল। জার খুলে ওতে ভরতে লাগল তামাক।

'আমার চেয়ে আপনারাই তা ভালো বলতে পারবেন।'

'রেইনকোটটা যদি আপনার হয়ে থাকে ড. স্টিভেন্স', বলল ম্যাকগ্রিভি, 'তাহলে আমরা জানতে চাই আপনার জিনিস অন্য লোকের কাছে গেল কী করে।'

'এর মধ্যে কোনো রহস্যময় ব্যাপার নেই। সকালে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। আমার রেইনকোটটা ছিল লন্ড্রিতে, তাই এই হলদে স্লিকারটা পরে আমি বের হই। এটা সাধারণত মাছ ধরতে যাওয়ার সময় আমি ব্যবহার করি। আমার এক রোগী রেইনকোট আনেনি। বাইরে তখন প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে। আমি তাকে বর্ষাতিটা ধার দিই।' বিরতি দিল সে. হঠাৎ উদ্বিগ্ন শোনাল কণ্ঠ। 'তার কী হয়েছে?'

'কার কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্রিভি।

'আমার রোগী—জন হ্যানসন।'

'উনি মারা গেছেন,' মৃদু গলায় বলল অ্যাঞ্জেলি।

শিরশিরে একটা ঢেউ বয়ে গেল জাডের শরীরে। 'মারা গেছে!'

'কেউ তার পিঠে ছুরি মেরেছে,' জানাল ম্যাকগ্রিভি।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জাড। ম্যাকগ্রিভি বর্ষাতিটা অ্যাঞ্জেলির কাছ থেকে নিয়ে মেলে ধরল যাতে জাড রক্তের দাগ দেখতে পায়। বর্ষাতির পেছনের অংশ মেহেদি রঙ ধারণ করেছে। বমি-বমি ভাব হল জাডের।

'কে ওকে খুন করল?'

'এ জবাব আপনার কাছ থেকে পাবার আশা নিয়েই আমরা এসেছি ড. স্টিভেন্স,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'নিহতের সাইকোঅ্যানালিস্টের চেয়ে বেশি কে তাকে চিনবে?'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জাড। 'কখন ঘটল এ ঘটনা?'

জবাব দিল ম্যাকগ্রিভি। 'আজ সকাল এগারোটায়। লেক্সিংটন এভিন্যুতে, আপনার অফিস থেকে এক ব্লক দূরে। অনেকেই হয়তো তাকে রাস্তায় পড়ে যেতে দেখেছে। তবে বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল বলে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি। রক্তক্ষরণে মারা গেছে লোকটা।'

টেবিলের কিনারা চেপে ধরল জাড, সাদা হয়ে গেল নখের ডগা।

'আজ সকালে হ্যানসন এখানে কখন এসেছিল?' প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেলি।

'দশটার দিকে।'

'কতক্ষণ ছিল?'

'পঞ্চাশ মিনিট।'

'কাজ শেষ হতে চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমার আরেক রোগী ছিল।'

'রিসেপশন অফিস হয়ে বেরিয়েছে হ্যানসন?'

'না। আমার রোগীরা রিসেপশন অফিস হয়ে ঢোকে তবে বেরোয় ওই দরজা দিয়ে।' বাইরের করিডোর-লাগোয়া প্রাইভেট ডোরের দিকে ইঙ্গিত করল জাড। 'তাহলে কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাকগ্রিভি। 'তার মানে এখান থেকে বেরুবার অল্পক্ষণের মধ্যে খুন হয়ে যায় হ্যানসন। আপনার কাছে সে কেন এসেছিল?'

ইতস্তত করল জাড। 'দুঃখিত। এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।'

'কেউ তাকে খুন করেছে,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি তার খুনীর সন্ধান পেতে সাহায্য করতে পারেন।'

জাডের পাইপ নিভে গেছে। ওটা আবার ধরানোর জন্য সময় নিল সে।

'কতদিন ধরে সে আপনার ক্লায়েন্ট?' এবার প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেলি। পুলিশ টিমওয়ার্ক।

'তিন বছর ধরে,' জবাব দিল জাড।

'তার সমস্যাটা কী ছিল?'

ইতস্তত করল জাড। জন হ্যানসনকে আজ সকালে উত্তেজিত ও খুশি-খুশি

লাগছিল, নতুন স্বাধীনতা উপভোগ করার আনন্দে ছিল মশগুল। 'সে সমকামী ছিল। আমি আজ সকালে তাকে বলে দিই আমার কাছে আসার আর প্রয়োজন নেই। সে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার স্ত্রী এবং দুটি সন্তান আছে—ছিল।'

'হয়তো তার কোনো সমকামী সঙ্গী তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়নি,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'দুজনের মধ্যে মারামারি হয়েছে। সঙ্গী রেগে গিয়ে তার বয়ফ্রেন্ডের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়।'

জাড অনিশ্চিত গলায় বলল, 'এমন হতেও পারে। তবে ঠিক বিশ্বাস হয় না।'

'কেন বিশ্বাস হয় না, ড. স্টিভেন্স?' জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলি।

'কারণ হ্যানসনের সঙ্গে গত একবছরেরও বেশি সময় ধরে কোনো সমকামীর যোগাযোগ ছিল না। অন্য কেউ টাকাপয়সার লোভে ওকে হত্যা করেছে। মারামারি করার অভ্যাস ছিল হ্যানসনের।'

'হ্যানসনের টাকাপয়সা খোয়া যায়নি,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'তার ওয়ালেটে একশো ডলারেরও বেশি ছিল।' বিরতি দিল সে। তারপর জানতে চাইল, 'আপনি কদ্দিন ধরে প্রাকটিস করছেন, ডক্টর?'

'বারো বছর। কেন?'

শ্রাগ করল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি একজন সুদর্শন পুরুষ। আপনার রোগীরা নিশ্চয় আপনার প্রেমে পড়ে যায়?'

ঠাণ্ডা দেখাল জাডের চাউনি, 'আপনার এ প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলাম না।'

'ওহ্, কামঅন, ডক্। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। আমরা সবাই তো পুরুষ। এক সমকামী এখানে এসে এক তরুণ সুদর্শন ডাক্তারকে পেয়ে যায় তার সমস্যার কথা বলার জন্য।' তার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ শোনাল। 'আপনি কি বলতে চান গত তিন বছর ধরে হ্যানসন আপনার কাছে আসছে অথচ সে আপনার প্রেমে পড়েনি?'

ভাবলেশশূন্য চোখে তাকে দেখল জাড। 'পুরুষ হিসেবে এমনটাই আপনার মনে হল, লেফটেন্যান্ট?'

ম্যাকগ্রিভি বিরক্ত হল না। 'এমনটি ঘটতে পারত। কী ঘটতে পারত আমি আপনাকে বলব। আপনি বললেন হ্যানসনকে বলেছেন আপনার কাছে আর আসতে হবে না। কথাটা হয়তো পছন্দ হয়নি তার। গত তিন বছরে আপনার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল সে। এ-বিষয় নিয়ে হয়তো মারামারি করেছেন আপনারা।'

রাগে মুখ কালো হয়ে গেল জাডের।

টেনশনটা ভাঙল অ্যাঞ্জেলি। 'ওকে কেউ ঘৃণা করত বলে জানা আছে আপনার, ডাক্তার? কিংবা সে কাউকে ঘৃণা করত?'

'এমন কেউ থাকলে,' বলল জাড, 'আপনাদেরকে বলতাম সেকথা। জন হ্যানসন সম্পর্কে সবই জানতাম আমি। সুখী মানুষ ছিল সে। কাউকে ঘৃণা করত না। আর কেউ তাকে ঘৃণা করত কিনা জানি না আমি।'

‘বেশ।’ বলল ম্যাকগ্রিভি। ‘আমরা তার ফাইলটা নেব।’

‘না।’

‘আমরা কোর্ট অর্ডার নিয়ে আসব।’

‘নিয়ে আসুন। ফাইলে এমন কিছু নেই যা আপনাদের কাজে লাগতে পারে।’

‘তাহলে এটা আমাদেরকে দিলে ক্ষতি কী?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলি।

‘ফাইলের তথ্য জেনে আহত হতে পারে হ্যানসনের স্ত্রী এবং সন্তানরা। আপনারা ভুল করছেন। আপনারা দেখবেন হ্যাসনসকে অচেনা কেউ একজন হত্যা করেছে।’

‘বিশ্বাস করি না,’ খেঁকিয়ে উঠল ম্যাকগ্রিভি।

রেইনকোটটা আবার পেঁচিয়ে পার্সেলে ঢোকাল অ্যাঞ্জেলি।

‘কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করব এটাকে নিয়ে। কাজ শেষ হলে ফেরত পাবেন।’

‘রেখে দিন,’ বলল জাড।

করিডোরের প্রাইভেট ডোর খুলল ম্যাকগ্রিভি। ‘আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকবে, ডক্টর।’ বেরিয়ে গেল সে। অ্যাঞ্জেলি জাডের উদ্দেশে নড্ করে পিছু নিল ম্যাকগ্রিভির।

জাড নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, মনে ঝড় বইছে। ক্যারল ভিতরে ঢুকল। ‘কোনও সমস্যা নেই তো?’ ইতস্তত ভঙ্গিতে জানতে চাইল সে।

‘জন হ্যানসন খুন হয়েছে। ছুরি মেরেছে কেউ।’

‘ওহ্ মাই গড। কিন্তু কেন?’

‘পুলিশ জানে না।’

‘কী ভয়ংকর!’ জাডের চোখে ব্যথা ফুটে আছে লক্ষ করল ক্যারল। ‘আমি কী কিছু করতে পারি, ডক্টর?’

‘অফিস বন্ধ করে দাও, ক্যারল। মিসেস হ্যানসনের কাছে যাচ্ছি আমি। খবরটা আমি তাকে নিজে দেব।’

বেরিয়ে পড়ল জাড।

ত্রিশ মিনিট পর ফাইলপত্রের কাজ শেষ হল ক্যারলের। সে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। ডেস্কে তালা মারছে, খুলে গেল করিডোরের দরজা। ছটা বাজে। ভবন বন্ধ হয়ে গেছে। ক্যারল লোকটার দিকে মুখ তুলে চাইল। হাসল সে। এগিয়ে গেল ক্যারলের দিকে।

তিন

মেরি হ্যানসনের চেহারা পুতুলের মতো, ছোটখাটো, সুন্দরী, চমৎকার দেহবল্লরী। বাইরে সে নরম দক্ষিণী অসহায় নারী, কিন্তু ভিতরে গ্রানাইট পাথরের মতো শক্ত। তার স্বামীর থেরাপি শুরু হবার এক সপ্তাহ পরে জাডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মেরির। সে স্বামীর থেরাপির বিষয়টা কিছুতেই মেনে নিতে চাইছিল না। জাড তার সঙ্গে মেরিকে কথা বলতে বলে। 'আপনি আপনার স্বামীর চিকিৎসা করাতে চাইছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করেছিল জাড।

'আমি কাউকে জানাতে চাই না আমি এক উন্মাদ লোককে বিয়ে করেছি,' জবাব দিয়েছিল মেরি। 'ওকে বলুন আমাকে যেন ডিভোর্স দিয়ে দেয়। তারপর সে যা-খুশি করুকগে।'

জাড ব্যাখ্যা করেছিল এ-সময় ডিভোর্স দিলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে জন।

'ধ্বংস হওয়ার কিছু বাকি নেই,' মেরি চিৎকার করে উঠেছিল। 'ও সমকামী জানলে কি ওকে আমি বিয়ে করতাম? ও তো একটা মহিলা।'

'প্রতিটি পুরুষের মধ্যেই একজন মহিলা বাস করে,' বলেছে জাড। 'যেমন প্রতিটি নারীর মধ্যে বাস করে একজন পুরুষ। আর আপনার স্বামীর কিছু জটিল মানসিক সমস্যা আছে। ওগুলো দূর করতে হবে। সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, মিসেস হ্যানসন। আপনার এবং আপনার সন্তানদের তাকে সাহায্য করা উচিত।'

মেরিকে ঝাড়া তিনঘণ্টা বোঝানোর পরে শেষে ডিভোর্স না দিতে নিমরাজি হয়েছে সে। তবে সময় যত বয়ে যাচ্ছিল, কেসটার ব্যাপারে ততই কৌতূহলী হয়ে উঠছিল মেরি। জাডের নিয়ম আছে সে কখনও স্বামী-স্ত্রীর চিকিৎসা একসঙ্গে করে না। তবে মেরি যখন তার চিকিৎসা করতে বলেছিল, মানা করতে পারেনি জাড। মেরি নিজেকে বুঝতে পারছিল, স্ত্রী হিসেবে তার ব্যর্থতা কোথায় তা উপলব্ধি করতে পারছিল। ফলে দ্রুত উন্নতি হতে থাকে জনের।

আর এখন জাডকে বলতে হবে মেরির স্বামীকে কেউ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। জাডের কথা শুনে তার দিকে মুখ তুলে চাইল মেরি, বিশ্বাস করতে পারছে না। যেন ভয়ংকর একটা রসিকতা করা হয়েছে তার সঙ্গে। তারপর বুঝতে পারল ব্যাপারটা। 'ও আর আমার কাছে ফিরে আসবে না!' চিৎকার করে কেঁদে উঠল মেরি। 'ও আর

আমার কাছে ফিরে আসবে না!' প্রচণ্ড যন্ত্রণায়, আহত জন্তুর মতো পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেলতে লাগল সে। মায়ের কান্না শুনে ছয়বছরের যমজ বাচ্চাদুটো দৌড়ে এল। তারপর কান্নাকাটির যে রোল পড়ল তা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল জাডের জন্য। কোনোমতে বাচ্চাদেরকে শান্ত করে প্রতিবেশীদের কাছে দিয়ে এল সে। মিসেস হ্যানসনকে সিডেটিভ দিয়ে খবর দিল পারিবারিক ডাক্তারকে। তারপর আর কিছু করার নেই দেখে ওখান থেকে চলে এল জাড। গাড়িতে চড়ে বসল। উদ্দেশ্যহীনভাবে চালাতে লাগল গাড়ি।

হ্যানসন নরকের মধ্যে থেকে লড়াই করেছে অথচ বিজয়ের মুহূর্তে তাকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হল ধরিত্রীর বুক থেকে। ...এ মৃত্যুর কোনো মানে হয় না। কোনো সমকামী কি হামলা চালিয়েছিল জনের উপর? কোনো হতাশ প্রেমিক, যাকে ত্যাগ করেছিল হ্যানসন? এরকম ঘটা অস্বাভাবিক নয় তবে জাডের ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না ব্যাপারটা। লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি বলল হ্যানসন তার অফিস থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে খুন হয়েছে। খুনী যদি সমকামী হয়ে থাকে, তীব্র ঘৃণায় পূর্ণ থাকত তার অন্তর, তাহলে সে হ্যানসনকে গোপন কোনো জায়গায় ডেকে নিয়ে যেত কিংবা হ্যানসনকে তার কাছে ফিরে আসার জন্য মিনতি জানাত অথবা ওকে হত্যা করার আগে সাধ মিটিয়ে গালিগালাজ করত। জনাকীর্ণ রাস্তায় পিঠে ছুরি মেরে পালিয়ে যেত না।

রাস্তার কিনারে একটা টেলিফোন-বুথে চোখ আটকে গেল জাডের। মনে পড়ে গেল রাতে ড. পিটার হ্যাডলি ও তার স্ত্রী নোরার বাসায় ডিনারের দাওয়াত আছে। ওরা তার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু এ-মুহূর্তে ডিনারে যেতে ইচ্ছে করছে না জাডের। ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল ও, ঢুকল ফোনবুথে, ডায়াল করল হ্যাডলির নাম্বারে। ফোন ধরল নোরা, 'তুমি এখনও আসছ না কেন? কোথায় তুমি?'

'নোরা,' বলল জাড। 'আমি বোধহয় আজ রাতে দাওয়াত রক্ষা করতে পারব না, ভাই।'

'পারবে না!' চেঁচিয়ে উঠল নোরা। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এক সেক্সি স্বর্ণকেশী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

'পরে কখনও আসব,' বলল জাড। 'আজ সত্যি আসতে পারছি না। মাফ করে দাও।'

'তোমরা ডাক্তাররা যে কী!' ঘোঁতঘোঁত করল নোরা। 'এক মিনিট, তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলো।'

পিটারের গলা শোনা গেল। 'কী হয়েছে, জাড?'

ইতস্তত করল জাড। 'একটু ঝামেলায় আছি, ভাই। কাল তোমাকে বলব।'

'তুমি সুস্বাদু এক স্ক্যান্ডিনেভিয়ানকে মিস করছ কিন্তু।'

'তার সঙ্গে পরে পরিচিত হওয়া যাবে,' বলল জাড।

ফিসফাস শব্দ, তারপর আবার নোরা এল ফোনে।

'ক্রিসমাস ডিনারে ও থাকবে বলেছে, জাড। তুমি আসবে তো?'

ইতস্তত করল জাড। 'পরে জানাব, নোরা। আজ আসতে পারলাম না বলে দুঃখিত।' ফোন ছেড়ে দিল ও। বান্ধবী খোঁজার প্রচেষ্টা থেকে নোরাকে কীভাবে বিরত রাখা যায় তার কৌশল বের করতে হবে, ভাবল জাড।

কলেজে শেষবর্ষের ছাত্র থাকাকালীন বিয়ে করেছিল জাড। এলিজাবেথ সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়ত। উষ্ণ, উজ্জ্বল, সুন্দরী। দুজনের বয়স ছিল কম। পাগলের মতো পরস্পরের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ওরা। অনাগত সন্তানের জন্য পৃথিবীটাকে কীভাবে সুন্দর করে সাজানো যায় সে-চিন্তায় বিভোর থাকত। বিয়ের প্রথম ক্রিসমাসের রাতে সন্তানসম্ভবা এলিজাবেথ গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা যায়। শোক ভুলতে কাজের মধ্যে সমর্পণ করে জাড, শীঘ্রি হয়ে ওঠে দেশের খ্যাতিমান সাইকো অ্যানালিস্ট। তবে দুর্ঘটনার পর থেকে সে কারও সঙ্গে ক্রিসমাস উপভোগ করতে পারে না।

ফোনবুথের দরজা খুলল জাড। একটি মেয়ে অপেক্ষা করছিল ফোন করার জন্য। তরুণী এবং সুন্দরী। পরনে মিনি স্কার্ট, টাইট ফিটিং স্যুয়েটারের উপর উজ্জ্বল রঙের রেইনকোট চাপিয়েছে। বুথ থেকে নেমে পড়ল জাড। 'সরি,' ক্ষমা প্রার্থনা করল সে।

মেয়েটি উষ্ণ হাসি উপহার দিল জাডকে। 'ঠিক আছে।' চোখে আমন্ত্রণ। মেয়েদেরকে তার দিকে আগেও বহুবার এভাবে চাইতে দেখেছে জাড। জানে না মেয়েরা কেন ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যাপারটা নিয়ে কখনও চিন্তা করেনি। মহিলা রোগীরা ওর প্রেমে পড়ে যায়। এদের কারণে মাঝে মাঝে জীবনটা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে।

মেয়েটির উদ্দেশে মৃদু মাথা ঝাঁকাল জাড। টের পেল মেয়েটা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে ওকে। গাড়িতে ঢুকে পড়ল জাড।

ইস্ট রিভার ড্রাইভের দিকে মোড় নিল সে, চলল মেরিট পার্কওয়ে অভিমুখে। ঘণ্টাদেড়েক পরে চলে এল কানেক্টিকাট টার্নপাইকে। নিউইয়র্কে তুষারপাতে রাস্তাঘাট নোংরা হয়ে যায়। দেখলে ঘিনঘিন করে গা। অথচ কানেক্টিকাটের তুষারপাত গোটা ল্যান্ডস্কেপকে ছবির মতো সুন্দর করে রেখেছে।

ওয়েস্টপোর্ট ও ড্যানবারি পার হল জাড, ফিতের মতো রাস্তায় মনোনিবেশ করল জোর করে। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে জন হ্যানসনের কথা। প্রতিবার চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে দিয়ে অন্যকিছু ভাবার চেষ্টা করল। কানেক্টিকাটের আঁধারে ঢাকা গ্রামাঞ্চল দিয়ে চলেছে জাড, কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ধরল বাড়ির রাস্তা।

লালমুখো দারোয়ান মাইক জাডকে দেখলেই হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে।

জাড মাইকের সঙ্গে তার কিশোর পুত্র এবং বিবাহিতা কন্যাদের নিয়ে আলোচনা করে। তবে আজ ওর মুড নেই। মাইককে বলল গাড়িটা গ্যারেজে রেখে আসতে।

'ঠিক আছে, ড. স্টিভেন্স,' মাইক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কী ভেবে চুপ হয়ে গেল।

ভবনে প্রবেশ করল জাড। ম্যানেজার বেন কাৎজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লবিতে। জাডের দিকে কেমন নার্ভাস-চোখে তাকাল সে, তারপর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে।

হয়েছেটা কী সবার? ভাবল জাড। নাকি নিজের উত্তেজিত নার্ভের কারণে সবাইকে আড়ষ্ট লাগছে? এলিভেটরে পা রাখল জাড।

এলিভেটর অপারেটর এডি তাকে দেখে নড় করল। 'ইভনিং, ড. স্টিভেন্স।'

'গুড ইভনিং, এডি।'

ঢোক গিলল এডি, তাকাল অন্যদিকে।

'কোনো সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল জাড।

দ্রুত ডানে-বামে মাথা নাড়ল এডি, চোখ ফেরাল না জাডের দিকে।

এলিভেটরের দরজা খুলল এডি। বেরিয়ে এল জাড। পা বাড়াল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে না পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে এডি। জাড কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে, এডি চট করে বন্ধ করে দিল এলিভেটরের দরজা। জাড অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল, ঢুকল ভেতরে।

অ্যাপার্টমেন্টের সবগুলো আলো জ্বলছে। লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি লিভিংরুমের একটা ড্রয়ার খুলছে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল অ্যাঞ্জেলি। জাড রাগের হলকা টের পেল শরীরে।

'আমার অ্যাপার্টমেন্টে আপনারা কী করছেন?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি, ড. স্টিভেন্স,' জবাব দিল ম্যাকগ্রিভি।

জাড হেঁটে গেল, ঠাস করে বন্ধ করল ড্রয়ার, হাতটা সময়মতো সরিয়ে নিয়েছিল বলে অল্পের জন্য আঙুল ছেঁচে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল ম্যাকগ্রিভি।

'আপনারা এখানে ঢুকলেন কোন্ অধিকারে?'

'আমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাল জাড। 'সার্চ ওয়ারেন্ট? আমার বাড়ি সার্চ করার জন্য?'

'আপনি কি লইয়ারকে খবর দিতে চান?' জানতে চাইল ম্যাকগ্রিভি।

'আমার লইয়ারের দরকার নেই। আপনাদেরকে তো বললামই সকালে জন হ্যানসনকে আমার রেইনকোটটা ধার দিই। আপনারা বিকেলে ওটা নিয়ে আসার পর বর্ষাতিটার চেহারা দেখতে পাই আমি। আমি ওকে খুন করিনি। সারাদিন রোগী

দেখেছি। মিস রবার্টস এর প্রমাণ দিতে পারবে।'

ম্যাকগ্রিভি ও অ্যাঞ্জেলি নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'বিকেলে অফিস থেকে কোথায় গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলি।

'মিসেস হ্যানসনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমরা জানি সেকথা।' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'তারপর?'

ইতস্তত করল জাড। 'তারপর একটু ঘোরাঘুরি করেছি।'

'কোথায়?'

'কানেক্টিকাট গিয়েছিলাম।'

'ডিনার করেছেন কোথায়?'

'ডিনার করিনি। খিদে পায়নি।'

'তার মানে কেউ আপনাকে দেখেনি?'

একমুহূর্ত ভেবে নিল জাড। 'মনে হয় না।'

'গ্যাস নিতে কোথাও থেমেছেন হয়তো,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

'না,' বলল জাড। 'থামিনি। আমি আজ রাতে কোথায় গেছি তা জেনে লাভ কী? হ্যানসন তো আজ সকালে খুন হয়েছে।'

'বিকেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর অফিসে আবার ফিরে এসেছিলেন?' ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ম্যাকগ্রিভি।

'না,' জবাব দিল জাড। 'কেন?'

'অফিসে চোর ঢুকেছিল।'

'কী! কারা?'

'আমরা বলতে পারব না,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'আমাদের সঙ্গে চলুন। একবার দেখে আসবেন কোনোকিছু খোয়া গেল কিনা।'

'অবশ্যই,' বলল জাড। 'খবরটা কে দিল?'

'নৈশপ্রহরী,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'অফিসে আপনি মূল্যবান কিছু রাখেন, ডক্টর? নগদ? ড্রাগস? বা এরকম কিছু?'

'অল্পকিছু টাকা রাখি মাঝে মাঝে।' বলল জাড। 'তবে অ্যাডিক্টিভ কোনো ড্রাগস থাকে না। ওখানে চুরি করার মতো কিছু নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'চলুন, একবার দেখে আসা যাক।'

এলিভেটরে এডি ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল জাডের দিকে। মৃদু মাথা দোলাল জাড। বুঝতে পেরেছে।

জাড ভাবল, অফিসে চুরির জন্য পুলিশ নিশ্চয় তাকে সন্দেহ করছে না। ম্যাকগ্রিভি হয়তো তার মৃত পার্টনারের জন্য জাডের উপর শোধ নিতে চাইছে। কিন্তু সে তো পাঁচবছর আগে মারা গেছে। ম্যাকগ্রিভি কী এতদিন ধরে রাগ পুষে আসছে? জাডকে ঝামেলায় ফেলার সুযোগ খুঁজছিল?

প্রবেশপথ থেকে খানিক দূরে পুলিশের একটা গাড়ি। গাড়িতে চড়ল ওরা। নীরবে চলল অফিস অভিমুখে।

অফিসভবনে পৌঁছে লবি রেজিস্ট্রারে নাম লিখল জাড। গার্ড বিগলো অবাক চোখে দেখল ওকে। নাকি এটা স্রেফ জাডের কল্পনা!

এলিভেটরে চেপে ওরা পনেরো তলায় উঠে এল। করিডোর ধরে এগিয়ে চলল জাডের অফিসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম-পরা এক পুলিশ। ম্যাকগ্রিভিকে উদ্দেশ করে মৃদু নড় করল সে, সরে দাঁড়াল একপাশে। জাড পকেটে হাত ঢোকাল চাবির জন্য।

'দরজা খোলা,' বলল অ্যাঞ্জেলি। ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল ওরা, জাড সবার সামনে।

রিসেপশন অফিসের অবস্থা ভয়াবহ। ডেস্ক খুলে সমস্ত ড্রয়ার টেনে নামানো হয়েছে, মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাগজপত্র। অবিশ্বাস নিয়ে ওদিকে তাকিয়ে থাকল জাড, ওকে যেন শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়েছে।

'ওরা কী খুঁজেছে বলুন তো, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্রিভি।

'বলতে পারব না,' জবাব দিল জাড। ভেতরের দরজা খুলল, ম্যাকগ্রিভি প্রায় ওর পিছনে সেঁটে রইল।

ওর অফিসের দুটো টেবিল ওল্টানো, মেঝেতে পড়ে রয়েছে ভাঙা বাতি, কার্পেটে রক্ত।

ঘরের দূরপ্রান্তে চিৎ হয়ে আছে ক্যারল রবার্টস। নগ্ন। পিয়ানোর তার দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা হাত, অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে মুখ, বুক এবং দুই ঊরুর সংযোগস্থল। ক্যারলের ডানহাতের আঙুলগুলো ভাঙা। মুখখানা মেরে থেঁতলে দেয়া হয়েছে। মুখে রুমাল গোঁজা।

বিস্ফারিত চোখে লাশটার দিকে তাকিয়ে রইল জাড।

'আপনাকে অসুস্থ লাগছে,' বলল অ্যাঞ্জেলি, 'বসুন।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল জাড। বারকয়েক গভীর দম নিল। কথা বলার সময় প্রচণ্ড ক্রোধে কেঁপে গেল গলা, 'কে—কে ওর এ দশা করেছে?'

'আমাদেরকে সেটাই আপনি বলবেন, ড. স্টিভেন্স,' বলল ম্যাকগ্রিভি।

জাড তাকাল তার দিকে। 'ক্যারলকে এভাবে কেউ মারতে পারে না। সে জীবনেও কাউকে কোনোরকম আঘাত করেনি।'

'এবার দেখছি অন্যসুরে গাইতে শুরু করেছেন আপনি,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'কেউ হ্যানসনকে আঘাত করতে পারে না বলেছিলেন। কিন্তু সে পিঠে ছুরি খেয়ে মরেছে। কেউ ক্যারলকে মারতে পারে না। কিন্তু তাকে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।' কঠোর শোনাল কণ্ঠ। 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন কেউ ওদেরকে আঘাত করতে চাইবে না। আপনি আসলে কী— বোবা, কালা নাকি অন্ধ? মেয়েটা

আপনার সঙ্গে চার বছর কাজ করেছে। আপনি একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট। আপনি কি বলতে চাইছেন আপনি মেয়েটার সম্পর্কে কিছু জানেন না বা তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও কোনো খবর রাখেন না?'

'অবশ্যই খবর রাখি,' শক্তগলায় বলল জাড। 'ওর একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল। তার সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার কথা—'

'ঠিক। তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি।'

'কিন্তু সে এ-কাজ করতে পারে না। ছেলেটা ভালো, সে ক্যারলকে ভালোবাসত।'

'ক্যারলকে সর্বশেষ জীবিত কখন দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলি।

'আপনাকে বলেছি আমি। মিসেস হ্যানসনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময়। ক্যারলকে অফিস বন্ধ করতে বলে যাই আমি।' গলার স্বর বিকৃত শোনাল জাডের, ঢোক গিলল, গভীর একটা শ্বাস নিল।

'আজ আর কোনো রোগী দেখার শিডিউল ছিল আপনার?'

'না।'

'এটা কোনো ম্যানিয়াকের কাজ বলে মনে হয় আপনার?' প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেলি।

'অবশ্যই কোনো ম্যানিয়াকের কাজ এটা—তবে ম্যানিয়াকেরও একটা উদ্দেশ্য থাকে।'

ক্যারলের লাশের দিকে তাকাল জাড। ভাঙাচোরা একটা পুতুলের মতো লাগছে। 'ওকে এভাবে কতক্ষণ ফেলে রাখবেন?' রাগ নিয়ে জানতে চাইল সে।

'এখুনি সরিয়ে ফেলব,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'করোনার এবং হোমিসাইড বিভাগের কাজ শেষ।'

জাড ফিরল ম্যাকগ্রিভির দিকে। 'আপনি আমার জন্য ওকে এভাবে ফেলে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'আবারও প্রশ্নটা করছি। এ অফিসে এমন কিছু কি আছে যা কারও সাংঘাতিক দরকার সেজন্য—' ক্যারলের দিকে ইঙ্গিত করল—'এমন কাণ্ড করেছে।'

'না।'

'আপনার রোগীদের রেকর্ড কী বলে?'

মাথা নাড়ল জাড। 'কিছু না।'

'আপনি আমাদের তেমন একটা সহযোগিতা করছেন না, ডক্টর। করছেন কি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্রিভি।

'আপনার কি মনে হয় না এ-কাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে দেখতে চাই আমি?' খেঁকিয়ে উঠল জাড। 'আমার ফাইলে আপনাদের কাজে লাগার মতো কিছু থাকলে অবশ্যই সাহায্য করতাম। আমি আমার রোগীদের সম্পর্কে জানি। তাদের মধ্যে

এমন কেউ নেই যে খুন করতে পারে ক্যারলকে। বহিরাগত কেউ করেছে কাজটা।'

'আপনার রোগীদের কেউ কাজটা যে করেনি সে-ব্যাপারে এত নিশ্চিত হলেন কী করে?'

'আমার ফাইলপত্রে কেউ হাত দেয়নি।'

কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকাল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি কী করে জানলেন সে কথা? ফাইলে তো এখনো চোখই বুলোননি।'

জাড দূরপ্রান্তের দেয়ালে হেঁটে গেল। দুই গোয়েন্দা লক্ষ করছে তাকে। প্যানেলিঙের নিচের অংশের একটা বোতামে চাপ দিল জাড, ফাঁক হয়ে গেল দেয়াল, বেরিয়ে পড়ল বিল্ট-ইন শেলফের তাক। তাক-বোঝাই টেপ। 'আমি আমার রোগীদের প্রতিটি সেশনের রেকর্ড করি।' বলল জাড। 'টেপগুলো এখানে রাখি।'

'টেপ কোথায় আছে জানার জন্য ওরা ক্যারলকে অত্যাচার করতে পারে না?'

'এ টেপে মূল্যবান কিছু নেই। ক্যারলের হত্যার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।'

ক্যারলের বিকৃত লাশের দিকে আবার চোখ ফেরাল জাড, অন্ধ রাগে অসহায় বোধ করল। 'এর জন্য দায়ী কে খুঁজে বের করুন।'

'করব,' বলল ম্যাকগ্রিভি। তাকিয়ে আছে জাডের দিকে।

জাডের অফিসের নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। শোঁ শোঁ হাওয়া বইছে। ম্যাকগ্রিভি অ্যাঞ্জেলিকে বলল জাডকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। 'আমার একটা কাজ আছে।' ঘুরল সে জাডের দিকে। 'গুডনাইট, ডক্টর।'

জাড দেখল বিশালদেহী লোকটা একটু কুঁজো হয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

'চলুন,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'ঠাণ্ডায় জমে গেলাম।'

সামনের আসনে, অ্যাঞ্জেলির পাশে বসল জাড, ফুটপাত থেকে নামিয়ে আনা হল গাড়ি।

'ক্যারলের পরিবারকে খবরটা দিতে হবে,' বলল জাড।

'আমরা আগেই খবরটা জানিয়েছি।'

মাথা ঝাঁকাল জাড। ক্যারলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবে ও। তবে এখন নয়, পরে।

নীরবতা নেমে এল। জাড ভাবছে এতরাতে ম্যাকগ্রিভির কী কাজ আছে।

ওর মনের কথা যেন পড়ে ফেলল অ্যাঞ্জেলি, 'ম্যাকগ্রিভি ভালো পুলিশ। তার ধারণা পার্টনারকে হত্যার জন্য জিফরেনকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো উচিত ছিল।'

'জিফরেন পাগল ছিল।'

শ্রাগ করল অ্যাঞ্জেলি। 'আপনার কথা বিশ্বাস করছি, ডক্টর।'

কিন্তু ম্যাকগ্রিভি বিশ্বাস করেনি, ভাবল জাড। ক্যারলের কথা ভাবতে লাগল সে। মেয়েটাকে নিয়ে গর্ব করত সে। খুব ভালো কাজ করছিল ক্যারল। অ্যাঞ্জেলি জাডের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছে। কথা বলতে বলতে ওরা চলে এল জাডের বাড়িতে।

পাঁচ মিনিট বাদে নিজের ঘরে ঢুকল জাড। এখন ঘুমাবার প্রশ্নই নেই। ব্রান্ডির গ্লাস নিয়ে ডেন-এ বসল সে। মনে পড়ল এক রাতে ক্যারল নগ্ন হয়ে এখানে এসেছিল, ওকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করেছিল। জাড উদাস ভাব দেখিয়েছে। ক্যারল মেয়েটাকে সাহায্য করার ওটাই একমাত্র সুযোগ ছিল। ক্যারল কোনোদিনই জানতে পারবে না নিজেকে দমিয়ে রাখতে কী প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। নাকি বুঝতে পেরেছিল ক্যারল? কে জানে! ব্যান্ডির গ্লাস উঁচু করল জাড, ঢকঢক করে গিলে ফেলল তরলটুকু।

রাত তিনটায় সিটি মর্গকে আর দশটা মর্গের মতোই দেখাচ্ছে। শুধু দরজায় কে যেন একগোছা ফুল রেখে গেছে।

ম্যাকগ্রিভি করিডোরে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে শেষ হল আটাপ্‌সি। করোনার তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে সে ফ্যাকাশে সাদা রঙের আটাপ্‌সি রুমে ঢুকল। বড়, সাদা সিঙ্কে হাত ধুচ্ছে করোনার। ছোটখাটো গড়নের মানুষটার গলার স্বর পাখির মতো কিচকিচে, নড়াচড়া দ্রুত। ম্যাকগ্রিভির সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল সে একনিশ্বাসে। যা জানার জেনে নিয়ে হিমশীতল রাতের বাতাসে ম্যাকগ্রিভি বেরিয়ে পড়ল ট্যাক্সির খোঁজে। রাস্তায় একটা ট্যাক্সিও নেই। শুয়োরের বাচ্চারা সব ছুটি কাটাতে বারমুডা গেছে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দশা। একটা পুলিশ ক্রুজার দেখতে পেল ম্যাকগ্রিভি। নিজের পরিচয়পত্র দেখাল। হুইলের পিছনে বসা তরুণ পুলিশকে হুকুম দিল নাইনটিনথ প্রেসিঙ্কটে যাওয়ার জন্য।

ম্যাকগ্রিভি প্রেসিঙ্কটে ঢুকে দেখল অ্যাঞ্জেলি অপেক্ষা করছে তার জন্যে। 'ক্যারল রবার্টসের আটাপ্‌সি শেষ করেছে ওরা,' জানাল সে।

'আর?'

'ও প্রেগন্যান্ট ছিল। তিন মাসের।'

বিস্মিত দেখাল অ্যাঞ্জেলিকে। 'এর সঙ্গে খুনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? তবে আমরা চিকের সঙ্গে কথা বলেছি। সে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।'

'জানি আমি,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'ক্যারল গর্ভবতী হওয়ার পরে তার বাবার কাছে হয়তো গিয়েছিল। বাপকে সে খবরটা জানায়। বাবা রেগে গিয়ে তাকে খুন করে বসে।'

'তাহলে তো বাপটাকে বদ্ধ উন্মাদ বলতে হবে।'

'ধরো, ক্যারল তার বাবার কাছে গিয়েছিল এবং দুঃসংবাদটা দিয়ে বলেছিল সে অ্যাবরশন করাবে না। জন্ম দেবে সন্তানের। সে হয়তো চিককে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছে তাকে বিয়েতে রাজি করানোর জন্য। চিক হয়তো তাকে বিয়ে করতে চায়নি সে ইতোমধ্যে বিয়ে করে ফেলেছে বলে। অথবা সে শ্বেতাঙ্গ বলে কৃষ্ণাঙ্গিনীকে বিয়েতে রাজি হয়নি। ধরো, একজন প্রখ্যাত ডাক্তারের কথা। সে ক্যারলকে গর্ভবতী করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেলে তার এতদিনকার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। ডাক্তার কি চাইবে এক কৃষ্ণাঙ্গিনী রিসেপশনিস্টকে বিয়ে করতে?'

'স্টিভেন্স একজন ডাক্তার,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'সন্দেহ জাগিয়ে না তুলে ক্যারলকে হত্যা করার অন্তত ডজনখানেক উপায় তার জানা আছে।'

'হয়তোবা,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'হয়তোবা নয়। তাকে নিয়ে যদি কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক হয়, পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে জান ছুটে যাবে তার। আবার এমন হতে পারে কোনো ম্যানিয়াক অফিসে ঢুকে কোনো কারণ ছাড়াই স্টিভেন্সের রিসেপশনিস্টকে হত্যা করেছে। আবার তার রোগী জন হ্যানসনের কথাই ধরো। অজানা ম্যানিয়াকের হাতে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে তাকে। তোমাকে একটা কথা বলি, অ্যাঞ্জেলি। আমি কাকতালীয় কোনোকিছুতে বিশ্বাস করি না। আর একই দিনে দুটি কাকতালীয় ঘটনা আমাকে নার্ভাস করে তোলে। তাই আমার মনে প্রশ্ন জাগে জন হ্যানসন এবং ক্যারল রবার্টসের মৃত্যুর মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা। এবং আমার মনে হতে থাকে এগুলো কাকতালীয় কিছু নয়। ধরো, ক্যারল অফিসে এসে ডাক্তারকে দুঃসংবাদটা দিল। বলল ডাক্তার বাবা হতে চলেছে। তারপর দুজনে তুমুল তর্ক হল, ক্যারল ডাক্তারকে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করল। বলল তাকে বিয়ে করতে হবে, টাকা দিতে হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। জন হ্যানসন হয়তো বাইরের অফিসে ছিল, তাদের কথা শুনছিল। হ্যানসন হয়তো তাকে হুমকি দিয়েছিল সব কথা প্রকাশ করে দেবে। কিংবা ডাক্তারকে তার সঙ্গে শুতে বলেছিল।'

'পুরোটাই তো অনুমান।'

'তবে অনুমান মিলে যায়। হ্যানসন চলে যাওয়ার পর ডাক্তার তার পিছু নেয় যাতে সে আর মুখ খুলতে না পারে। তারপর ফিরে আসে ক্যারলকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে। এমনভাবে ঘটনা সাজায় যেন মনে হয় কোনো ম্যানিয়াকের কাজ এটা। তারপর সে মিসেস হ্যানসনের সঙ্গে দেখা করতে যায়, ঘুরে আসে কানেক্টিকাট থেকে। ব্যস্, তার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সে নিশ্চিন্তে বসে রইল আর পুলিশ অচেনা খুনীর সন্ধানে জুতোর ছাল খোয়াতে লাগল।'

'আপনার যুক্তিগুলো পছন্দ হচ্ছে না আমার,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'আপনি যথার্থ প্রমাণ ছাড়াই একটা মার্ডার কেস দাঁড় করাতে চাইছেন?'

'যথার্থ প্রমাণ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্রিভি। 'আমরা একজোড়া লাশ পেয়েছি। এদের একজন এক গর্ভবতী নারী, যে স্টিভেন্সের

সঙ্গে কাজ করত। আরেকজন স্টিভেন্সের রোগী, তার অফিস থেকে এক ব্লক দূরে খুন হয়েছে। সে স্টিভেন্সের কাছে চিকিৎসার জন্য আসত, কারণ সে একজন সমকামী। আমি তার টেপ শুনতে চাইলাম। ডাক্তার শুনতে দিল না আমাকে। কেন? কাকে বাঁচাতে চাইছে ড. স্টিভেন্স? জিজ্ঞেস করলাম কেউ কোনোকিছুর সন্ধানে তার অফিসে ঢুকেছিল কিনা। তাহলে আমরা ধরে নিলাম ক্যারল তাদেরকে বাধা দেয়। তারা রহস্যময় জিনিসটা কোথায় জানার জন্য নির্যাতন করে ক্যারলকে। কিন্তু ডাক্তারের ভাষ্য অনুযায়ী রহস্যময় কিছু নেই তার অফিসে। তার টেপের দাম নাকি কারও কাছে একপয়সাও নয়। তার অফিসে মাদক থাকে না। টাকাপয়সাও সে রাখে না। কাজেই আমরা একজন ম্যানিয়াককে খুঁজছি, ঠিক? কিন্তু ম্যানিয়াকের ধারণাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমার ধারণা আমরা ড. জাড স্টিভেন্সকে খুঁজছি।'

'আপনি আসলে ওর পেছনে লেগেছেন,' শান্ত গলায় বলল অ্যাঞ্জেলি।

রাগে জ্বলে উঠল ম্যাকগ্রিভির মুখ, 'কারণ সে একজন অপরাধী।'

'আপনি ওকে গ্রেফতার করবেন?'

'আমি ড. স্টিভেন্সকে একটা রশি ধরিয়ে দেব,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'ও যখন ফাঁস দিয়ে ঝুলতে থাকবে তখন ওর কুজিটে হানা দেব আমি। আমি পিছু লাগলে ওর চিতার ধোঁয়া দেখে ছাড়ব।' ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকগ্রিভি। চলে গেল।

অ্যাঞ্জেলি চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল তার গমনপথের দিকে। ও কোনো ব্যবস্থা না নিলে ম্যাকগ্রিভি ড. স্টিভেন্সের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। সে এটা হতে দিতে পারে না। সকালে ক্যাপ্টেন বার্তেল্লির সঙ্গে কথা বলবে, সিদ্ধান্ত নিল অ্যাঞ্জেলি।

চার

ক্যারল রবার্টসের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মৃত্যুর খবর দিয়ে সকালের খবরের কাগজগুলো হেডলাইন করল। জাডের ইচ্ছে করল তার সকল রোগীকে ফোন করে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দেয়। কাল রাতে বিছানায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি, চোখ লাল, ঘুমে বুজে আসছে। রোগীদের তালিকায় চোখ বুলানোর পর সিদ্ধান্ত নিল এদের অন্তত দুজনকে তার সময় দিতেই হবে। নইলে তারা তুলকালাম করে ফেলবে। তিনজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করলে তারা হবে আপসেট। অন্যদেরকে বুঝিয়ে বললে শুনবে। জাড ঠিক করল নিত্যদিনের রুটিনমাফিক কাজ করে যাবে সে। কিছুটা বিশেষ করে রোগীদের জন্য আর খানিকটা নিজের স্বার্থে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে যা ঘটেছে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। ভালো থেরাপির কাজ দেবে।

জাড আজ অফিসে একটু সকাল-সকাল চলে এল। দেখল করিডোরে টিভি ও খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারে বোঝাই। অফিসে এদের কাউকে ঢুকতে দিল না জাড কিংবা ঘটনার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতেও রাজি হল না। রীতিমতো ধস্তাধস্তি করে এদের কবল থেকে রেহাই পেল সে। ভয়ে ভয়ে ঢুকল অফিসে। রক্তমাখা কার্পেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সবকিছু আগের মতো সাজানো-গোছানো। স্বাভাবিক দেখাচ্ছে অফিস। শুধু ক্যারল কোনোদিন হাসিমুখে এ অফিসে ঢুকবে না।

বাইরের দরজা খোলার শব্দ শুনল জাড। তার প্রথম রোগী এসে পড়েছে।

অভিজাত চেহারার হ্যারিসন বার্কের চুলের রঙ সিলভার। চেহারা উচ্চপদস্থ নির্বাহী কর্মকর্তাদের মতো। আসলেও সে তাই; ইন্টারন্যাশনাল স্টিল কর্পোরেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। বার্ককে প্রথমদিন দেখার পর জাডের মনে হয়েছিল নির্বাহী কর্মকর্তাটি নিজেই স্টেরিওটাইপ ইমেজটি তৈরি করেছে নাকি ইমেজ সৃষ্টি করেছে নির্বাহী। একদিন সে মানুষের চেহারার গুরুত্ব নিয়ে একটি বই লিখবে—একজন ডাক্তারের রোগীর সঙ্গে আচরণ, আদালতে আইনজীবীর কথাবলার ঢঙ, অভিনেত্রীর চেহারা এবং ফিগার ইত্যাদি।

কাউচে শুয়ে পড়ল বার্ক, জাড মনোযোগ দিল তার প্রতি। বার্ককে জাডের কাছে দুমাস আগে পাঠিয়েছে ড. পিটার হ্যাডলি। দশ মিনিটের মধ্যে জাড বঝে যায়

হ্যারিসন বার্ক মস্তিষ্কবিকৃত মানুষ। ক্যারলের খুনের ঘটনা পত্রিকার পাতায় ছাপা হলেও বার্ক এ নিয়ে কোনোই মন্তব্য করল না। সে এরকমই। নিজের মধ্যে ডুবে থাকে।

'আপনি এর আগে আমার কথা বিশ্বাস করেননি,' বলল বার্ক। 'তবে এবার প্রমাণ পেয়েছি ওরা সত্যি আমার পিছু লেগেছে।'

'আমরা বিষয়টি খোলামন নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, হ্যারিসন,' সতর্কতার সঙ্গে শব্দ বাছাই করল জাড। 'গতকাল আমরা বলেছিলাম কল্পনা—'

'এ আমার কল্পনা নয়,' চিৎকার করে উঠল বার্ক। উঠে বসল। মুষ্টিবদ্ধ হাত। 'ওরা আমাকে খুন করতে চাইছে!'

'শুয়ে পড়ুন। রিল্যাক্স করার চেষ্টা করু,' নরম গলায় বলল জাড।

দাঁড়িয়ে গেল বার্ক। 'আপনার এইই বলার ছিল? আপনি আমার প্রমাণের কথা শুনতে পর্যন্ত চাইছেন না।' সরু হয়ে এল চোখ। 'আমি কী করে বুঝব আপনি ওদের দলের নন।'

'আপনি জানেন আমি তা নই,' বলল জাড। 'আমি আপনার বন্ধু। আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি।' হতাশা বোধ করছে জাড। ভেবেছিল লোকটার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে কিছুই উন্নতি হয়নি। দুইমাস আগে বিকৃতমস্তিষ্কের যে-বার্ককে সে দেখেছিল, এ লোক আগের মতোই রয়ে গেছে।

ইন্টারন্যাশনাল স্টিল-এ মেইলবয় হিসেবে বার্কের কর্মজীবন শুরু। সুদর্শন চেহারা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাকে পঁচিশ বছরের মধ্যে কর্পোরেট মইয়ের প্রায় সর্বোচ্চ ধাপে তুলে দেয়। প্রেসিডেন্ট হওয়ার লাইনে ছিল তার স্থান। তারপর, বছর-চারেক আগে, তার স্ত্রী এবং তিন সন্তান সাউদাম্পটনে তাদের সামার হোমে পুড়ে মারা যায়। বার্ক ওইসময় বাহামায় ছিল তার রক্ষিতাকে নিয়ে। করুণ ঘটনাটা ভয়ানক প্রভাবিত করে বার্ককে। ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক বলে প্রচণ্ড অপরাধবোধে ভুগতে থাকে সে। নিজেকে সকলের কাছ থেকে গুটিয়ে নিতে থাকে বার্ক, কমে যেতে থাকে বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা। সন্ধ্যার পর বেরুত না, ঘরে বসে স্ত্রী আর সন্তানদের জন্য শোক করত। তার পরিবার আগুনে পুড়ে মরছে আর সে-সময় সে রক্ষিতাকে নিয়ে মৌজ করছে, এ ব্যাপারটা তার মনে এমন আলোড়ন তোলে যে পরিবারের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করতে থাকে বার্ক। সে মনে করতে থাকে সে বাড়ি থাকলে পরিবারকে রক্ষা করতে পারত। ভাবনাটা অবসেশনে পরিণত হয়। সে নিজেকে দানব ভাবতে শুরু করে। তার মনে হতে থাকে এ ঘটনার জন্য সবাই তাকে ঘৃণা করছে। সেজন্য সেও সবাইকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। বার্ক ভাবে লোকে তার দিকে তাকিয়ে হাসে, সহানুভূতির ভান দেখিয়ে আসলে তাকে ফাঁদে ফেলতে চায়। তারা চায় দুর্ঘটনার সমস্ত দায়দায়িত্ব যেন স্বীকার করে নেয় বার্ক। কিন্তু বার্ক ওদের চেয়ে কম চালাক নয়। সে এক্সিকিউটিভ ডাইনিংরুমে যাওয়া বাদ দেয়। বদলে

নিজের অফিসেই লাঞ্চ করে। সে যতদূর সম্ভব লোকজন এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

বছর দুই আগে, কোম্পানির নতুন একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারা হ্যারিসন বার্ককে পাশ কাটিয়ে বাইরের একজনকে বহাল করে এ পদে। একবছর পর এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ খোলা হয়। বার্ককে ডিঙিয়ে ওই পদে বসানো হয় আরেকজনকে। বার্কের আর বুঝতে অসুবিধে হয় না তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। আশপাশের লোকজনের ওপর নজর রাখতে শুরু করে সে। রাতের বেলা অফিসে অন্যান্য এক্সিকিউটিভদের ঘরে টেপরেকর্ডার লুকিয়ে রাখত সে। ছয়মাস আগে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল বার্ক। কিন্তু স্রেফ দীর্ঘদিনের সিনিয়রিটি এবং অবস্থানের কারণে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি।

তাকে সাহায্য করা এবং চাপ কমানোর জন্য বার্কের কাজ কমিয়ে দেন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। সাহায্য হওয়ার বদলে বার্ক মনে করতে থাকে ওরা তার বিরুদ্ধে আরও বেশি উঠেপড়ে লেগেছে। ওরা বার্ককে ভয় পায়, কারণ সে ওদের চেয়ে অনেক স্মার্ট। বার্ক প্রেসিডেন্ট হলে তারা চাকরি হারাবে, কারণ ওরা প্রত্যেকটা গর্দভ। কাজে আরও বেশি করে ভুল হতে থাকে বার্কের। ভুলচুকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ব্যাপারটা পুরোপুরি অস্বীকার করে বসে সে। বলে ভুলগুলো সে করেনি, কেউ ইচ্ছে করে তার রিপোর্ট, ফিগার ও স্টাটিসটিক্স বদলে দিচ্ছে যাতে সে বেকায়দায় পড়ে যায়। শীঘ্রি সে আবিষ্কার করে, শুধু কোম্পানির লোকজনই তার পিছু নিয়ে বসে থেকে নেই, বাইরের মানুষও এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাকে নাকি তারা অনবরত অনুসরণ করে চলেছে। তারা বার্কের ফোনলাইন ট্যাপ করছে, তার চিঠিপত্র খুলে পড়ছে। আশঙ্কাজনকভাবে শরীরের ওজন হারাতে শুরু করে বার্ক। কোম্পানির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট ড. পিটার হ্যাডলির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন বার্কের চিকিৎসার জন্য। বার্কের সঙ্গে আধঘণ্টা কথা বলার পর হ্যাডলি ফোন করে জাডকে। জাডের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক পূর্ণ থাকলেও পিটার যখন বলল ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জাড অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা নিতে রাজি হল।

আর সেই হ্যারিসন এখন জাডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, শরীরের পাশে রাখা মুষ্টিবদ্ধ হাত।

'আপনি কী প্রমাণ পেয়েছেন বলুন।'

'গতরাতে ওরা আমার বাড়িতে ঢুকেছিল। এসেছিল আমাকে খুন করতে। তবে আমিও কম চালাক নই। আমি এখন আমার ডেন-এ ঘুমাই, সবগুলো দরজায় অতিরিক্ত তালা লাগিয়েছি যাতে ওরা আমার নাগাল না পায়।'

'পুলিশে জানিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল জাড।

'অবশ্যই না! পুলিশও ওদের সঙ্গে আছে। আমাকে গুলি করার নির্দেশ আছে ওদের ওপর। কিন্তু চারপাশে মানুষজন থাকে বলে গুলি করার সুযোগ পায় না। আমি তাই মানুষজনের মধ্যে থাকি।'

'তথ্যটা জানালেন বলে খুশি হয়েছি,' বলল জাড।

'আপনি এখন কী করবেন?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল বার্ক।

'আপনি যা বলছেন সবকিছু অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছি আমি,' বলল জাড। টেপরেকর্ডারের দিকে ইঙ্গিত করল। 'সব কথা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে ওখানে। কাজেই ওরা যদি আপনাকে খুন করেই বসে, ষড়যন্ত্রের একটা রেকর্ড থাকছে আমাদের কাছে।'

উজ্জ্বল দেখাল বার্কের চেহারা। 'বাহ্, চমৎকার! টেপ! এবার ওরা ঠিকই ঢিট হবে।'

'তাহলে আপনি আবার শুয়ে পড়ছেন না কেন?' পরামর্শ দিল জাড।

মাথা ঝাঁকাল বার্ক, শুয়ে পড়ল কাউচে। বন্ধ করল চোখ।

'আমি ক্লান্ত। অনেকদিন ধরে ঘুমাই না। চোখ বুজতে সাহস পাই না। সবাই যদি আপনার পেছনে লেগে থাকত তাহলে ব্যাপারটার মাজেজা উপলব্ধি করতে পারতেন।'

আমি কি উপলব্ধি করতে পারছি না? ম্যাকগ্রিভির কথা ভাবল জাড।

'আপনার চাকরটা চোর এসেছে টের পায়নি?' জিজ্ঞেস করল জাড।

'বলিনি আপনাকে?' জবাব দিল বার্ক। 'আমি তো সপ্তাহ দুই আগে ওকে বরখাস্ত করেছি চাকরি থেকে।'

হ্যারিসন বার্কের সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করল জাড। মাত্র তিনদিন আগে বার্ক বলেছিল সে তার কাজের ছেলেটাকে পিটিয়েছে। সময়ের হিসেবও গুলিয়ে ফেলেছে।

'বলেছেন কিনা মনে পড়ছে না,' হালকা গলায় বলল জাড। 'আপনি কি নিশ্চিত দুই সপ্তাহ আগে ওকে ডিশমিশ করে দিয়েছেন?'

'আমি ভুল করি না,' খেঁকিয়ে উঠল বার্ক। 'আমি কী করে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানির ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলাম সে-ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে? কারণ আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উর্বর, ডক্টর, এবং আমি কোনোকিছু ভুলে যাই না।'

'ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন কেন?'

'কারণ ও আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

'কীভাবে?'

'হ্যাম আর ডিমের মধ্যে আর্সেনিক মিশিয়ে।'

'খাবারটা পরখ করে দেখেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল জাড।

'অবশ্যই না।' নাক সিঁটকাল বার্ক।

'কী করে বুঝলেন ওতে বিষ ছিল?'

'আমি বিষের গন্ধ শুঁকতে পারি।'

'ওকে কী বললেন?'

বার্কের চেহারায় তৃপ্তির ভাব ফুটল। 'কিছুই বলিনি। শুধু পেঁদিয়ে বের করে

দিয়েছি ঘর থেকে।'

হতাশা গ্রাস করল জাডকে। সময় দিলে হ্যারিসন বার্ককে সাহায্য করা যাবে ভেবেছিল ও। কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। অথচ বার্কের কোনোই উন্নতি হয়নি। হ্যারিসন বার্ক মানব-টাইমবোমার মতো, যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। জাড কি কোম্পানির প্রেসিডেন্টকে ফোন করে তার বিশ্লেষণের কথা জানিয়ে দেবে? জানালে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে বার্কের ভবিষ্যৎ। ওকে পাগলা-গারদে পাঠানো হবে। বার্ক কি সত্যি হোমিসাইডাল প্যারানোইয়াক? জাডের ডায়াগনোসিস ঠিক আছে তো? ফোন করার আগে আরেকবার ভেবে দেখতে চায় সে। সিদ্ধান্তটা ওকে একাই নিতে হবে।

'হ্যারিসন, আমাকে একটা কথা দিতে হবে,' বলল জাড।

'কী কথা?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল বার্ক।

'আপনার ওরা যতই ক্ষতি করার চেষ্টা করুক কিছু করতে পারবে না। কারণ আপনি ওদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ওরা আপনাকে যতই উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করুক, কথা দিন, আপনি ওদের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। তাহলে ওরা আর আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

চোখ জ্বলে উঠল বার্কের। 'মাই গড, আপনি ঠিকই বলেছেন। ওদের প্ল্যানই এটা। আমাকে উত্তেজিত করে তুলতে চায় যাতে আমি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসি। কিন্তু ওদের চেয়ে আমাদের মাথায় বুদ্ধি অনেক বেশি, তাই না?'

জাড শুনতে পেল রিসেপশন-রুমের দরজা খুলল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। ঘড়ি দেখল ও। পরবর্তী রোগী এসে পড়েছে।

জাড হাতের ঝাপটায় নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল টেপরেকর্ডার, 'আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে।'

'আপনি সমস্ত কথাবার্তা এই টেপে রেকর্ড করে রেখেছেন?'

'প্রতিটি শব্দ,' বলল জাড। 'কেউ আপনাকে আঘাত করতে পারবে না।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'আজ অফিসে না-গেলেই পারেন। বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন।'

'সম্ভব না,' ফিসফিস করল বার্ক। তার কণ্ঠ হতাশায় পূর্ণ।

'অফিসে না-গেলে ওরা আমার নেমপ্লেট দরজা থেকে নামিয়ে অন্য কারও নাম ওখানে বসিয়ে দেবে।' জাডের দিকে ঝুঁকে এল। 'সাবধান। ওরা যদি জানতে পারে আপনি আমার বন্ধু তাহলে ওরা আপনারও সর্বনাশ করতে চাইবে।' বার্ক করিডোরে যাওয়ার দরজার দিকে পা বাড়াল। ধাক্কা মেরে খুলল কপাট, করিডোরের ডান আর বাম পাশটা দেখল উঁকি মেরে। তারপর চট করে বেরিয়ে পড়ল।

বার্কের অপসৃয়মাণ দেহের দিকে তাকিয়ে রইল জাড। লোকটার জন্য মায়া লাগছে। বার্ক যদি ছয়মাস আগে তার কাছে আসত... হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর। হ্যারিসন বার্ক ইতোমধ্যে কাউকে খুন করে

বসেনি তো? জন হ্যানসন ও ক্যারল রবার্টসের খুনের সঙ্গে তার জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে কি? বার্ক ও হ্যানসন দুজনেই রোগী। ওদের দুজনের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা খুব সহজ একটা ব্যাপার। গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকবার বার্কের অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরেই তালিকা ছিল হ্যানসনের নাম। বার্ক বেশ কয়েকবার দেরি করে এসেছে। হ্যানসনের সঙ্গে করিডোরে তার মুখোমুখি দেখা হওয়ার সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। অনেকবার হ্যানসনকে দেখার পরে বিকৃতমস্তিষ্ক বার্ক হয়তো ভেবেছে হ্যানসন তার শত্রুপক্ষ, তার পিছু নিয়েছে, তাকে হুমকি দিচ্ছে। অফিসে ঢোকার পথে ক্যারলকেও বহুবার দেখেছে বার্ক। তার অসুস্থ মনে কি এমন কোনো বদমতলব ঢুকেছিল যা চরিতার্থ করেছে সে ক্যারলকে হত্যা করে? বার্ক মানসিকভাবে আসলে কতটুকু অসুস্থ? তার স্ত্রী এবং সন্তান দুর্ঘটনাক্রমে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। সত্যি দুর্ঘটনাক্রমে? ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবে জাড।

রিসেপশন অফিসের দরজা খুলল জাড। 'ভেতরে আসুন।'

শরীরে ছন্দ তুলে সিধে হল অ্যান ব্লেক, এগোল জাডের দিকে, উষ্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। প্রথমদিন একে দেখার সেই বুকমোচড় দেওয়া অনুভূতি আবার হল জাডের। এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে এই প্রথম কোনো নারীর প্রতি গভীর আবেগ অনুভব করেছে সে।

এলিজাবেথের সঙ্গে চেহারায় কোনো মিল নেই অ্যান ব্লেকের। এলিজাবেথ ছিল স্বর্ণকেশী, ছোটখাটো গড়নের, নীল-নয়না। অ্যান ব্লেকের চুলের রঙ কালো, লম্বা, কালো-পাপড়ি-ঘেরা অদ্ভুত সুন্দর একজোড়া বেগুনি চোখ তার। সে লম্বা, যৌবনবতী, তার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্লাসিক একটা ভাব রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় এ মহিলা বুদ্ধিমতী। তার অনন্যসাধারণ রূপ তাকে যেন রেখেছে স্পর্শের বাইরে। তার কণ্ঠ নরম, নিচু এবং মৃদু হাস্কি।

অ্যানের বয়স পঁচিশের কোঠায়। তার মতো সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখেনি জাড। তবে অ্যানের মধ্যে রূপের বাইরেও কী যেন একটা ব্যাপার আছে যা অমোঘ আকর্ষণে তার প্রতি জাডকে টানে, ব্যাখ্যাতীত একধরনের প্রতিক্রিয়ায় জাডের মনে হয় যুবতীকে সে চেনে জনম জনম ধরে। তার ভেতরের মৃত আবেগ-অনুভূতিগুলো যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে অ্যানকে দেখার পর।

তিন সপ্তা আগে জাডের অফিসে এসেছিল অ্যান, কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই। ক্যারল বলেছিল জাডের শিডিউল নেই এবং নতুন কোনো রোগী দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অ্যান শুধু শান্তগলায় জানতে চেয়েছে সে একটু অপেক্ষা করতে পারবে কিনা। বাইরের অফিসঘরে ঝাড়া দুইঘন্টা বসে ছিল অ্যান। ক্যারলের শেষে এমন মায়া পড়ে যায়, জাডের কাছে নিয়ে যায় তাকে।

অ্যানকে দেখার পরে জাডের ভিতরে এমন উথাল পাথাল উঠেছিল যে প্রথমদিকে অ্যান কী বলেছে সে শুনতেই পায়নি। তার মনে আছে অ্যানকে সে বসতে বলেছিল। অ্যান তার নাম বলেছিল। অ্যান ব্লেক। সে একজন গৃহবধূ। জাড

তার সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ইতস্তত করে অ্যান জবাব দিয়েছিল সে ঠিক নিশ্চিত নয় তার কোনো সমস্যা আছে কিনা। তার এক ডাক্তার বন্ধু জাডের কথা তাকে বলেছিল। বলেছিল জাড দেশের সেরা অ্যানালিস্ট। জাড সেই ডাক্তারের নাম জানতে চাইলে আমতা-আমতা করেছে অ্যান। জাড বুঝে ফেলেছে মহিলা টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে তার নাম পেয়েছে।

জাড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল তার শিডিউল খুব টাইট, নতুন কোনো রোগী নেয়া সম্ভব নয়। সে প্রায় আধডজন খ্যাতিমান অ্যানালিস্টের নাম উল্লেখ করে তাদের যে-কারও কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল অ্যানকে। কিন্তু অ্যান গোঁ ধরে থেকেছে জাডের কাছেই চিকিৎসা নেবে। শেষে রাজি হতে হয়েছে জাডকে।

অ্যানের সঙ্গে কথা বলার পর তাকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়েছে জাডের। সে নিশ্চিত হয়েছে অ্যানের সমস্যা জটিল কিছু নয়, সহজ। সহজেই সমাধান করা যাবে। অন্য ডাক্তারের রেকমন্ডেশন ছাড়া জাড কখনো রোগী দেখে না। কিন্তু অ্যানের জন্য সে নিয়মটা ভাঙে। লাঞ্চ করেনি অ্যানের সমস্যা শোনার জন্য। গত তিনমাস ধরে সপ্তায় দুবার আসছে অ্যান জাডের কাছে। প্রথমবারে যে-তথ্য দিয়েছিল অ্যান নিজের সম্পর্কে, তার বেশি কিছু জানতে পারেনি জাড। তবে একটা ব্যাপার টের পেয়ে গেছে সে— প্রেমে পড়েছে জাড। এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে এই প্রথম কারো প্রেমে পড়ল সে।

প্রথমদিনের সেশনে জাড অ্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল সে তার স্বামীকে ভালোবাসে কিনা। অ্যান 'না' বলুক মনে-মনে এমনটাই আশা করেছিল সে। এজন্য নিজের ওপর রাগও হচ্ছিল। কিন্তু অ্যান জবাব দিয়েছে, 'অবশ্যই। আমার স্বামী খুব দয়ালু মানুষ।'

'আপনার কি মনে হয় তার আচরণ পিতৃসুলভ?' জানতে চেয়েছে জাড।

অ্যান তার অবিশ্বাস্য সবুজ চোখ রেখেছে জাডের চোখে।

'না। আমি পিতৃসুলভ কাউকে চাইনি। শৈশবটা বাবার আদরে খুব ভালো কেটেছে আমার।'

'আপনার জন্ম কোথায়?'

'রিভেরেতে, বোস্টনের কাছে ছোট এক শহরে।'

'আপনার বাবা-মা দুজনেই কি এখনো জীবিত?'

'বাবা বেঁচে আছেন। আমার বারো বছর বয়সে স্ট্রোক হয়ে মারা যান মা।'

'বাবা-মা'র সম্পর্কটা কি ভালো ছিল?'

'হ্যাঁ। তাঁরা পরস্পরকে খুব ভালোবাসতেন।'

তা তোমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, মনে মনে ভেবেছিল জাড।

'আপনার ভাইবোন...?'

'নেই। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বখে যাওয়া মেয়ে।' বলে হেসেছে অ্যান। খোলামেলা বন্ধুসুলভ হাসি।

অ্যান জানিয়েছে বাবার সঙ্গে তার দেশের বাইরে কেটেছে। তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। আবার বিয়ে করে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া চলে যান। আর অ্যান জাতিসংঘে দোভাষী হিসেবে যোগ দেয়। সে ফরাসি, ইটালিয়ান এবং স্প্যানিশ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। বাহামায় ছুটি কাটাতে গিয়ে ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে পরিচয় অ্যানের। তার একটা কনস্ট্রাকশন ফার্ম আছে। অ্যান তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেনি, তবে লোকটা নাছোড়বান্দার মতো অ্যানের পিছু লেগে ছিল। সাক্ষাতের মাস দুই পরে অ্যান বিয়ে করে তাকে। তার বিয়ের বয়স বর্তমানে ছয় মাস চলছে। নিউজার্সিতে একটা এস্টেটে থাকে তারা।

আধডজন ভিজিটে অ্যান সম্পর্কে এটুকুই জানতে পেরেছে জাড। সে এখনো জানতে পারেনি অ্যানের সমস্যাটা কী। বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কোথায় যেন একটা ইমোশনাল ব্লকের সৃষ্টি হয় অ্যানের মধ্যে। প্রথম সেশনে অ্যানকে যেসব প্রশ্ন করেছিল জাড তার কিছু কথা তার মনে আছে।

'আপনার সমস্যাটা কি আপনার স্বামীকে নিয়ে, মিসেস ব্লেক?'

জবাব নেই।

'আপনি এবং আপনার স্বামী কি শারীরিকভাবে সমর্থ?'

'হ্যাঁ,' বিব্রত।

'আপনার কি সন্দেহ উনি পরকীয়া করছেন?'

'না', বিস্মিত।

'আপনি কারও সঙ্গে প্রেম করছেন?'

'না,' ক্রুদ্ধ।

'টাকা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেন?'

'না। টাকা পয়সার ব্যাপারে সে উদারহস্ত।'

'আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কোনো সমস্যা?'

'আমার স্বামীর তিনকুলে কেউ নেই। আর আমার বাবা থাকেন ক্যালিফোর্নিয়া।'

'আপনি কিংবা আপনার স্বামী কখনো মাদকাসক্ত ছিলেন?'

'না।'

'আপনার স্বামী কি সমকামী?'

নিচু গলার হাসি, 'না।'

'আপনি কি কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন?'

'না,' ভর্ৎসনা।

জাড মদ্যপান, গর্ভধারণ ইত্যাদি যতকিছু মাথায় এসেছে তা নিয়ে প্রশ্ন করেছে অ্যানকে। প্রতিবার অ্যান তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে চেয়েছে জাডের দিকে, মাথা নেড়ে 'না' বলেছে। অন্য কেউ হলে হাল ছেড়ে দিত জাড। কিন্তু ও উপলব্ধি করতে পারছিল মহিলাকে ওর সাহায্য করা দরকার। এজন্য অ্যানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিল জাড।

অ্যানকে নিজের পছন্দের যে-কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলত জাড। অ্যান স্বামীর সঙ্গে ডজনখানেক দেশ ঘুরেছে, নানা জাতের এবং কিসিমের মানুষজনের সাথে মিশেছে।

অ্যানের রসবোধও প্রবল। জাড লক্ষ করেছে অ্যানের সঙ্গে তার রুচির বেশ কিছু জিনিস মিলে যায়। বই, নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পছন্দ প্রায় একই রকমের। অ্যান উষ্ণ এবং বন্ধুসুলভ। তবে জাডের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে ডাক্তার-রোগীর গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি সে। জাড অবচেতন মনে গত কয়েক বছর ধরে অ্যানের মতো কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মেয়েটি তার জীবনে এসেছে। তবে রোগী হিসেবে। জাডের এখন কাজ অ্যানের সমস্যার সমাধান করে তাকে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া।

অ্যান তার অফিসে ঢুকল। জাড চেয়ার টেনে নিয়ে গেল কাউচের কাছে। অ্যান শুয়ে পড়বে এখানে।

'আজ নয়,' মৃদু গলায় বলল অ্যান। 'আজ আমি এসেছি আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা দেখতে।'

স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল জাড, একমুহূর্তের জন্য বাক্যহারা হয়ে গেল। গত দুদিন ধরে যে-ধকলটা যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে, অ্যানের অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি তাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। জাডের অদম্য ইচ্ছে জাগল সবকিছু খুলে বলে ওকে। জানায় কোন্ দুঃস্বপ্ন গ্রাস করে রেখেছে ওকে। বলে তাকে নিয়ে ম্যাকগ্রিভির নির্বোধের মতো সন্দেহের কথা। কিন্তু ও জানে ও তা পারবে না। সে ডাক্তার আর অ্যান তার রোগী। আর আরও খারাপ ব্যাপার হল সে অ্যানের প্রেমে পড়েছে আর অ্যান এমন এক লোকের স্ত্রী যাকে জাড দেখেনি পর্যন্ত।

অ্যান দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, লক্ষ করছে জাডকে। মাথা ঝাঁকাল শুধু জাড। কিছু বলল না।

'আমি ক্যারলকে খুব পছন্দ করতাম,' বলল অ্যান। 'ওকে কে খুন করবে?'

'আমি জানি না,' বলল জাড।

'কাজটা কে করতে পারে ধারণা নেই পুলিশের?'

'পুলিশ নিজের ধারণা নিয়ে আছে,' তিক্ত হাসল জাড।

'আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। আমি এসেছি শুধু আপনাকে জানাতে যে আমি খুবই দুঃখিত। জানতাম না আজ আপনাকে অফিসে পাব।'

'এসে যখন পড়েছেন, আপনার ব্যাপারে দু-একটা কথা নাহয় বলি।'

ইতস্তত করল অ্যান। 'আর কিছু বলার আছে বলে আমার মনে হয় না।'

লাফিয়ে উঠল জাডের হৃৎপিণ্ড। প্লিজ, গড, ও যেন না বলে ও আর আসছে না।

'আমি আগামী হপ্তায় আমার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যাচ্ছি।'

'চমৎকার!' কোনোমতে বলল জাড।

'আমি বোধহয় আপনার সময় নষ্ট করলাম, ড. স্টিভেন্স। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।'

'আরে না, আপনি আমার মোটেই সময় নষ্ট করেননি।' গলার স্বর কর্কশ শোনাল জাডের। অ্যান ওর জীবন থেকে চলে যাচ্ছে। এটা অবশ্য অ্যান জানে না। জাডের বুক কেমন ব্যথা করতে লাগল।

অ্যান পার্স খুলে কিছু টাকা বের করল। সে প্রতিবার ভিজিটের সময় টাকা দেয়, অন্যদের মতো চেক পাঠায় না।

'না,' দ্রুত বলল জাড। 'আপনি আজ বন্ধু হিসেবে এসেছেন, আমি কৃতজ্ঞ।'

জাড এরপর এমন একটা কাজ করল যা সে এর আগে কোনো রোগীর সঙ্গে করেনি। 'আমি চাই আপনি আরেকবার আসুন।'

শান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে জানতে চাইল অ্যান। 'কেন?'

কারণ তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তা আমি সহ্য করতে পারব না, ভাবল জাড। *কারণ তোমার মতো আর কাউকে আমি পাব না। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।*

মুখে বলল, 'আমার মনে হয় আরও দু-একবার বৈঠকে বসলে হয়তো আপনার আসল সমস্যাটা ধরতে পারব।'

দুষ্টু হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আমার গ্রাজুয়েশনের জন্য ফিরতে বলছেন?'

'অনেকটা সেরকম,' বলল জাড। 'আসবেন তো?'

'আপনি যদি চান—অবশ্যই।' চেয়ার ছাড়ল অ্যান। 'আমি আপনাকে কোনো সুযোগ দিইনি। কিন্তু আমি জানি আপনি ডাক্তার হিসেবে চমৎকার। আমার কখনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আপনার কাছেই আসব।'

হাত বাড়িয়ে দিল অ্যান। হাতটা ধরল জাড। উষ্ণ এবং দৃঢ় করমর্দন করল অ্যান। জাডের শরীরে প্রবাহিত হল বিদ্যুৎ।

'শুক্রবার দেখা হবে,' বলল অ্যান।

'শুক্রবার।'

অ্যান করিডোর সংলগ্ন প্রাইভেট ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল। চেয়ারে বসে পড়ল জাড। নিজেকে এত একা আর কখনো লাগেনি তার। তবে স্রেফ বসে থাকলে চলবে না। কিছু একটা করতে হবে। ম্যাকগ্রিভি ওকে ধ্বংস করতে চাইছে। সে সুযোগ ওকে দেয়া যাবে না। হত্যাকাণ্ডের একটা সুরাহা জাডকে করতেই হবে। লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি তাকে দুটি খুনের জন্য সন্দেহ করছে। যে-কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে সে। এর মানে তার পেশাদারি জীবন শেষ হয়ে যাবে। এটা হতে দেবে না জাড।

পাঁচ

দিনের বাকি অংশটা পার হল .যন পানির নিচে হাঁসফাঁস অবস্থায়। রোগীদের কয়েকজন ক্যারলের মৃত্যু-প্রসঙ্গ উত্থাপন করল, তবে বেশিরভাগই আত্মভাবনায় এমন মশগুল যে নিজেদের সমস্যা ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা করছে না। জাড মনোনিবেশের চেষ্টা করল কিন্তু বারবারই মন চলে গেল অন্যদিকে। যা ঘটেছে তার জবাব পাবার চেষ্টা করছে। রোগীদের টেপগুলো আবার শুনতে হবে ওকে। তাদের অনেক কথাই কানে যায়নি ওর।

সাতটার দিকে শেষ রোগীটি বিদায় হওয়ার পর লিকার কেবিনেট থেকে নির্জলা স্কচ গ্লাসে ঢেলে নিল জাড। ঢকঢক করে গিলল তরল আগুন। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠতে মনে পড়ে গেল সে নাস্তা খায়নি, লাঞ্চও করেনি। চেয়ারে বসল ও। জোড়া খুন নিয়ে ভাবছে। তার রোগীদের কেসহিস্ট্রিতে এমন কিছু নেই যে তাদের কাউকে এ খুনের জন্য সন্দেহ করা চলে। ব্ল্যাকমেলাররা তার টেপচুরির চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু কাপুরুষরা হয় ভিতু ধরনের, তাদের কাউকে ক্যারল হাতেনাতে যদি ধরেও ফেলে এবং সে ক্যারলকে হত্যা করলেও কাজটা সে করত দ্রুত, এক গুলিতে সাবাড় করে দিত। অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিত না ক্যারলের শরীর। এ কাজ করলে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

দীর্ঘক্ষণ চেয়ারে বসে রইল জাড, গত দুদিনের ঘটনা ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অবশেষে। চিন্তা করে লাভ নেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিল। ঘড়ি দেখল। চমকে উঠল। দেরি হয়ে গেছে অনেক।

অফিস থেকে যখন বেরুল জাড, নটা বাজে। লবি থেকে রাস্তায় পা রাখল ও, কনকনে হাওয়া তীব্র ঠাণ্ডা ঝাপটা মারল চোখেমুখে। আবার শুরু হয়েছে তুষারপাত। শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, পাক খাচ্ছে, ধূসর পুরু পর্দার মতো ঢেকে দিচ্ছে রাস্তাঘাট-ঘরবাড়ি। রাস্তার ওপারে লেক্সিংটন এভিন্যুতে একটি দোকানে লাল-সাদা রঙের একটি বড় সাইনবোর্ড জ্বলছে : **'ক্রিসমাস'**। হাঁটা দিল জাড।

রাস্তা প্রায় জনশূন্য, দূরে শুধু এক পথচারী হেঁটে যাচ্ছে। দ্রুত পা ফেলছে সে। স্ত্রী কিংবা প্রেমিকার কাছে যাচ্ছে। জাড অ্যানের কথা ভাবল। মেয়েটা কী করছে এখন? সম্ভবত বাড়িতে তার স্বামীর সঙ্গে, গল্পে মশগুল। অথবা বিছানায় গেছে, এবং

...থামো! নিজেকে শাসাল জাড।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাস্তায় একটি গাড়িও নেই। কোনাকুনিভাবে গ্যারেজের দিকে পা বাড়াল জাড। ওখানে গাড়ি রেখেছে। রাস্তার মাঝখানে পৌঁছেছে। একটা শব্দ হল পেছনে, ঘুরল। কালো রঙের বিরাট একটা লিমুজিন ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। হেডলাইট নেভানো। তুষারের পাতলা গুঁড়োয় পিছলে যাচ্ছে চাকা। আর দশফুট দূরেও নেই গাড়িটা। শালা মাতাল! ভাবল জাড। স্কিড করে এখুনি মরবে। জাড একলাফে উঠে পড়ল ফুটপাতে। গাড়ির নাক ঘুরে গেল ওর দিকে। অনেক দেরিতে জাড বুঝতে পারল ওটা আসলে ওকে চাপা দিতে আসছে।

বুকে প্রচণ্ড বাড়ি খেল জাড, বজ্রপাতের মতো শব্দ হল। অন্ধকার রাস্তা হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল রোমান মোমবাতিতে, মাথার ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে জাড হঠাৎ করেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল। সে এখন জানে কেন খুন হতে হয়েছে জন হ্যানসন ও ক্যারল রবার্টসকে। তীব্র ইচ্ছে জাগল ম্যাকগ্রিভিকে সব কথা খুলে বলার জন্য। তারপর ম্লান হয়ে এল আলো, নেমে এল ভেজা আঁধারের নৈঃশব্দ।

বাইরে থেকে চারতলা নাইনটিনথ পুলিশ প্রেসিংক্ট দেখে প্রাচীন, রোদেপোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা স্কুলভবনের মতো মনে হয়। বাদামি ইটের ভবন, কবুতরের মলে সাদা হয়ে আছে কার্নিশ। নাইনটিনথ প্রেসিংক্টের অধীনে রয়েছে ম্যানহাটান থেকে ফিফটি-নাইনথ স্ট্রিট থেকে এইটি-সিক্সথ স্ট্রিট, ফিফথ এভিন্যু থেকে ইস্ট রিভার পর্যন্ত এলাকা।

হাসপাতাল থেকে খবর দেয়া হয়েছে পুলিশে রাত দশটার পরে। পুলিশ ফোনটা ট্রান্সফার করে দিল ডিটেকটিভ ব্যুরোকে। নাইনটিনথ প্রেসিংক্টে ব্যস্ত সময় কাটছে। ঝড়ো হাওয়ার কারণে বেড়ে গেছে ধর্ষণ এবং ছিনতাই। নির্জন রাস্তাঘাট পরিণত হয়েছে তুষারে জমাটবাঁধা ওয়েস্টল্যান্ডে। আশ্রয়হীন ভবঘুরে মানুষগুলো ছিনতাইকারী ও ধর্ষণকারীদের শিকার হচ্ছে।

বেশিরভাগ গোয়েন্দা বাইরে, ডিটেকটিভ ব্যুরোতে ডিটেকটিভ ফ্র্যাংক অ্যাঞ্জেলি এক সার্জেন্ট ছাড়া কেউ নেই। তারা এক আরসন সাসপেক্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

বেজে উঠল ফোন। ধরল অ্যাঞ্জেলি। সিটি হাসপাতাল থেকে এক নার্স। জানাল গাড়িচাপায় আহত এক রোগী লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভির সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। ম্যাকগ্রিভি গেছে হল অভ রেকর্ডসে। অ্যাঞ্জেলিকে রোগীর নাম বলার পর সে বলল এখুনি হাসপাতালে হাজির হয়ে যাবে।

অ্যাঞ্জেলি ফোন নামিয়ে রেখেছে, ভেতরে ঢুকল ম্যাকগ্রিভি। অ্যাঞ্জেলি ফোনের খবরটা দ্রুত জানাল তাকে। 'আমাদের এখুনি হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

'পরে যাব। আগে প্রেসিংক্টের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলব যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে।'

ম্যাকগ্রিভি ডায়াল করছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাঞ্জেলি। ভাবছে ক্যাপ্টেন বার্তেল্লির সঙ্গে অ্যাঞ্জেলি ম্যাকগ্রিভিকে নিয়ে যেসব কথা বলেছে ক্যাপ্টেন তা ওকে জানিয়ে দিয়েছে কিনা।

'লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি পুলিশ হিসেবে মন্দ নয়,' বলেছিল অ্যাঞ্জেলি। 'তবে আমার ধারণা পাঁচবছর আগের ঘটনাটা এখনো সে পুষে রেখেছে মনের মধ্যে।'

ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি তার দিকে ঠাণ্ডাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন। 'ড. স্টিভেন্সকে কোণঠাসা করে রাখার জন্য তুমি কি ম্যাকগ্রিভিকে দোষারোপ করতে চাইছ?'

'আমি তাকে কোনো ব্যাপারে দোষারোপ করতে চাইছি না, ক্যাপ্টেন। আমি ভাবলাম পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি যেন সচেতন থাকেন সেজন্য কথাটা আপনাকে বলা আমার কর্তব্য।'

'ঠিক আছে। আমি সচেতন আছি।' মিটিং ওখানেই শেষ।

ম্যাকগ্রিভি তিন মিনিট কথা বলল ফোনে। ফোনে বারকয়েক ঘোঁতঘোঁত করল, নোট নিল প্যাডে। সে-সময়টা অধৈর্যভঙ্গিতে পায়চারি করে বেড়াল অ্যাঞ্জেলি। দশ মিনিট বাদে দুই গোয়েন্দা-স্কোয়াড কারে চড়ে রওনা হয়ে গেল হাসপাতালের উদ্দেশে।

জাডের ঘর ছয়তলায়, লম্বা, বিষণ্ন করিডোরের শেষ মাথায়। ওষুধের গন্ধ ভরা করিডোর ধরে এক নার্স দুই গোয়েন্দাকে জাডের ঘরের দিকে নিয়ে চলল। এই-ই ফোন করেছিল অ্যাঞ্জেলিকে।

'এখন ওঁর অবস্থা কী, নার্স?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্রিভি।

'ডাক্তার বলতে পারবেন কেমন আছেন উনি,' সংক্ষিপ্ত জবাব নার্সের। একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'লোকটি যে মরে যাননি মিরাকল বলতে হবে। তার পাঁজরের হাড়ে চিড় ধরেছে, জখম হয়েছে বাম হাত।'

'জ্ঞান আছে?' জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলি।

'হ্যাঁ। উনি তো বিছানাতে থাকতেই চান না।' ঘুরল সে ম্যাকগ্রিভির দিকে। 'আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বারবার বলছেন।'

ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরে ছটা বেড। সবগুলো ভর্তি। দূরপ্রান্তের পর্দাঘেরা একটা বেডের দিকে ইঙ্গিত করল নার্স। ম্যাকগ্রিভি এবং অ্যাঞ্জেলি হেঁটে গেল ওদিকে, পর্দা সরিয়ে দাঁড়াল বিছানার পাশে।

বিছানায় শুয়ে আছে জাড। রক্তশূন্য মুখ, কপালে বড় একটা অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার লাগানো। বামহাত ঝুলছে স্লিং-এ। কথা বলল ম্যাকগ্রিভি, 'শুনলাম আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন।'

'ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না,' বলল জাড। 'কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে,' তার কণ্ঠ দুর্বল, কাঁপছে।

'কে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলি।

'জানি না. তবে আমাকে-যে মেরে ফেলতে চেয়েছে সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' ম্যাকগ্রিভির দিকে মুখ ফেরাল। 'জন হ্যানসন আর ক্যারলকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না খুনীর। উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হত্যা করবে।'

অবাক হল ম্যাকগ্রিভি. 'মানে?'

'হ্যানসন খুন হয়েছে কারণ ওই সময় আমার হলুদ স্লিকারটা ছিল তার গায়ে। আমাকে ওই রেইনকোট পরে বিল্ডিঙে নিশ্চয় ঢুকতে দেখেছে ওরা। হ্যানসন কোটটা পরে আমার অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। ওরা হলুদ-স্লিকার-পরা হ্যানসনকে দেখে ভেবেছে আমি।'

'এরকম হতেই পারে,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

'শিওর,' বলল ম্যাকগ্রিভি। ফিরল জাডের দিকে। 'আর ওরা যখন বুঝতে পারল ভুল মানুষটাকে হত্যা করেছে তারা আপনার অফিসে ঢুকল এবং আপনার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আবিষ্কার করল আপনি আসলে এক কৃষ্ণাঙ্গিনী। তখন তারা রাগে উন্মাদ হয়ে পিটিয়ে আপনাকে মেরে ফেলল।'

'ক্যারল খুন হয়েছে ওরা আমাকে হত্যা করতে এসে না-পেয়ে।' বলল জাড।

ওভারকোটের পকেট থেকে কিছু নোট বের করল ম্যাকগ্রিভি। 'আমি প্রেসিংক্টের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি। অ্যাক্সিডেন্টটা ওখানে হয়েছে।'

'ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না।'

'পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী আপনি এলোমেলো পদক্ষেপে রাস্তা পার হচ্ছিলেন।'

জাড স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'এলোমেলো পদক্ষেপ?' দুর্বল গলায় কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

'রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলেন আপনি, ডক্টর।'

'রাস্তায় কোনো গাড়ি ছিল না। তাই আমি—'

'গাড়ি ছিল,' তাকে শুধরে দিল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি খেয়াল করেননি। বরফ পড়ছিল, ঝাপসা দেখাচ্ছিল সবকিছু। আপনি রাস্তার মাঝখানে ভোজবাজির মতো উদয় হয়ে যান। ব্রেক কষে ড্রাইভার, পিছলে যায় চাকা। আঘাত করে আপনাকে। তারপর আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যায় সে।'

'এভাবে ঘটনা ঘটেনি। তাছাড়া গাড়ির হেডলাইট অফ ছিল। আমাকে কেউ খুন করতে চেয়েছে,' গোঁ ধরে রইল জাড।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ম্যাকগ্রিভি। 'এতে কাজ হবে না, ডক্টর।'

'কী কাজ হবে না?'

'আপনি কি ভাবছেন আমি ঝোপঝাড় পিটিয়ে একজন কাল্পনিক খুনীকে খুঁজে আনব?' হঠাৎ কঠোর শোনাল তার কণ্ঠ।

'আপনি কি জানতেন আপনার রিসেপশনিস্ট গর্ভবতী ছিল?'

চোখ বুজল জাড। মাথা এলিয়ে দিল বালিশে। তাহলে ক্যারল নিয়েই ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। খানিকটা অনুমান করেছিল জাড। এখন ম্যাকগ্রিভি ভাবরে ...চোখ মেলল সে। 'না,' ক্লান্ত গলায় বলল, 'না। জানতাম না।'

জাডের মাথা আবার দপদপ করতে শুরু করেছে। ফিরে আসছে ব্যথা। বমি-বমি ভাবটা ঠেকানোর জন্য ঢোক গিলল।

'সিটি হল-এর রেকর্ড ঘেঁটে দেখেছি আমি,' বলল ম্যাকগ্রিভি, 'আপনি কী ব্যাখ্যা দেবেন যদি আমি বলি আপনার কিউট ছোট্ট রিসেপশনিস্টটি আপনার সঙ্গে কাজ করার আগে বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত ছিল?' জাডের মাথায় ব্যথাটা জোরালো হল আরো। 'আপনি কি ব্যাপারটা জানতেন, ড. স্টিভেন্স? আমি জানি আপনি কোনো জবাব দিতে পারবেন না। জবাবটা আমিই দিচ্ছি। আপনি ব্যাপারটা জানতেন কারণ চারবছর আগে একরাতে আদালত থেকে তাকে আপনি তুলে এনেছিলেন। বেশ্যাবৃত্তির অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়। একজন খ্যাতিমান ডাক্তারের অভিজাত অফিসে একজন বেশ্যাকে রিসেপশনিস্ট হিসেবে চাকবি দেয়ার ব্যাপারটা একটু বেশি-বেশি হয়ে গেল না?'

'কেউ মায়ের পেট থেকে পড়েই বেশ্যা বনে যায় না,' বলল জাড। 'আমি ষোলো বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম।'

'বিনিময়ে মাগনা জিনিস পেয়ে গেছেন।'

'ইউ ডার্টিমাইন্ডেড বাস্টার্ড!'

নীরস হাসি ফুটল ম্যাকগ্রিভির মুখে। 'রাতের আদালত থেকে ক্যারলকে উদ্ধার করে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমার বাড়িতে।'

'ওখানে সে ঘুমিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

মুচকি হাসল ম্যাকগ্রিভি। 'বেড়ে লোক আপনি মশাই! রাতের আদালত থেকে সুন্দরী, তরুণী এক পতিতাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন নিজের বাড়িতে। কী খুঁজছিলেন আপনি—দাবাখেলার পার্টনার? আপনি তার সঙ্গে না-ঘুমালে যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায় যে আপনি সমকামী। আর কার সঙ্গে আপনার জুটি মেলে? হ্যাঁ, জন হ্যানসন। আপনি ক্যারলের সঙ্গে শুলে ধরে নেয়া যায় আপনি ওর সঙ্গে নিয়মিত শুয়েছেন এবং একটা সময় ওকে খুন করেছেন। আর এখন গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদে বলছেন এক ম্যানিয়াক খুনগুলো করে বেড়াচ্ছে।' ঘুরল ম্যাকগ্রিভি, গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। রাগে টকটক করছে মুখ।

জাডের মাথার দপদপে ব্যথাটা তীব্রতর হয়ে উঠল। মুখ কোঁচকাল ও।

অ্যাঞ্জেলি লক্ষ করছিল জাডকে। উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল, 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'আপনার সাহায্য দরকার আমার,' বলল জাড। 'কেউ আমাকে হত্যা করতে চাইছে।'

'আপনাকে কেন খুন করতে চাইবে, ডক্টর?'

'আমি জানি না।'

'আপনার কোনো শত্রু আছে?'

'না।'

'আপনি কারও স্ত্রী কিংবা প্রেমিকার সঙ্গে শুয়েছেন?'

মাথা নাড়ল জাড, সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে গেল মুখ তীব্র ব্যথায়।

'আপনার পারিবারিক ধনসম্পত্তি আছে—যার লোভে আপনার কোনো আত্মীয় আপনাকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে?'

'না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাঞ্জেলি। 'ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে খুন করার কোনো মোটিভ পাওয়া গেল না। আপনার রোগীদের সম্পর্কে বলুন। ওদের একটা তালিকা দিন। আমরা চেক করে দেখি।'

'তা সম্ভব নয়।'

'শুধু তাদের নামগুলো জানতে চাইছি।'

'দুঃখিত,' কথা বলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে জাডের। 'দাঁতের ডাক্তার হলে তালিকা দিতে কোনো বাধা থাকত না আমার। কিন্তু এই মানুষগুলোর নানা সমস্যা আছে। কারো কারো সমস্যা খুবই সিরিয়াস। আপনারা এদেরকে জেরা শুরু করলে তাদেরকে শুধু আতঙ্কিত করেই তুলবেন না, আমার প্রতি তাদের বিশ্বাসও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। আমি আর তাদের চিকিৎসা করতে পারব না। আমি আপনাকে তালিকা দিতে পারব না।' বালিশে মাথা দিল সে, বিধ্বস্ত।

অ্যাঞ্জেলি নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'যে লোক ভাবে তাকে সবাই খুন করতে চাইছে—এরকম মানুষকে আপনারা কী বলেন?'

'প্যারানোইআক,' জবাব দিল জাড। অ্যাঞ্জেলির চেহারা লক্ষ করে বলল, 'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন না আমি...'

'আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করুন,' বলল অ্যাঞ্জেলি। 'আমি যদি এ বিছানায় এখন শুয়ে থাকতাম, কথা বলতাম আপনার মতো এবং আপনি যদি আমার ডাক্তার হতেন, আপনি কী ভাবতেন?'

মাথার যন্ত্রণায় চোখ বুজল জাড। শুনল বলে চলেছে অ্যাঞ্জেলি—'ম্যাকগ্রিভি অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

চোখ মেলল জাড। 'দাঁড়ান...আমি যে সত্যকথা বলছি তা প্রমাণের একটা সুযোগ অন্তত দিন।'

‘কীভাবে?’

‘আমাকে যে খুন করতে চাইছে সে আবারও চেষ্টা চালাবে। আমি চাই আমার সঙ্গে কেউ থাকুক। আবার ওরা চেষ্টা চালালে যাতে সে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারে।’

অ্যাঞ্জেলি তাকাল জাডের দিকে। ‘ড. স্টিভেন্স, কেউ যদি সত্যি হত্যা করতে চায় আপনাকে, পৃথিবীর সকল পুলিশ মিলেও তাকে বাধা দিতে পারবে না। আজ হয়তো ওরা আপনাকে পায়নি, কাল পাবে। এখানে না-পেলে অন্য কোথাও হামলা চালাবে—আপনি বাদশা, প্রেসিডেন্ট কিংবা অতি সাধারণ যেই হোন না কেন। জীবন সরু সুতোর মতো। এক সেকেন্ড লাগে ছিঁড়ে যেতে।’

‘আমার জন্য কি আপনাদের কিছুই করার নেই?’

‘আমি আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি। আপনার বাড়ির দরজায় নতুন তালা লাগান, জানালার ছিটকিনি ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখুন। অচেনা কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। আপনি নিজে কোনো অর্ডার না দিলে কোনো ডেলিভারি-বয়কে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।’

মাথা ঝাঁকাল জাড। গলা শুকিয়ে গেছে। ব্যথা করছে।

‘আপনার ভবনে একজন দারোয়ান এবং একজন এলিভেটরম্যান আছে,’ বলে চলল অ্যাঞ্জেলি। ‘ওদেরকে বিশ্বাস করা যায়?’

‘দারোয়ান দশ বছর ধরে কাজ করছে। এলিভেটর অপারেটর আছে আট বছর। ওদেরকে আমি বিশ্বাস করি।’

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলি। ‘গুড। ওদেরকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলবেন। ওরা সতর্ক থাকলে আপনার বাড়িতে সহজে ঢুকতে পারবে না কেউ। অফিসের কী অবস্থা? নতুন রিসেপশনিস্ট রেখেছেন?’

ক্যারলের ডেস্কে অচেনা একজন বসে আছে, কল্পনা করল। অসহায় ক্রোধের ঢেউ উঠল শরীরে। ‘এখনো রাখিনি।’

‘পুরুষ কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন।’

‘ভেবে দেখব।’

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল অ্যাঞ্জেলি, থেমে দাঁড়াল। ইতস্তত গলায় বলল, ‘ম্যাকগ্রিভির পার্টনারকে খুন করেছে যে-লোকটা, কী যেন নাম তার?’

‘জিফরেন।’

‘সে কি সত্যি বদ্ধ উন্মাদ?’

‘হ্যাঁ। ওরা তাকে ম্যাটেবান স্টেট হাসপাতালে পাঠিয়েছে—আরও কয়েকজন মানসিক অপরাধীর সঙ্গে।’

‘হয়তো হাসপাতালে পাঠানোর জন্য লোকটা দায়ী ভাবছে আপনাকে। আমি চেক করে দেখব। দেখব সে হাসপাতালে আছে নাকি ছাড়া পেয়েছে। সকালে আমাকে ফোন করবেন।’

'ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞ গলায় বলল জাড।

'এটা আমার কাজ। তবে এর মধ্যে আপনি যদি কোনোভাবে জড়িত থাকেন, আপনাকে গেঁথে ফেলার জন্য ম্যাকগ্রিভিকে সাহায্য করব আমি।' ঘুরল অ্যাঞ্জেলি। চলে যাবে। থামল আবার। 'ম্যাকগ্রিভিকে বলতে যাবেন না যেন আমি আপনার হয়ে জিফরেনের খবর নিচ্ছি।'

'বলব না।'

হাসল ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। চলে গেল অ্যাঞ্জেলি। আবার একা হয়ে পড়ল জাড।

অবস্থা আরো খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। জাড জানে ইতোমধ্যে ও গ্রেফতার হয়ে যেত। গ্রেফতার হয়নি শুধু ম্যাকগ্রিভির কারণে। প্রতিশোধ নিতে চায় ম্যাকগ্রিভি। এজন্য সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করছে যাতে কোনোমতেই ফস্কে যেতে না পারে জাড। রাস্তার ওই ঘটনাটা কি সত্যি দুর্ঘটনা ছিল? বরফে চাকা পিছলে যাওয়ার কারণে লিমোজিন তার গায়ের উপর আছড়ে পড়েছিল? তাহলে ওটার হেডলাইট অফ ছিল কেন? আর গাড়িটা অকস্মাৎ এলই বা কোত্থেকে?

জাড নিশ্চিত ওকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে—আবার হামলা চালাবে ওরা। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকালে পিটার ও নোরা হ্যাডলি হাসপাতালে এল জাডকে দেখতে। খবরে অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনেছে।

পিটার জাডের সমবয়েসী, তবে উচ্চতায় খাটো এবং ভয়ানক রোগা। ওদের দুজনেরই বাড়ি নেব্রাস্কায়, একসঙ্গে মেডিকেল স্কুলে পড়াশোনা করেছে।

নোরা ইংরেজ। স্বর্ণকেশী, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতার তুলনায় বড় বড় একজোড়া বক্ষের অধিকারী সে। খুব আমুদে স্বভাবের মেয়ে নোরা। তার সঙ্গে পাঁচ মিনিট আলাপের পর লোকের মনে হয় এর সঙ্গে যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়।

নোরা ফুল নিয়ে এসেছে জাডের জন্য। বলল, 'তোমার জন্য আমরা ফুল এনেছি, পুওর ওল্ড ডার্লিং,' ঝুঁকে জাডের গালে চুমু খেল।

'কীভাবে ঘটল ঘটনা?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'অ্যাক্সিডেন্ট।' ইতস্তত গলায় জবাব দিল জাড।

'অ্যাক্সিডেন্টগুলো যেন একসঙ্গে সব ঘটতে শুরু করেছে। কাগজে ক্যারলের কথা পড়লাম।'

'ওর মৃত্যুটা খুবই ভয়ংকর,' বলল নোরা। 'ওকে খুব পছন্দ করতাম আমি।'

গলায় শক্ত কী যেন ঠেকল জাডের। 'আমিও।'

'যে হারামজাদা কাজটা করেছে তাকে ধরতে পারছে না পুলিশ?' জানতে চাইল পিটার।

'চেষ্টা করছে।'

'সকালের কাগজে পড়লাম জনৈক লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি কাকে যেন গ্রেফতার করার জন্য গুটিয়ে আনছে জাল। তুমি এ-ব্যাপারে কিছু জানো?'

'সামান্য,' শুকনো গলা জাডের। 'ম্যাকগ্রিভি আমাকে জেলে পুরতে চাইছে।'

'ড. হ্যারিস তোমার এক্সরেগুলো দেখালেন। কয়েক জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে—নো কনকাশন। অল্প কদিনের মধ্যে এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে।'

কিন্তু জাড জানে নষ্ট করার মতো সময় তার হাতে নেই।

আরও আধঘণ্টা কাটাল ওরা জাডের সঙ্গে, সুকৌশলে এড়িয়ে থাকল ক্যারল রবার্টসের প্রসঙ্গ। পিটার এবং নোরা জানে না হ্যানসন জাডের রোগী। কী কারণে কে জানে, ম্যাকগ্রিভি কাগজঅলাদের কাছে এ তথ্য ফাঁস করেনি।

যাওয়ার জন্য ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে, জাড পিটারের সঙ্গে একাকী কথা বলতে চাইল। বাইরে অপেক্ষা করছে নোরা। হ্যারিসন বার্ক সম্পর্কে পিটারকে বলল জাড।

'দুঃখিত,' বলল পিটার। 'আমি তোমার কাছে ওকে যখন পাঠাই, তখন ওর অবস্থা খারাপ ছিল। ভেবেছি তুমি ওকে সাহায্য করতে পারবে। তুমি অবশ্যই তোমার তালিকা থেকে ওকে বাদ দিতে পারো। কবে করবে কাজটা?'

'এখান থেকে বেরিয়ে পড়া মাত্র,' বলল জাড। আসলে মিথ্যা বলেছে ও। হ্যারিসন বার্ককে সে ভাগিয়ে দিতে চায় না। আগে দেখবে জোড়া খুনের সঙ্গে বার্কের সম্পর্ক রয়েছে কিনা।

'কোনো সাহায্যের দরকার হলে ফোন কোরো, দোস্ত,' চলে গেল পিটার।

জাড শুয়ে রইল বিছানায়। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছে। তাকে হত্যা করতে চাইবার পেছনে যেহেতু যৌক্তিক কোনো কারণ নেই, কাজেই বুঝতে হবে কোনো উন্মাদ এ জোড়া-খুনের নায়ক যে কাল্পনিক প্রতিহিংসার শিকার। এ ক্যাটাগরিতে পড়ে দুজন লোক—হ্যারিসন বার্ক এবং আমোস জিফরেন, যে ম্যাকগ্রিভির পার্টনারকে হত্যা করেছে। হ্যানসন খুনের সঙ্গে বার্কের কোনো অ্যালিবাই পাওয়া না গেলে জাড ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলিকে বলবে তার ব্যাপারে আরো তথ্য জোগাড় করার জন্য। হতাশার অনুভূতিটা কেটে গেল জাডের মন থেকে। মনে হল অবশেষে অন্তত কিছু একটা সে করতে পারছে। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠল সে।

নার্সের বেল বাজাল জাড। নার্স এলে বলল ড. হ্যারিসের সঙ্গে কথা বলতে চায়। দশ মিনিট পর ঘরে ঢুকলেন সিমুর হ্যারিস। বামনাকৃতির মানুষটির চোখজোড়া ঝকঝকে নীল, গালে গোছা-গোছা দাড়ি। জাড অনেকদিন ধরে মানুষটাকে চেনে, শ্রদ্ধাও করে।

'বেশ! স্লিপিং বিউটির তাহলে ঘুম ভেঙেছে। তোমাকে ভয়ংকর লাগছে।'

একথা শুনে-শুনে ক্লান্ত জাড, 'আমি ভালোই আছি,' বলল সে। 'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'কখন?'

'এখন।'

কটমট করে জাডের দিকে তাকালেন হ্যারিস। 'মাত্র ভর্তি হয়েছ। কয়েকদিন থাকো। তোমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য কয়েকজন নিম্ফোম্যানিয়াক নার্স পাঠিয়ে দেব'খন।'

'ধন্যবাদ, সিমুর। আমাকে যেতেই হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ড. হ্যারিস। 'ঠিক আছে। তুমি নিজে একজন ডাক্তার, ডক্টর। নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারবে। তবে আমার বেড়ালটারও যদি তোমার মতো দশা হত এ-অবস্থায় ওকে কিছুতেই বিছানা ছাড়তে দিতাম না।' জাডের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তোমার জন্য আর কিছু করতে পারি?'

মাথা নাড়ল জাড।

'মিস বেডপ্যানকে বলছি তোমার জামাকাপড় গুছিয়ে দেবে।'

ত্রিশ মিনিট বাদে রিসেপশন ডেস্কের মেয়েটা ট্যাক্সি ডেকে পাঠাল। সকাল সোয়া দশটার মধ্যে অফিসে হাজির হয়ে গেল জাড।

ছয়

জাডের প্রথম রোগী, টেরি ওয়াশবার্ন করিডোরে অপেক্ষা করছিল। কুড়ি বছর আগে টেরি ছিল হলিউডের সেরা তারকা। কিন্তু হঠাৎ করেই ক্যারিয়ারে ধস নামে তার। ওরিগনের এক কাঠ-ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে চোখের আড়ালে চলে যায় টেরি। তারপর আরও বারকয়েক বিয়ে করেছে সে, বর্তমানে নিউইয়র্কে আমদানি-ব্যবসায়ী লেটেস্ট স্বামীকে নিয়ে বাস করছে। জাডকে করিডোর ধরে এগিয়ে আসতে দেখে রাগত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল টেরি।

'ওয়েল,' বলল সে। কিন্তু জাডের চেহারার দিকে তাকিয়ে রাগটা উবে গেল। 'তোমার কী হয়েছে? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে দুই কামোত্তেজিত নারী তোমাকে ছিবড়ে খেয়েছে!'

'ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা। সরি, দেরি হয়ে গেল।' দরজার তালা খুলল জাড, টেরিকে ঢুকতে দিল রিসেপশন অফিসে। ক্যারলের ফাঁকা ডেস্ক ও চেয়ার জাডের কাছে মরীচিকার মতো লাগল।

'ক্যারলের কথা খবরের কাগজে পড়েছি,' বলল টেরি। উত্তেজিত শোনাল কণ্ঠ। 'সেক্স মার্ডার নাকি?'

'না,' সংক্ষেপে বলল জাড। ভেতরের অফিসের দরজা মেলে ধরল। 'আমাকে দশ মিনিট সময় দিন।'

টেরি ওকে তুমি সম্বোধন করলেও জাড তাকে আপনি বলে।

অফিসে ঢুকল জাড। ক্যালেন্ডার-প্যাডে চোখ বুলিয়ে নিল। রোগীদের নম্বরে ফোন করল। আজকের বাকি অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো ক্যান্সেল করে দিল। প্রতিবার নড়াচড়ায় বুক ও হাতে খচ্ করে উঠল তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার দপদপ শুরু করেছে মাথা। ড্রয়ার খুলে একজোড়া ডারভান বের করে গিলে নিল জাড। এগোল রিসেপশন-ডোরের দিকে, দরজা খুলল। আগামী পঞ্চাশ মিনিট সে রোগীর সমস্যা ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে ভাবতে চায় না।

টেরি শুয়ে পড়ল কাউচে। তার স্কার্ট ঊরুর উপর তোলা, ফর্সা, সুঠাম পা উন্মোচিত। ওদিকে ফিরেও তাকাল না টেরি। কথা বলতে শুরু করল।

কুড়ি বছর আগে দম বন্ধ করা সুন্দরী ছিল টেরি ওয়াশবার্ন। তার মতো নিষ্পাপ, বড় বড় আর নরম চোখ জীবনে দেখেনি জাড। যৌনাবেদনময় চেহারায় বয়সের ছাপ পড়লেও এখনও সে একটা অগ্নিগিরি, ক্লোজ ফিটিং পুক্কি প্রিন্টের নিচে তার সুগোল ও সুদৃঢ় বুকজোড়া পোশাক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জাডের ধারণা, টেরি সিলিকন ইমপ্ল্যান্ট করিয়েছে বুকে। টেরির শরীরের বাকি অংশও দেখার মতো, লম্বা পা-জোড়া তো দারুণ।

জাডের বেশিরভাগ মহিলা-রোগী তার প্রেমে পড়ে যায়। তবে টেরির ব্যাপারটা ভিন্ন। সে এ অফিসে পা দেয়ার পরমুহূর্তে থেকে জাডের সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করছে। জাডকে যতভাবে সম্ভব উত্তেজিত করে তুলতে চায় টেরি। এ-ব্যাপারে সে একজন এক্সপার্ট। শেষে জাড বাধ্য হয়েছে বলতে—টেরি নিজেকে সামলাতে না-পারলে জাড তাকে অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর থেকে জাডের সঙ্গে সংযত আচরণ করছে টেরি; লক্ষ করছে ওকে, সম্ভবত ওর দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

অ্যান্টিকে একটি নোংরা, আন্তর্জাতিক স্ক্যান্ডালের পর টেরিকে জাডের কাছে পাঠিয়েছেন প্রখ্যাত এক ইংরেজ ডাক্তার। এক ফরাসি গসিপ কলামিস্ট টেরি সম্পর্কে লিখেছে—সে নাকি এক গ্রিক শিপিং ম্যাগনেটের ইয়টে উইকএন্ড কাটিয়েছে। শিপিং ম্যাগনেটের সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে টেরির। তবে ওইসময় ইয়টে ম্যাগনেট ছিলেন না। তিনি ব্যবসার কাজে রোমে গিয়েছিলেন। টেরি প্রেমিকদের তিন ভাইয়ের সঙ্গে ওই ইয়টে নাকি শুয়েছে। গল্পটা লেখার জন্য কলামিস্ট তার পত্রিকায় পরবর্তীতে ক্ষমা চাইলেও তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। জাডের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে টেরি স্বীকার করেছে গল্পটা সত্যি ছিল।

'ইটস ওয়াইল্ড,' বলেছে সে। 'আমার সারাক্ষণ সেক্স দরকার। কিন্তু যা দরকার ততটা আমি পাই না।' নিতম্বে হাত ঘষেছিল টেরি, স্কার্ট উঠে গিয়েছিল উরুর উপরে, নিষ্পাপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে জাডের দিকে। 'আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ, হানি?'

প্রথম ভিজিটেই নিজের সম্পর্কে গলগল করে সব কথা বলেছে টেরি। তার জন্ম পেনসিলভানিয়ার একটি ছোট কয়লাখনি শহরে।

'আমার বাবা ছিল ভোঁতা স্বভাবের পোলাক। প্রতি শনিবার রাতে মদ খেয়ে টাল হয়ে থাকত আর আমার মাকে ধরে পেটাত।'

তেরো বছর বয়সে টেরির শরীর হয়ে ওঠে পূর্ণ যুবতীর, মুখখানা যেন দেবদূতী। ও বুঝে যায় কয়লাখনির শ্রমিকদের সঙ্গে কয়লাখনির পেছনে কিছুক্ষণের জন্য সময় কাটিয়ে এলে পয়সা পাওয়া যায়। ওর বাবা যেদিন জানতে পারে ব্যাপারটা, তাদের ছোট কাঠের কেবিনে ঢোকে পোলিশ-ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে এবং টেরির মাকে বের করে দেয় ঘর থেকে। দরজা বন্ধ করে কোমর থেকে খুলে নেয় ভারী বেল্ট

এবং পেটাতে শুরু করে টেরিকে। মনের সুখে বেতানোর পরে মেয়েকে ধর্ষণ করে সে।

জাড টেরিকে দেখছিল। কাউচে শুয়ে, ভাবলেশশূন্য মুখে ঘটনাটা বর্ণনা করছিল সে।

'বাবা-মা'র সঙ্গে ওই আমার শেষ দেখা।'

'তারপর আপনি পালিয়ে গেলেন।' বলল জাড।

বিস্ময়ে কাউচে মোচড় খেয়েছে টেরি। 'কী!'

'আপনার বাবা আপনাকে ধর্ষণ করার পরে—'

'আমি পালিয়ে গেলাম!' বলল টেরি। মাথাটা পেছন দিকে হেলে গেল, ফেটে পড়েছে অট্টহাসিতে। 'ব্যাপারটা আমি উপভোগ করেছি। আমার শয়তান মা-ই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।'

এখন জাড টেপরেকর্ডারের সুইচ অন করল। 'কী নিয়ে কথা বলতে চান?'

'ফাকিং,' জবাব দিল টেরি। 'তুমি এমন কাটখোট্টা কেন সে-ব্যাপারটা দুজনে মিলে আলোচনা করলে ভালো হয় না?'

কথাটা অগ্রাহ্য করল জাড। 'আপনার কেন মনে হল ক্যারলের মৃত্যুর সঙ্গে সেক্সুয়াল হামলা জড়িত থাকতে পারে?'

'কারণ সবকিছুই আমাকে সেক্সের কথা মনে করিয়ে দেয়, হানি।' শরীর মোচড়াল টেরি, একটু উপরে উঠে গেল স্কার্ট।

'স্কার্ট নামান, টেরি।'

নিষ্পাপ একটা চাউনি দিল টেরি। 'সরি... শনিবার রাতে দারুণ একটা বার্থডে পার্টি মিস করেছ, ডক্টর।'

'শুনি।'

ইতস্তত করল টেরি, কণ্ঠে অনভ্যস্ত উদ্বেগ ফুটল। 'আমাকে ঘেন্না করবে না তো?'

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমার মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই। শুধু নিজের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন। ভুল আর ঠিকের আইনকানুনগুলো আমরা তৈরি করব যাতে অন্যদের সঙ্গে খেলা করতে পারি। আইনকানুন ছাড়া খেলা হয় না। তবে মনে রাখবেন—আইনকানুনগুলো কৃত্রিম।'

নীরবতা। তারপর টেরি বলল, 'এটা একটা সুয়িংগিং পার্টি। আমার স্বামী ছয়জনের একটা দল ভাড়া করেছিল।'

চুপচাপ শুনছে জাড।

শরীরে আবার মোচড় দিয়ে তার দিকে তাকাল টেরি। 'তুমি সত্যি আমাকে ঘেন্না করবে না?'

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমরা লজ্জাজনক অনেক কাজই করে ফেলি, তবে তার মানে এই নয় যে ওইসব কাজ আবারও করব।'

জাডকে একমুহূর্ত লক্ষ করল টেরি, শুয়ে পড়ল কাউচে। 'আমি কি তোমাকে কখনো বলেছি, আমার সন্দেহ আমার স্বামী হ্যারি ধ্বজভঙ্গ?'

'হ্যাঁ।'

'বিয়ের পর থেকে ওই কাজটা করেনি সে আমার সঙ্গে। নানারকম অজুহাত দেখিয়ে আমার শরীর স্পর্শ করে না সে... তো...' মুখ বিকৃত করল টেরি। 'তো... শনিবার রাতে আমি ওই ছয়জনের সঙ্গে মিলিত হই। হ্যারি বসে বসে দেখেছে।' কাঁদতে শুরু করল সে।

জাড ওকে ক্লিনিক্স দিল। লক্ষ করছে ওকে।

টেরি ওয়াশবার্নকে কেউ কখনো কিছু দেয়নি। প্রথম যখন হলিউডে গেল টেরি, একটা ড্রাইভ-ইনে ওয়েট্রেসের চাকরি নিল। বেতনের বেশিরভাগ গেল তৃতীয় শ্রেণীর এক নাটকের কোচের পিছনে। এক সপ্তাহের মধ্যে কোচ তাকে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে কোচিং দিতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যে টেরি বুঝে গেল এ লোক চাইলেও তাকে অভিনয়ের সুযোগ দিতে পারবে না। সে কোচকে ছেড়ে দিল। বেভারলি হিল হোটেলে ড্রাগস্টোরে ক্যাশিয়ারের চাকরি জোগাড় করে নিল। চলচ্চিত্রের এক নির্বাহী কর্মকর্তা ওই দোকানে একদিন এল ক্রিসমাস উপলক্ষে তার স্ত্রীর জন্য কিছু কেনাকাটা করতে। টেরিকে নিজের কার্ড দিল সে। বলল দেখা করার জন্য। এক হপ্তা বাদে স্ক্রিনিং টেস্ট হল টেরির। স্ক্রিন টেস্টে টেরি টিকতে পারল না। তবু তিনটি কারণে স্ক্রিনটেস্টের বাধা পার হতে পারল সেরি। তার যৌনাবেদনময় চেহারা, ফিগার এবং ক্যামেরায় তাকে বেশ ভালো লাগছিল। তাই স্টুডিও এক্সিকিউটিভ তাকে রেখে দেয়।

প্রথম বছরে ডজনখানেক ছবিতে ছোটখাটো পার্ট পেতে থাকে টেরি। ভক্তদের চিঠিপত্রও পেতে শুরু করে। তার চরিত্রের ব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে চলে। বছর শেষে এক্সিকিউটিভ হার্টঅ্যাটাকে মারা গেলে টেরি ভয় পেয়ে যায় স্টুডিও হয়তো তাকে রাখবে না। বদলে নতুন এক্সিকিউটিভ তাকে ডেকে পাঠায় এবং বলে টেরির জন্য বড় ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে তার। নতুন একটা কন্ট্যাক্ট পায় টেরি, উপরে উঠতে থাকে সে, হয়ে যায় আয়না-লাগানো বেডরুমের মালিক। দ্বিতীয় সারির চলচ্চিত্রে বৃদ্ধি পেতে থাকে টেরির চাহিদা, এবং অবশেষে, দর্শক টেরিকে দেখার জন্য বক্স-অফিসে ভিড় জমাতে শুরু করলে প্রথমশ্রেণীর ছবিতে সুযোগ পেয়ে যায় সে।

তবে এ সবই অনেকদিন আগের কথা। টেরির কান্না দেখে তার জন্য মায়া লাগছে জাডের।

'পানি খাবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ন্-না,' জবাব দিল টেরি। 'আমি-ঠি-ঠিক আছি।' পার্স থেকে রুমাল বের করে নাক মুছল। 'বোকার মতো আচরণ করার জন্য দুঃখিত,' সে উঠে বসল কাউচে।

জাড নিজের জায়গায় বসে রইল চুপচাপ। টেরিকে সামলে ওঠার সময় দিচ্ছে।

'আমি কেন হ্যারির মতো লোকদের বিয়ে করি?'

'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেন?'

'আমি জানি না কেন।' চেঁচিয়ে উঠল টেরি। 'তুমি সাইকিয়াট্রিস্ট। আমি যদি জানতাম ওরা এরকম, নিশ্চয় বিয়ে করতাম না, করতাম কী?'

'আপনার কী মনে হয়?'

চোখ বড় বড় করে জাডের দিকে তাকিয়ে থাকল টেরি। শক্ড্।

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ আমি বিয়ে করতাম।' রাগের চোটে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'হোয়াই, ইউ সন অফ আ বিচ! তোমার কি ধারণা ওই হারামজাদাগুলোর সঙ্গে ফাকিং আমি উপভোগ করেছিলাম?'

'করেছিলেন কি?'

ক্রোধে উন্মত্ত টেরি একটা ফুলের পট তুলে ছুড়ে মারল জাডকে লক্ষ করে। টেবিলে পড়ে চুরমার হয়ে গেল ওটা। 'তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ?'

'না। ফ্লাওয়ার ভাসটির দাম দুশো ডলার। আপনার বিলের সঙ্গে দামটা যোগ করে দেব।'

অসহায় দৃষ্টিতে জাডের দিকে তাকিয়ে থাকল টেরি। 'আমি কি সত্যি ব্যাপারটা উপভোগ করেছি?'

'বলুন।'

নেমে এল গলা। 'আমি নিশ্চয় অসুস্থ।' বলল সে, 'ওহ্ গড, আমি অসুস্থ। প্লিজ, হেল্প মি। জাড, আমাকে সাহায্য করো।'

জাড হেঁটে গেল ওর পাশে। 'আপনাকে সাহায্য করার জন্যই আমাকে সাহায্য করতে হবে।'

বোকার মতো মাথা দোলাল টেরি।

'আপনি এখন বাড়ি যাবেন, টেরি। চিন্তা করবেন কেন এসব কাজ আপনি করতে চান। জবাবটা পেয়ে গেলে বিরাট উপকার হবে আপনার।'

একমুহূর্ত জাডের দিকে তাকাল টেরি, ঢিল পড়ল পেশীতে। রুমাল বের করে আবার নাক ঝাড়ল। 'তুমি লোক ভালো, চার্লি ব্রাউন।' পার্স ও গ্লাভস তুলে নিল। 'আগামী হপ্তায় দেখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' বলল জাড। 'আগামী হপ্তায় দেখা হবে।' করিডোরের দরজা মেলে ধরল। চলে গেল টেরি।

টেরির সমস্যার সমাধান জানা আছে জাডের। তবে সমাধানটা করতে হবে ওর নিজের। ওকে বুঝতে হবে পয়সা দিয়ে প্রেম কেনা যায় না, মুক্তভাবে দিতে হয়। এ

ব্যাপারটা যতদিন টেরি বুঝতে না পারবে, পয়সা দিয়ে ভালোবাসা কেনার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

টেরি ওয়াশবার্নের টেপটা লকারে তালা মেরে রাখল জাড। আবার মনের মধ্যে ফিরে এল নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। ফোনের কাছে হেঁটে গেল ও, নাইনটিনথ প্রেসিংক্টের খবর জানতে ডায়াল করল।

সুইচবোর্ড অপারেটর জাডকে ডিটেকটিভ ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। ম্যাকগ্রিভির গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল। 'লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি।'

'ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলিকে চাইছি, প্লিজ।'

'ধরুন।'

ম্যাকগ্রিভি ফোন নামিয়ে রেখেছে, খটাশ শব্দ শুনতে পেল জাড। একটু পরে অ্যাঞ্জেলির কণ্ঠ ভেসে এল তারে।

'ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি।'

'জাড স্টিভেন্স। আপনি ওই খবরটা পেয়েছেন?'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল অ্যাঞ্জেলি। তারপর বলল, 'চেক করেছি।'

'হ্যাঁ কিংবা না বলুন।' বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে। পরের প্রশ্নটা করতে সাহস জোগাতে হল নিজেকে। 'ম্যাটেবানে জিফরেন কি এখনো আছে?'

মনে হল এক যুগ সময় নিল অ্যাঞ্জেলি জবাবটা দিতে। 'হ্যাঁ। আছে এখনো।'

হতাশায় ভরে গেল জাডের মন। 'অ, আচ্ছা!'

'আমি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ।' ধীরে ধীরে ফোন নামিয়ে রাখল জাড।

তাহলে বাকি রইল হ্যারিসন বার্ক। একটা অপদার্থ প্যারানোইয়াক, যার ধারণা সবাই তাকে খুন করতে চাইছে। বার্কই কি জন হ্যানসনকে মেরেছে? হ্যানসন সকাল দশটা পঞ্চাশে জাডের অফিস থেকে বেরুবার কিছুক্ষণ পরে খুন হয়ে যায়। জাড খোঁজ নেবে বার্ক ওইসময় তার অফিসে ছিল কিনা। বার্কের অফিসের নাম্বার বের করে ফোন করল সে।

'ইন্টারন্যাশনাল স্টিল,' যান্ত্রিক একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'মি. হ্যারিসন বার্ক, প্লিজ।'

'মি. হ্যারিসন বার্ক...ধন্যবাদ...এক মিনিট, প্লিজ।'

একটা জুয়ো খেলছে জাড। বার্কের সেক্রেটারি এখন যদি অফিসে না থাকে আর বার্ক নিজেই ফোন ধরে..

'মি. বার্কের অফিস,' নারীকণ্ঠ।

'ড. জাড স্টিভেন্স। আমাকে একটা খবর দিতে পারবেন?'

'ওহ্ ইয়েস, ড. স্টিভেন্স।' মেয়েটার কণ্ঠ শুনে বোঝা যায় সে জানে জাড বার্কের চিকিৎসা করছে।

'মি. বার্কের বিল নিয়ে...' শুরু করল জাড।

'তার বিল?'

দ্রুত বলে চলল জাড। 'আমার রিসেপশনিস্ট আর—আর আমার সঙ্গে কাজ করছে না। আমি নথিপত্রগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছি। দেখতে পাচ্ছি সে গত সোমবার সাড়ে নটার সময় মি. বার্কের জন্য একটা চার্জ করেছে। ওইদিন সকালে কি মি. বার্ক সত্যি এখানে এসেছিলেন?'

'দেখছি আমি।' কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেল রিসেপশনিস্টের গলা। 'আপনার রিসেপশনিস্ট ভুল করেছেন, ড. স্টিভেন্স।' নীরস কণ্ঠ তার। 'মি. বার্ক সোমবার সকালে আপনার অফিসে যাননি। সোমবার সকাল আটটা থেকে অফিস স্টাফদের নিয়ে মিটিং ছিল।'

'ঘণ্টাখানেকের জন্যও কি তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন না? কারণ আমার রিসেপশনিস্টের নোটবুকে দেখছি সকাল সাড়ে ন'টা থেকে—'

'আপনার রিসেপশনিস্টের নোটবুকে যাই লেখা থাকুক আমি গ্রাহ্য করি না,' রেগে গেছে মেয়েটা। 'মি. বার্ক দিনের বেলা কখনোই অফিস থেকে বের হন না।' বিরতি দিল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি ওনাকে বলব আপনাকে ফোন করার জন্য?'

'তার দরকার হবে না,' বলল জাড। 'ধন্যবাদ।' রেখে দিল ফোন।

তাহলে ব্যাপার দাঁড়াল এই। জিফরেন কিংবা হ্যারিসন বার্কের কেউই যদি তাকে হত্যা করার চেষ্টা না করে থাকে—তাহলে যে তাকে খুন করতে চেয়েছে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই কাজটা করতে চেয়েছে সে। কেউ বা কারা তার রিসেপশনিস্ট এবং একজন রোগীকে হত্যা করেছে। দুর্ঘটনার ঘটনা ইচ্ছাকৃত, আবার স্রেফ দুর্ঘটনাও হতে পারে। তবে সরল সত্য হল এমন কেউ নেই যে তাকে মিছামিছি হত্যার চেষ্টা করতে পারে। প্রতিটি রোগীর সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক জাডের। বন্ধুদের সঙ্গেও রয়েছে উষ্ণ সম্পর্ক। জাড জীবনেও কারো কোনো ক্ষতি করেনি। ফোন বেজে উঠল।

অ্যান।

'ব্যস্ত নাকি?'

'না। কথা বলতে পারব।'

উদ্বেগ ফুটল অ্যানের কণ্ঠে। 'খবরের কাগজে পড়লাম অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। আমার তখুনি ফোন করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে বুঝতে পারছিলাম না।'

হালকা গলায় বলল জাড, 'সিরিয়াস কিছু নয়। শিক্ষা পেলাম রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেলেদুলে হাঁটতে নেই।'

'দুর্ঘটনার জন্য দায়ী লোকটা ধরা পড়েনি?'

'না। সম্ভবত কোনো মদ্যপের কাণ্ড।'

'আপনি শিওর?' জিজ্ঞেস করল অ্যান।

অবাক হল জাড। 'মানে?'

'মানে ঠিক বলতে পারব না,' অ্যানের গলা অনিশ্চিত। 'প্রথমে ক্যারল খুন হল—তারপর এ ঘটনা ঘটল। সম্ভবত: কোনো ম্যানিয়াকের কাণ্ড।'

'কোনো ম্যানিয়াক হলে পুলিশ তাকে ধরে ফেলবে,' অ্যানকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল জাড।

'আপনি কোনো বিপদের মধ্যে নেই তো?'

বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। 'অবশ্যই না।' অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল। অনেক কিছু বলতে চাইল জাড, কিছুই বলতে পারল না। এটা কুশল জিজ্ঞেস করার ফোন। একে অন্যভাবে নেয়া ঠিক হবে না। কেউ বিপদে পড়লে ফোন করে তার খবর নেয়া অ্যানের অভ্যাস। এর বেশি কিছু নয়।

'শুক্রবার দেখা হচ্ছে তো?' জিজ্ঞেস করল জাড।

'হ্যাঁ। গুডবাই, ড. স্টিভেন্স।'

'গুডবাই, মিসেস ব্লেক। ফোন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' ফোন রেখে দিল জাড। ভাবছে অ্যানের কথা। ওর স্বামী কি জানে কী চমৎকার একটি স্ত্রী পেয়েছে সে?

অ্যানের স্বামী দেখতে কীরকম? অ্যান যেটুকু বলেছে তার সম্পর্কে, জাড মোটামুটি একটা কল্পনা করে নিয়েছে। অ্যানের স্বামী স্পোর্টসম্যান, ব্রাইট, সফল ব্যবসায়ী। সে চিত্রশিল্পের জন্য অর্থ দান করে। তার বর্ণনা শুনে জাডের মনে হয়েছে এরকম লোকের বন্ধু হতে চাইবে সে।

অ্যানের সমস্যাটা কী যা সে তার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করতে ভয় পায়? কিংবা তার অ্যানালিস্টের সঙ্গে? অ্যান যেরকম মেয়ে, হয়তো সে বিয়ের আগে কিংবা বিয়ের পরে প্রেম করার কারণে অপরাধবোধে ভুগছে। অবশ্য অ্যান কারো সঙ্গে প্রেম করবে বলে জাডের মনে হয় না। হয়তো শুক্রবারে সমস্যার কথা জাডকে বলবে সে।

বিকেলের বাকি সময়টা কেটে গেল দ্রুত। কয়েকজন রোগী, যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোনোভাবেই ক্যান্সেল করা সম্ভব হল না, তাদেরকে দেখল সে। শেষজন চলে যাবার পর সে হ্যারিসন বার্কের শেষ সেশনের টেপটা শুনল। মাঝে মাঝে কয়েকটা নোট নিল।

কাজ শেষ করে রেকর্ডারের সুইচ অফ করল জাড। আর উপায় নেই। বার্কের চাকরিদাতাকে কাল সকালেই ফোন করে বার্কের অবস্থা জানিয়ে দিতে হবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। রাত হয়ে গেছে। প্রায় আটটা বাজে। এতক্ষণ কাজে

ব্যস্ত ছিল জাড, এখন শরীরটা বড্ড ক্লান্ত লাগছে। পাঁজর টনটন করছে ব্যথায়, হাতও ছিঁড়ে যেতে চাইছে। বাড়ি গিয়ে গরম পানিতে গোসল সারবে ও।

বার্কের টেপ ছাড়া বাকিগুলো সরিয়ে রাখল জাড। বার্কের টেপ সাইড-টেবিলের ড্রয়ারে তালা মেরে রাখল। আদালতের কোনো মনোবিজ্ঞানীর কাছে এটা দিয়ে দেবে। ওভারকোট গায়ে চড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, বেজে উঠল ফোন। ফোন তুলল জাড, 'ড. স্টিভেন্স।'

অপরপ্রান্তে কোনো সাড়া নেই। কেউ জোরে জোরে শ্বাস টানছে। নাক ঝাড়ল।

'হ্যালো?'

কোনো উত্তর নেই। ফোন ছেড়ে দিল জাড। ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল একমুহূর্ত। রং নাম্বার, ভাবল ও। অফিসের বাতিগুলো নেভাল, বন্ধ করল দরজা, পা বাড়াল এলিভেটরের দিকে। এ ভবনের সমস্ত বাসিন্দা চলে গেছে। দারোয়ান বিগলো ছাড়া কেউ নেই।

এলিভেটরের সামনে চলে এল জাড, কল বাটনে চাপ দিল। সিগনাল ইন্ডিকেটর নড়াচড়া করছে না। আবার বোতামে চাপ দিল। কিছুই ঘটল না।

এমন সময় করিডোরের সমস্ত আলো নিভে গেল দপ করে।

সাত

এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল জাড। অন্ধকারের ঢেউ শারীরিক শক্তির মতো যেন ওকে জাপ্টে ধরল। হার্টবিট প্রথমে ধীর হয়ে এল, তারপর দ্রুত চলতে লাগল। আকস্মিক একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল শরীর বেয়ে, পকেটে হাত ঢোকাল দেশলাইর জন্য। অফিসে ফেলে এসেছে দেশলাই। হয়তো নিচের ফ্লোরে বিদ্যুৎ আছে। সাবধানে, সতর্কতার সঙ্গে দরজার দিকে পা বাড়াল জাড। ওদিকে সিঁড়ি। ধাক্কা মেরে খুলল দরজা। সিঁড়িঘর অন্ধকার। রেইলিং ধরে অন্ধকারে নামতে লাগল জাড। নিচে, অনেকটা দূরে, সিঁড়িতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। স্বস্তিবোধ করল জাড। দারোয়ান বিগলো। 'বিগলো!' চেঁচাল ও। 'বিগলো! আমি ড. স্টিভেন্স!' পাথরের দেয়ালে কথাগুলো বাড়ি খেয়ে ভৌতিক প্রতিধ্বনি তুলল সিঁড়িতে। ফ্ল্যাশলাইট হাতে লোকটা নিঃশব্দে উঠে আসছে উপরে। 'কে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল জাড। তার কথার প্রতিধ্বনি জবাব হয়ে ফিরল কানে।

অকস্মাৎ বুঝে ফেলল জাড কে ওখানে। তার গুপ্তঘাতক। কমপক্ষে দুজন। একজন বেসমেন্টের ইলেকট্রিসিটি-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে, অপরজন সিঁড়ি আটকে দাঁড়িয়েছে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে জাড।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোর রেখা আরো কাছিয়ে আসছে, আর মাত্র দুই/তিন ফ্লোর নিচে। উঠে আসছে উপরে। ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল জাডের গা। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে বুকে, দুর্বল লাগল পা। বল পাচ্ছে না শরীরে।

দ্রুত ঘুরল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। নিজের ফ্লোরে যাবে। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল জাড। শুনছে। অন্ধকার করিডোরে কেউ যদি ওঁৎ পেতে থাকে!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এখন আগের চেয়ে জোরালো। মুখ শুকিয়ে কাঠ, জাড কালিগোলা অন্ধকার করিডোরে এগোল। এলিভেটরের সামনে পৌঁছার পর অফিসডোরগুলো গুনতে শুরু করল। নিজের অফিসে পৌঁছেছে জাড, শুনতে পেল সিঁড়িঘরের দরজা খুলে গেছে। নার্ভাস আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল চাবির গোছা। অন্ধের মতো মেঝেতে চাবি হাতড়াল জাড। পেয়ে গেল। রিসেপশন-রুমের দরজা খুলল। ঢুকল ভেতরে। ডাবল তালার দরজাটা বন্ধ করল। বিশেষ চাবি ছাড়া এখন কেউ ঢুকতে পারবে না ঘরে।

করিডোরের বাইরে ভেসে এল পায়ের আওয়াজ। জাড নিজের প্রাইভেট অফিসে ঢুকল। টিপল সুইচ। কিছুই ঘটল না। গোটা ভবনে বিদ্যুৎ নেই। ভেতরের দরজা বন্ধ করল জাড। পা বাড়াল ফোনের দিকে। অন্ধকারে হাতড়ে ডায়াল করল অপারেটরকে। তিনটি দীর্ঘ রিং হওয়ার পর শোনা গেল অপারেটরের কণ্ঠ। বাইরের জগতের সঙ্গে জাডের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

মৃদুগলায় বলল জাড, 'অপারেটর, এটা খুব জরুরি ফোন। আমি ড. জাড স্টিভেন্স। আমি নাইনটিনথ প্রেসিংক্ট ডিটেকটিভ ফ্রাংক অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

'ধন্যবাদ। আপনার নাম্বারটা বলুন?'

নাম্বার দিল জাড।

'এক মিনিট, প্লিজ।'

জাড শুনতে পেল কেউ তার প্রাইভেট অফিসের করিডোর এন্ট্রাসের দরজায় খুটখাট শব্দ করছে। ওভাবে ওরা ঢুকতে পারবে না, কারণ দরজার বাইরে কোনো নব বা হাতল নেই।

'অপারেটর, জলদি!'

'এক মিনিট, প্লিজ।' ঠাণ্ডাগলায় জবাব এল।

লাইনে গুঞ্জনের শব্দ উঠল, তারপর পুলিশ সুইচবোর্ডের অপারেটর বলল, 'নাইনটিনথ প্রেসিংক্ট।'

লাফিয়ে উঠল জাডের কলজে, 'ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি! ইটস আর্জেন্ট!'

'ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি...এক মিনিট, প্লিজ।'

করিডোরের বাইরে কিছু একটা ঘটছে। ফিসফাস গলা শুনতে পাচ্ছে জাড। প্রথম লোকটার সঙ্গে যোগ দিয়েছে কেউ। কী পরিকল্পনা করছে ওরা!

পরিচিত একটা কণ্ঠ ভেসে এল ফোনে। 'ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি আজ অফিসে আসেননি। আমি তার পার্টনার, লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি। আপনি—'

'আমি জাড স্টিভেন্স। আমি আমার অফিসে। বিদ্যুৎ চলে গেছে। কেউ দরজা ভেঙে ঢুকে আমাকে হত্যা করতে চাইছে!'

অপরপ্রান্তে নীরবতা। 'দেখুন, ডক্টর,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি এখানে চলে আসুন না কেন? আমরা একসঙ্গে কথা—'

'আমি এখন আসতে পারব না,' প্রায় চিৎকার করে উঠল জাড। 'ওরা আমাকে খুন করতে চাইছে।'

লাইনে আবার বিরতি। ম্যাকগ্রিভি ওর কথা বিশ্বাস করেনি। ওকে সাহায্যও করবে না। বাইরে, জাড শুনতে পেল, খুলে গেছে একটা দরজা। তারপর রিসেপশন অফিস থেকে ভেসে এল মানুষের কণ্ঠ। ওরা রিসেপশন অফিসে ঢুকে পড়েছে! চাবি ছাড়া অফিসে ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ ওদের উপস্থিতি টের পাচ্ছে জাড। ওর

প্রাইভেট অফিসের দিকে আসছে ওরা।

ম্যাকগ্রিভি কথা বলছে ফোনে, তবে তার কথা শুনতে পাচ্ছে না জাড। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে নামিয়ে রাখল রিসিভার। এখন ম্যাকগ্রিভি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও লাভ হবে না। গুপ্তঘাতকরা চলে এসেছে! জীবন অতি সরু একটি সূতা। এক সেকেন্ড লাগে এই সূতা ছিঁড়ে ফেলতে। ওকে আচ্ছন্ন করে থাকা ভয় তীব্র ক্রোধে রূপান্তর ঘটল। হ্যানসন এবং ক্যারলের মতো সে মরতে চায় না। মরলে লড়াই করে মরবে। অন্ধকারে সম্ভাব্য অস্ত্র হাতড়াল জাড। একটা অ্যাশট্রে...একটা লেটার-ওপেনার...এসব দিয়ে কাজ হবে না। গুপ্তঘাতকদের সঙ্গে নিশ্চয় বন্দুক আছে। এ যেন এক দুঃস্বপ্ন। বিনাদোষে তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে।

ভিতরের দরজার দিকে আসছে ওরা, পায়ের শব্দে বুঝতে পারল জাড। আর দুই/এক মিনিট আয়ু আছে ওর। শুনতে পেল দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল কেউ। দরজায় তালা মারা। তবে পলকা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকা ওদের জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। রিসেপশন রুমের দরজা মটমট করে উঠল। ধাক্কা দিয়েছে ওরা। শুনল তালা হাতড়াচ্ছে কেউ। *ওরা দরজা ভেঙে ঢুকছে না কেন?* ভাবল জাড। সে অন্ধকার টেবিল হাতড়ে ড্রয়ার খুলল। ভেতর থেকে বের করে নিল হ্যারিসন বার্কের টেপ। পা বাড়াল টেপরেকর্ডারের দিকে। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে পারলে এ যাত্রা বেঁচেও যেতে পারে জাড।

আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেপের ফিতে রিউন্ড করছে জাড। বার্কের সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে মনে করার চেষ্টা করছে। দরজায় মটমট শব্দটা জোরালো হয়ে উঠেছে। জাড দ্রুত একবার প্রার্থনা করে নিল। তারপর উঁচুগলায় বলল, 'আমি দুঃখিত যে বিদ্যুৎ চলে গেছে। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্যুৎও চলে আসবে, হ্যারিসন। আপনি কাউচে শুয়ে পড়ুন। রিল্যাক্স করুন।'

দরজার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। টেপ রিউন্ড করা শেষ। রেকর্ডারে টেপ ঢোকাল জাড। চাপ দিল 'অন' বাটনে। চালু হল না রেকর্ডার। বিদ্যুৎ নেই, চলবে কী করে? হতাশা গ্রাস করল জাডকে। 'আরাম করুন,' জোরে জোরে বলল ও। 'শুয়ে থাকুন।' টেবিল হাতড়ে দেশলাইয়ের কাছে নিয়ে গেল হাত। একটা কাঠি জ্বালল, রেকর্ডারের কাছে নিয়ে এল জ্বলন্ত কাঠি। 'ব্যাটারি' লেখা একটা বোতাম আছে। নব ঘোরাল জাড। তারপর 'অন' বোতাম চাপ দিল আবার। ঠিক সে মুহূর্তে তালায় ক্লিক শব্দ হল। খুলে গেল দরজা। ওর শেষ প্রতিরোধব্যবস্থাটুকুও চলে গেল।

আর তখন বার্ক কথা বলে উঠল, 'আপনার এই-ই বলার ছিল? আপনি আমার প্রমাণের কথা পর্যন্ত শুনতে চাইছেন না। আমি কী করে বুঝব আপনি ওদের দলের নন।'

জমে গেল জাড। নড়তে সাহস পাচ্ছে না। ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

'আপনি জানেন আমি তা নই,' বলল জাডের টেপ-করা কণ্ঠ।

'আমি আপনার বন্ধু। আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। ...আপনি কী প্রমাণ পেয়েছেন বলুন।'

'গতরাতে ওরা আমার বাড়িতে ঢুকেছিল,' বলল বার্কের কণ্ঠ।

'এসেছিল আমাকে খুন করতে। তবে আমিও কম চালাক নই। আমি এখন আমার ডেন-এ ঘুমাই। সবগুলো দরজায় অতিরিক্ত তালা লাগিয়েছি যাতে ওরা আমার নাগাল না পায়।'

বাইরের অফিসে কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আবার জাডের কণ্ঠ, 'পুলিশে জানিয়েছেন?'

'অবশ্যই না! পুলিশও ওদের সঙ্গে আছে। আমাকে গুলি করার নির্দেশ আছে ওদের উপর। কিন্তু চারপাশে লোকজনের কারণে গুলি করার সুযোগ পায় না। আমি তাই মানুষজনের মধ্যে থাকি।'

'তথ্যটা জানালেন বলে খুশি হয়েছি।'

'আপনি এখন কী করবেন?'

'আপনি যা বলছেন সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনছি আমি।' বলল জাডের কণ্ঠ। 'সব কথা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে—'

জাডের মনে পড়ে গেল এরপরে সে রেকর্ডারের কথা উল্লেখ করেছিল। সে ঝট করে বন্ধ করল সুইচ। জোরে জোরে বলল, 'আমার মস্তিষ্কে, আর যদ্দূর পারা যায় ব্যাপারটা সামাল দেয়ার চেষ্টা করব আমরা।'

থেমে গেল জাড। টেপরেকর্ডার আর চালাতে পারবে না সে। কারণ এরপরে কোত্থেকে টেপের কথা শুরু করবে জানা নেই ওর। ও কেবল আশা করতে পারে বাইরের লোকগুলো হয়তো ভাববে জাডের সঙ্গে রোগী আছে। কিন্তু ভাবলেই বা কী এসে যায়? ওরা কি ফিরে যাবে?

'এ ধরনের কেস,' গলা চড়াল জাড। 'খুব কমন ব্যাপার, হ্যারিসন। এ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আমি জানি আপনার শোফার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। ও হয়তো এখুনি উপরে উঠে আসবে।'

থামল জাড। কান পাতল। দরজার ওপাশে ফিসফিস। কী করবে বলে ভাবছে ওরা?

হঠাৎ রাস্তায় পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনতে পেল জাড। এ ভবনের দিকে আসছে। থেমে গেল ফিসফিসানি। জাড শুনতে পেল বন্ধ হয়ে গেল বাইরের দরজা। তারপর আর কিছুর সাড়াশব্দ নেই। ওরা কি আছে এখনো ওখানে? অপেক্ষা করছে? সাইরেনের শব্দ কাছিয়ে আসছে, উচ্চকিত শোনাচ্ছে। ভবনের সামনে এসে থেমে গেল

আর তখন ভবনের সমস্ত আলো জ্বলে উঠল।

আট

'ড্রিঙ্ক?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে মাথা নাড়ল ম্যাকগ্রিভি। লক্ষ করছে জাডকে। জাড দ্বিতীয় দফা হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। ম্যাকগ্রিভি কোনো কথা বলছে না। দেখছে শুধু ওকে। জাডের হাত কাঁপছে এখনো। তরল আগুনটা গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল নিচে। একটু রিল্যাক্সবোধ করল জাড।

ইলেকট্রিসিটি আসার দুই মিনিট পরে অফিসে হাজির হয়েছে ম্যাকগ্রিভি। অবিচলিত চেহারা নিয়ে এক পুলিশ সার্জেন্ট শর্টহ্যান্ড নোটবুকে নোট নিচ্ছে।

ম্যাকগ্রিভি কথা বলল, 'ঘটনাটা আবার বলুন, ড. স্টিভেন্স।'

গভীর দম নিল জাড, বলতে শুরু করল আবার। কণ্ঠস্বর নিচু এবং শান্ত থাকল। 'আমি অফিস বন্ধ করে এলিভেটরে উঠতে যাই। এমন সময় করিডোরের বিদ্যুৎ চলে যায়। ভেবেছি নিচের তলায় হয়তো ইলেকট্রিসিটি আছে। আমি সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করি নিচে। তখন এক লোককে দেখতে পাই ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে উপরে উঠছে। আমি ভাবি ওটা বোধহয় আমাদের দারোয়ান বিগলো। নাম ধরে ডাক দিই। কিন্তু ও বিগলো ছিল না।'

'কে ছিল তবে?'

'আমি আপনাকে বলেছি,' বলল জাড। 'আমি জানি না। ওরা জবাব দেয়নি।'

'আপনার কেন মনে হল ওরা আপনাকে খুন করতে আসছে?'

বিশ্রী একটা গালি চলে এসেছিল ঠোঁটের ডগায়, নিজেকে সামলে নিল জাড। ওর কথা ম্যাকগ্রিভিকে বিশ্বাস করাতে হবে। 'ওরা আমার অফিসে এসেছে।'

'আপনার ধারণা দুজন লোক আপনাকে খুন করতে চাইছিল?'

'কমপক্ষে দুজন,' বলল জাড। 'ওদেরকে ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছি।'

'বললেন রিসেপশন-অফিসে ঢোকার সময় বাড়ির লাগোয়া বাইরের দরজায় তালা মেরে রেখেছেন, ঠিক?'

'জি।'

'তারপর ভেতরের অফিসে গেলেন রিসেপশন-অফিসের দরজা বন্ধ করে।'

'হ্যাঁ।'

ম্যাকগ্রিভি রিসেপশন-অফিসের দরজার সামনে গেল। এ দরজা দিয়ে ভেতরের অফিসে ঢোকা যায়। 'এ দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছে ওরা?'

'না,' বলল জাড।

'রাইট,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি যখন রিসেপশন অফিসের দরজা বন্ধ করলেন, ওটা বাইরে থেকে খুলতে নিশ্চয় বিশেষ চাবির প্রয়োজন হয়েছে।'

ইতস্তত করল জাড। বুঝতে পারছে কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছে ম্যাকগ্রিভি।

'জি।'

'ওই দরজার চাবি কার কাছে থাকে?'

লালচে হয়ে উঠল জাডের চেহারা। 'আমার কাছে এবং ক্যারলের কাছে থাকত।'

নরম শোনাল ম্যাকগ্রিভির কণ্ঠ। 'যারা ঘর ঝাঁট দিতে আসে তারা কীভাবে ঘরে ঢোকে?'

'ওদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে নিয়েছি আমরা। ক্যারল হপ্তায় একদিন রাত তিনটার সময় অফিসে আসত। ওরা তখন অফিস ঝাঁট দিত। আমার প্রথম রোগী আসার আগেই কাজ সেরে চলে যেত।'

ম্যাকগ্রিভি বলল, 'আপনি বললেন দুটো চাবির একটা আপনার কাছে থাকে, আরেকটা ক্যারলের কাছে। ক্যারলের চাবি আমাদের কাছে আছে। আবার ভেবে বলুন, ড. স্টিভেন্স। আর কারো কাছে ওই দরজার চাবি ছিল কিনা?'

'না।'

'তাহলে লোকগুলো ঢুকল কীভাবে?'

কীভাবে ঢুকল বুঝতে পারছে জাড। 'ওরা ক্যারলকে খুন করার পর চাবির একটা কপি করে নিয়েছে।'

'তা হতে পারে,' সায় দিল ম্যাকগ্রিভি। নীরস হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'ওরা যদি কপি করেই থাকে, চাবিতে প্যারাফিনের দাগ থাকবে। আমি ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখব।'

মাথা ঝাঁকাল জাড। যেন বিজয় লাভ করেছে। তবে ওর আনন্দ হল ক্ষণস্থায়ী।

'তো আপনি যেভাবে দেখছেন,' বলল ম্যাকগ্রিভি, 'দুজন লোক—ধরে নিচ্ছি ওখানে কোনো মহিলা ছিল না—নকল চাবি দিয়ে আপনার অফিসে ঢুকেছে আপনার হত্যা করার উদ্দেশ্যে। ঠিক?'

'জি,' বলল জাড।

খুব নরম শোনাল ম্যাকগ্রিভির কণ্ঠ। 'কিন্তু আমরা ওই দরজাটাও খোলা পেয়েছি।'

'ওটার চাবিও নিশ্চয় ওদের কাছে ছিল।'

'তো, দরজা খোলার পরে ওরা আপনাকে মেরে ফেলল না কেন?'

'আপনাকে বললামই তো। ওরা টেপে আমাদের কণ্ঠ শুনেছে আর—'

'দুই বেপরোয়া খুনী ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে আপনাকে ফাঁদে ফেলে আপনার অফিসে ঢুকল—আর তারপর আপনার কেশাগ্র স্পর্শ পর্যন্ত না করে মিলিয়ে গেল

বাতাসে?' মশকরা ম্যাকগ্রিভির কণ্ঠে।

ঠাণ্ডা রাগের হল্কা উঠছে জাডের শরীর বেয়ে। 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'আমি পরিষ্কার বলতে চাইছি ডক্টর, যে, কেউ এখানে আসেনি এবং আমার বিশ্বাস কেউ আপনাকে খুন করার চেষ্টাও করেনি।'

'আপনি আমার কথা মোটেই আমলে নিচ্ছেন না,' রাগত গলায় বলল জাড। 'বিদ্যুৎ চলে গেল কেন? দারোয়ান বিগলো তখন কোথায় ছিল?'

'লবিতে।'

হার্টের একটা বিট মিস করল। 'মরে গেছে?'

'মেইন পাওয়ার সুইচ জ্বলে যায়। বিগলো সুইচ ঠিক করতে বেসমেন্টে গিয়েছিল। আমি এসে ওকে ওখানে দেখতে পাই।'

বোকার মতো ম্যাকগ্রিভির দিকে তাকিয়ে থাকল জাড। মুখে শুধু বলল, 'অ।'

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী খেলা শুরু করেছেন, ড. স্টিভেন্স।' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'তবে এখন থেকে আপনি আর আমাকে এতে পাচ্ছেন না।' দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আমার একটা উপকার করবেন। আমাকে আর ডাকবেন না—প্রয়োজন হলে আমিই আপনাকে ফোন করব।'

সশব্দে নোটবুক বন্ধ করল সার্জেন্ট। ম্যাকগ্রিভির পিছু পিছু এগোল।

হুইস্কির নেশা চলে গেছে জাডের। গভীর হতাশায় ডুবে গেল। কী করবে বুঝতে পারছে না। এমন একটা ধাঁধার মধ্যে পড়েছে ও যার কোনো সূত্রই নেই। ওর অবস্থা হয়েছে গল্পের রাখাল বালক ও নেকড়ের মতো। তবে পার্থক্য হল জাডের নেকড়েরা ভয়ংকর, অদৃশ্য, ভৌতিক। ম্যাকগ্রিভি এলেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। এদেরকে জাড ছাড়া কেউ দেখতে পায় না। ওরা কি সত্যি অদৃশ্য ভূত... নাকি জাড ভুল দেখছে? পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো ও?

প্রচণ্ড মানসিক চাপে মানুষ ডেল্যুশনের শিকার হতে পারে। জাড গত কয়েক বছর ছুটি নেয়নি। খেটে চলেছে গাধার মতো। ক্যারল আর হ্যানসনের মৃত্যু ওর ওপর তীব্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। ও কি উল্টোপাল্টা ভাবতে শুরু করেছে? গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের কথাই ধরা যাক। ওকে হত্যা করার ইচ্ছে থাকলে ড্রাইভার ওর বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করতে পারত। ওরা কি আসলেই খুনী ছিল নাকি ছিঁচকে চোর? পুলিশের কাছে এ-ব্যাপারে কথা বলে লাভ হবে না বুঝতে পারছে জাড। তারা বিশ্বাস করছে না ওর কথা। এমন কেউ নেই যার ওপর নির্ভর করতে পারে জাড।

হঠাৎই বুদ্ধিটা ঝিলিক দিল মাথায়। বারবার ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে। বুঝতে পারল এ-মুহূর্তে এ-কাজটা করা ছাড়া উপায় নেই ওর। টেলিফোন ডাইরেক্টর টেনে নিল জাড, ওল্টাতে লাগল হলদে রঙের পৃষ্ঠা।

নয়

পরদিন বিকেল চারটায় অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল জাড। গাড়ি নিয়ে চলল ওয়েস্ট সাইডের এক ঠিকানায়। বাড়িটি প্রাচীন, ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরের অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ। ভগ্নদশা বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল জাড। মনে হল ভুল ঠিকানায় এসে পড়েছে। দোতলায় অ্যাপার্টমেন্টের একটি জানালায় চোখ আটকে গেল ওর :

নরমান জেড. মুডি
প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর
স্যাটিসফেকশন গ্যারান্টিড

গাড়ি থেকে নামল জাড। শোঁ শোঁ বাতাস বইছে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। বরফঢাকা ফুটপাত ধরে নিঃশব্দে এগোল ও, ভবনের সদর দালানে ঢুকে পড়ল।

মশলা, ভাজাপোড়া আর প্রস্রাবের গন্ধে ভরপুর দালান। 'নরম্যান জেড. মুডি' লেখা বোতামে চাপ দিল জাড। একমুহূর্ত বাদে বেজে উঠল বার্জার। ভেতরে ঢুকল ও। অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার ওয়ান। দরজায় লেখা :

নরম্যান জেড. মুডি
প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর
বেল বাজিয়ে ঢুকে পড়ুন

ঘণ্টা বাজাল জাড এবং ঢুকে পড়ল।

মুডির অফিস দেখেই বোঝা যায় বিলাসিতার ধারেকাছেও নেই সে। অফিসটাকে যেন কোনো অন্ধ মানুষ বানিয়েছে। ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি অগোছালো। ঘরের এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে জাপানি জীর্ণ একটি পর্দা। তার পাশে একটি ইস্ট ইন্ডিয়া ল্যাম্প, ল্যাম্পের সামনে অসংখ্য দাগঅলা একটি ডেনিশ টেবিল। খবরের কাগজ আর পুরোনো পত্রপত্রিকা চারদিকে ছড়ানো ছিটানো।

ভিতরের ঘরের একটা দরজা খুলে গেল সশব্দে। উদয় হল নরম্যান জেড. মুডি ' উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, ওজন কম করে হলেও তিনশো পাউন্ড। হাঁটছে

না যেন গড়াচ্ছে। কার্টুন বুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল জাডের। গোল চাঁদের মতো মুখ। হাসিখুশি। বিষণ্ন নীল চোখ। ন্যাড়া মাথা। মাথার আকার ডিমের মতো। এ লোকের বয়স নির্ণয় করা মুশকিল।

'মি. স্টিভেনসন?' মুডি স্বাগত জানাল তাকে।

'ড. স্টিভেন্স,' শুধরে দিল জাড।

'বসুন বসুন,' দক্ষিণী টান উচ্চারণে:

বসার জায়গা খুঁজল জাড। লোকটা ছেঁড়া চামড়ার একটা আরামকেদারার উপর থেকে শরীর-গঠন এবং ন্যুড ম্যাগাজিন সরিয়ে রেখে বসতে দিল জাডকে।

বিরাট একটা রকিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিল মুডি। 'তো, এখন বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?'

জাড বুঝতে পারছে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। টেলিফোনে সে এ-লোককে তার পুরো নাম বলেছে। তার নাম গত কয়েকদিন ধরে নিউইয়র্কের পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় ছাপা হচ্ছে। আর জাড এমন একজন শখের গোয়েন্দাকে বাছাই করেছে যার নাম কস্মিনকালেও কেউ শোনেনি। জাড ঠিক করল একটা ছুতো করে সে এখান থেকে কেটে পড়বে।

'আমাকে আপনার কাছে কে পাঠাল?' জানতে চাইল মুডি।

'ইয়েলো পেজ খুঁজে আপনার নাম বের করেছি।'

হেসে উঠল মুডি। 'ইয়েলো পেজ না-থাকলে আমার যে কী হত! মদের পরে মানুষের এক দারুণ আবিষ্কার এই ইয়েলো পেজ।'

সিধে হল জাড। একটা গর্দভের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে ও। 'আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত, মি. মুডি।' বলল ও। 'আপনার সঙ্গে আমার বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে আরেকটু ভেবে নিতে চাই।'

'শিওর, শিওর। আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল মুডি। 'তবু আপনাকে টাকা দিতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য।'

'অবশ্যই,' পকেটে হাত ঢোকাল জাড। কয়েকটা নোট বের করল।

'কত?'

'পঞ্চাশ ডলার।'

'পঞ্চাশ—!' দাঁত কিড়মিড় করল জাড, কয়েকটা নোট গুঁজে দিল মুডির হাতে। মুডি সাবধানে গুনল টাকা।

'ধন্যবাদ,' বলল মুডি। জাড দরজার দিকে পা বাড়াল, নিজেকে মস্ত নির্বোধ মনে হচ্ছে। 'ডক্টর...'

ঘুরল জাড। মুডি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। ওয়েস্টপকেটের কোটে টাকাগুলো গুঁজল। 'আপনি পঞ্চাশ ডলার যখন দিয়েই ফেললেন, আসুন, বসুন। আপনার সমস্যার কথা বলুন। আমি সবসময় বলি—কথা বলতে পারলে বুকের ভার অনেকটাই লাঘব হয়ে যায়।'

মোটকুর কথা শুনে হাসি পেল জাডের। সে সারাটা জীবন ব্যয় করেছে মানুষের বুকের ভার লাঘব করার কাজে। মুডির ওপর নজর বোলাল জাড। ওর হারাবার কী আছে? হয়তো অচেনা এ লোকটা ওর সাহায্যে আসতেও পারে। ধীরপায়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল জাড। বসল।

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত বোঝা আপনি একাই বইছেন। আমি সবসময় বলি বোঝা বইবার জন্য দুটো কাঁধের চেয়ে চারটা কাঁধ ভালো।'

জাড বুঝতে পারছে না মুডির এই বাণী কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে ও।

মুডি লক্ষ করছে ওকে। 'আপনি কেন এসেছেন? টাকা নাকি নারীর কারণে? আমি সবসময় বলি টাকা আর নারী না-থাকলে বিশ্বের বেশিরভাগ সমস্যার এখনই সমাধান হয়ে যেত।' মুডি দেখছে ওকে, অপেক্ষা করছে জবাবের জন্য।

'আ-আমার ধারণা কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে।'

নীল চোখ পিটপিট করল। 'আপনার ধারণা?'

জাড এড়িয়ে গেল প্রশ্ন। 'আপনি এমন কারো নাম বলতে পারবেন কি যিনি এ-ধরনের তদন্তে বিশেষজ্ঞ?'

'অবশ্যই পারব,' বলল মুডি। 'নরম্যান জেড. মুডি। দেশের সেরা শখের গোয়েন্দা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাড।

'ঘটনাটা খুলে বলুন, ডক্,' বলল মুডি। 'দেখি দুজনে মিলে কিছু করতে পারি কিনা।'

জাড বলল। তবে কথা বলার সময় ভুলে গেল মুডির উপস্থিতি। যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে গল্প। তবে নিজে পাগল হয়ে যাওয়ার ভয়ের কথা সযত্নে এড়িয়ে গেল।

কথা শেষ হলে মুডি হাসিমুখে বলল, 'একটা সমস্যায় আপনি পড়েছেন বুঝতে পারছি। ভাবছেন কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে অথবা আপনি সিজোফ্রেনিক প্যারানোইয়াকে পরিণত হওয়ার ভয়ে আছেন।'

বিস্মিত চোখে মুডির দিকে তাকাল নরমান। এ লোকের ঘটে অনেক বুদ্ধি তো!

মুডি বলে চলল, 'এ কেসের সঙ্গে দুজন গোয়েন্দা জড়িত আছে বললেন। কারা তারা?'

'ফ্রাঙ্ক অ্যাঞ্জেলি এবং লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি,' বলল জাড।

মুডির মুড যেন হঠাৎ বদলে গেল। 'আপনাকে কেউ কেন খুন করতে চাইবে, ডক্?'

'জানি না। অথচ আমার কোনো শত্রু নেই।'

'আরে ভাই, এ পৃথিবীতে অজাতশত্রু কেউ নেই। আমি সবসময় বলি শত্রু আছে বলেই জীবন রোমাঞ্চকর। বিয়ে করেছেন?'

'না।'

‘কারো কাছে টাকা পান?’

‘মাসিক বিল শুধু।’

‘আপনার রোগীদের কী অবস্থা?’

‘রোগীদের অবস্থা মানে?’

‘আমি সবসময় বলি শঙ্খ খুঁজতে হলে সাগরসৈকতে যাও। আপনার রোগীদের অনেকেই তো পাগল, না?’

‘ভুল,’ সংক্ষেপে বলল জাড। ‘তাদের কিছু মানসিক সমস্যা আছে।’

‘আপনার প্রতি এদের মধ্যে কারো কাল্পনিক প্রতিহিংসা থাকতে পারে?’

‘পারে। তবে এদের সঙ্গে আমার ওঠাবসা বহুদিন ধরে। আমি এদেরকে খুব ভালোভাবে চিনি।’

‘আপনার ওপর এরা কখনো রেগে যায় না?’

‘কখনো কখনো। তবে আমরা রাগী কোনো মানুষকে খুঁজছি না। খুঁজছি এক হোমিসাইডাল প্যারানোইয়াককে যে কমপক্ষে দুজন মানুষকে হত্যা করেছে এবং আমাকে খুন করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে।’

‘আপনার গাড়ি আছে?’

‘আছে।’

‘আমার ধারণা আপনার নার্ভ বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে। আপনার কটা দিন ছুটি কাটানো দরকার।

‘কবে?’

‘কাল সকাল থেকে।’

‘অসম্ভব,’ প্রতিবাদ করল জাড। ‘আমার রোগী দেখতে হবে...’

‘শিডিউল ক্যান্সেল করুন।’

‘কিন্তু এতে—’

‘আপনি আপনার ব্যবসা কীভাবে চালাবেন তা কি আমাকে বলে দিতে হবে?’ জিজ্ঞেস করল মুডি। ‘আপনি এখান থেকে সোজা কোনো ট্রাভেল এজেন্সিতে যাবেন। ওদের রিজার্ভেশন দিতে বলবেন—’ একমুহূর্ত ভাবল সে—‘গ্রসিংগারে।’ আপনি ওখান থেকে ক্যাটসকিলসে যাবেন... আপনার বাড়িতে গ্যারেজ আছে?’

‘আছে।’

‘বেশ। ওদেরকে বলবেন গাড়ি ঠিকঠাক করে রাখতে। রাস্তায় গাড়ি নষ্ট হয়ে পড়ে থাকুক নিশ্চয় চাইবেন না।

‘আগামী সপ্তায় গেলে হয় না? কাল আমার পুরো—’

‘রিজার্ভেশন করার পরে অফিসে যাবেন। রোগীদেরকে ফোন করবেন। বলবেন জরুরি কাজে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে। হপ্তাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন।’

‘আমি পারব না,’ বলল জাড। ‘এটা—’

'অ্যাঞ্জেলিকেও ফোন করে ছুটি কাটাতে যাওয়ার কথা বলবেন।' বলে চলল মুডি। 'আমি চাই না আপনি যাওয়ার পরে পুলিশ আপনাকে খুঁজে বেড়াক।'

'আমি এসব কেন করছি?' জিজ্ঞেস করল জাড।

'আপনার পঞ্চাশ ডলার উসুল করার জন্য। অ ভালো কথা, অগ্রিম পারিশ্রমিক হিসেবে আমার আরও আড়াইশো ডলার দরকার। সেইসঙ্গে প্রতিদিনকার খরচ পঞ্চাশ ডলার।'

লোকটাকে এখন আর বোকা মনে হচ্ছে না জাডের। মনে হচ্ছে বুদ্ধিমান একজন গোয়েন্দা।

'আপনি কাল সকালেই বেরিয়ে পড়বেন,' বলল মুডি। সাতটার মধ্যে বেরুতে পারবেন না?'

'পারব বোধহয়। ওখানে পৌঁছে কী দেখব?'

'ভাগ্য ভালো থাকলে একটা স্কোরকার্ড।'

পাঁচ মিনিট বাদে নিজের গাড়িতে ফিরে এল জাড। মুডিকে সে যদিও বলেছে এত সংক্ষিপ্ত নোটিশে রোগীদের ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু জাড জানে তাকে কাজটা করতে হবে। নিজেকে সে এই শখের গোয়েন্দার হাতে তুলে দিয়েছে।

ম্যাডিসন এভিন্যুতে একটা ট্রাভেল এজেন্সির সামনে গাড়ি থামাল জাড। ওরা তার জন্য গ্রসিংগারে একটা রুম বরাদ্দ করল এবং রোডম্যাপসহ ক্যাটসকিলসের রঙিন ব্রোচার দিল। এরপর টেলিফোনে অ্যানসারিং সার্ভিসে বলে রাখল কয়েকদিনের জন্য সে অফিসে আসবে না, ছুটি কাটাতে যাবে। রোগীদের সঙ্গে সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিল জাড। এরপর নাইনটিনথ প্রেসিংক্টে ফোন করে ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলিকে চাইল।

'অ্যাঞ্জেলি অসুস্থ,' বলল নৈর্ব্যক্তিক একটা কণ্ঠ। 'সে বাড়িতে। বাড়ির নাম্বার লাগবে?'

'দিন।'

কিছুক্ষণ পর অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে কথা বলল জাড। অ্যাঞ্জেলির কণ্ঠ শুনে মনে হল ভালোই ঠাণ্ডা লেগেছে তার।

'আমি কয়েকদিনের জন্য ছুটি কাটাতে শহরের বাইরে যাচ্ছি।' বলল জাড। 'কাল সকালে। ভাবলাম আপনাকে বলি।'

নীরবতা। একটু ভেবে নিয়ে অ্যাঞ্জেলি বলল, 'বুদ্ধি খারাপ না। কোথায় যাবেন?'

'গ্রসিংগারে।'

'ঠিক আছে।' বলল অ্যাঞ্জেলি, 'চিন্তা করবেন না। আমি ম্যাকগ্রিভিকে জানিয়ে দেব।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'কাল রাতে আপনার অফিসের ঘটনাটা শুনলাম।'

'ম্যাকগ্রিভির ভাষ্য শুনেছেন নিশ্চয়,' বলল জাড।

'যারা আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছে তাদের চেহারা দেখেননি?'

যাক অন্তত অ্যাঞ্জেলি জাডের কথা বিশ্বাস করছে।

'না।'

'এমন কিছু চোখে পড়েনি যা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে, গায়ের রঙ, বয়স, উচ্চতা?'

'দুঃখিত,' বলল জাড। 'অন্ধকার ছিল।'

হাঁচি দিল অ্যাঞ্জেলি, 'ঠিক আছে। আমি লক্ষ রাখছি। আপনি ফিরে আসার পরে হয়তো কোনো সুখবর দিতে পারব। সাবধানে থাকবেন, ডক্টর।'

'থাকব,' কৃতজ্ঞ গলায় বলল জাড। রেখে দিল ফোন।

এরপর সে হ্যারিসন বার্কের বসকে ফোন করল। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল বার্কের অবস্থা। এরপর পিটারকে ফোন করে বলল, হপ্তাখানেকের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছে। বার্কের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করল। রাজি হল পিটার।

একটা কথা ভেবে মন খারাপ হচ্ছে জাডের—অ্যানের সঙ্গে শুক্রবার তার দেখা হবে না। হয়তো আর কোনোদিনই দেখা হবে না।

বাড়ি ফেরার পথে নরমান জেড. মুডির কথা ভাবল জাড। মুডির পরিকল্পনা সে বুঝতে পেরেছে। জাড তার সকল রোগীকে জানিয়ে দিয়েছে সে শহরের বাইরে যাচ্ছে। রোগীদের মধ্যে কেউ হত্যাকারী থাকলে সে জাডের জন্য ফাঁদ পাতবে।

মুডি ওকে বলেছে অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ানকেও সে যেন ফোন-নাম্বার আর ঠিকানা দিয়ে যায়। সবাই যেন জানতে পারে কোথায় যাচ্ছে জাড।

মাইকের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দেখা হয়ে গেল।

'আমি কাল সকালে বাইরে যাচ্ছি, মাইক,' বলল জাড। 'গ্যারেজের গাড়িতে গ্যাস ভরা আছে কিনা একটু দেখবে?'

'দেখব, ড. স্টিভেন্স। কখন লাগবে গাড়ি?'

'সাতটার সময় বেরুব,' জাড হাঁটার সময় টের পেল ওকে পেছন থেকে লক্ষ করছে মাইক।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল জাড, জানালা ঠিকঠাক বন্ধ আছে কিনা দেখল। সবকিছু গোছানো থাকা চাই।

একজোড়া কোডিন বড়ি গিলে নগ্ন হল জাড। গরম পানিতে গোসল ওর শরীরের বেদনা দূর করে দিল অনেকটাই।

চোখ বুজে আসতে চাইছে জাডের। বড়ি এবং হট বাথ কাজ দিয়েছে।

বাথটাব থেকে নেমে পড়ল জাড। শুকনো, নরম তোয়ালে দিয়ে সাবধানে গা মুছল যাতে ক্ষতস্থানে লেগে না যায়। পাজামা পরে বিছানায় উঠে পড়ল। সকাল ছটার সময় দিয়ে রাখল ইলেকট্রিক অ্যালার্ম। ক্যাটসকিলস। বেশ নাম, ভাবল ও। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল জাড।

সকাল ছটায় অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জাডের। জেগে উঠেই ভাবল: *আমি কাকতালীয় ঘটনায় বিশ্বাস করি না এবং আমি বিশ্বাস করি না আমার কোনো রোগী খুনী।* ওর যা দরকার তা হল দেরি না করে কোনো সাইকোঅ্যানালিস্টের সঙ্গে দেখা করা। ড. রোবিকে ফোন করবে ও। জানে এতে ওর পেশাদার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু করার কিছু নেই। মুডির কি সন্দেহ জাড মানসিক রোগী? এ-কারণেই ওকে ছুটিতে যেতে বলেছে? নাকি ওর সন্দেহ নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হতে চলেছে জাড? হয়তো মুডির পরামর্শ গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ক্যাটসকিলসে ছুটি কাটাতে যাবে ও কদিনের জন্য। একা, সমস্ত চাপ মুক্ত থাকার সময় শান্তভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারবে ও, বোঝার চেষ্টা করবে মন কখন ওর সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছে, কখন বাস্তবতার স্পর্শ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে ও। তারপর, ফিরে এসে ড. রোবির সঙ্গে দেখা করবে।

সিদ্ধান্তটা বেদনাদায়ক, তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে ভালো লাগছে জাডের। পোশাক পরল ও, ছোট একটি সুটকেসে পাঁচদিন চলার মতো জামাকাপড় গুছিয়ে নিল। বেরিয়ে পড়ল এলিভেটরের উদ্দেশে।

এডি ডিউটিতে আসেনি। এলিভেটর চলছে সেলফ সার্ভিসে। এলিভেটর চেপে বেসমেন্ট গ্যারেজে চলে এল জাড। অ্যাটেনডেন্ট ইউল্টকে খুঁজল। নেই কোথাও। খালি গ্যারেজ।

জাডের গাড়ি সিমেন্টের দেয়ালের পাশে এককোণে পার্ক করা। জাড হেঁটে গেল গাড়ির দিকে। পেছনের সিটে রাখল সুটকেস, খুলল সামনের দরজা। বসল হুইলের পেছনে। ইগনিশন কী'র দিকে হাত বাড়িয়েছে, ভোজবাজির মতো এক লোকের আবির্ভাব ঘটল তার পাশে। লাফিয়ে উঠল জাডের কলজে।

'একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন,' বলল মুডি।

'জানতাম না আপনি আমাকে সি-অফ করতে আসবেন।' বলল জাড।

মুডি হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'করার মতো তেমন কোনো কাজ ছিল না। আর ঘুমও আসছিল না।'

মুডি যেভাবে ওর প্রতি খেয়াল রাখছে, গোয়েন্দার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করল জাড।

'ভালো কথা,' বলল মুডি, 'আপনি কোথাও যাচ্ছেন না।'

ফাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল জাড। 'বুঝলাম না।'

'খুব সহজ। আমি সবসময় বলি কোনোকিছুর তলদেশে যেতে হলে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দাও।'

'মি. মুডি...'

গাড়ির দরজায় হেলান দিল মুডি। 'আপনাকে ক্যাটসকিলসে যেতে হবে না, ডক্,' দরজা খুলল সে। 'নেমে আসুন।'

হতবুদ্ধির মতো গাড়ি থেকে নামল জাড।

'ও স্রেফ অ্যাডভার্টাইজিঙের জন্য বলেছি। আমি সবসময় বলি হাঙর ধরতে চাইলে আগে পানিতে রক্ত ছড়িয়ে দাও।'

জাড তাকিয়ে আছে মুডির মুখের দিকে।

'আপনার ক্যাটসকিলসে যাওয়ার দরকারই পড়বে না,' বলল মুডি। গাড়ির হুড তুলল। জাড চলে এল তার পাশে। গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটর হেডে ডিনামাইটের তিনটি স্টিক বাঁধা। একজোড়া পাতলা তার আলগাভাবে ঝুলছে ইগনিশন থেকে।

'বুবি-ট্র্যাপ,' মন্তব্য করল মুডি।

স্তম্ভিত জাড তাকাল তার দিকে। 'কিন্তু আপনি কী করে...'

মুচকি হাসল মুডি। 'বললামই তো আমি একজন নিশাচর। মাঝরাতে এখানে আসি আমি। দারোয়ানকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলি মৌজমস্তি করে আসতে। তারপর ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।'

ছোটখাটো মোটা মানুষটার প্রতি হঠাৎ মমতায় ভরে গেল জাডের বুক। 'কাজটা কে করেছে দেখেছেন?'

'নাহ্। আমি এখানে আসার আগেই কাজটা সারা হয়। সকাল ছ'টা পর্যন্ত কারো চেহারা না-দেখে বুঝতে পারি আর কেউ আসছে না।' ঝুলতে থাকা তারের দিকে ইঙ্গিত করল জাড। 'আপনার বন্ধুরা কাজের লোক। গাড়ির হুড তুললেই এই তার ডিনামাইটে বিস্ফোরণ ঘটাত। ইগনিশন অন করলেও একই ঘটনা ঘটত। এ গ্যারেজের অর্ধেকটা উড়িয়ে দেয়ার মতো মালমশলা আছে এ জিনিসের মধ্যে।'

পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল জাডের। মুডি সহানুভূতি নিয়ে তাকাল তার দিকে। 'চিয়ার আপ,' বলল সে। 'আমরা কতটুকু কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছি সেটা লক্ষ করুন। আমরা দুটো জিনিস জানতে পেরেছি। প্রথমত জানলাম আপনি পাগল হয়ে যাননি। আর দ্বিতীয়ত—' হাসিটা মুখ থেকে মুছে গেল—'আমরা জানি কেউ আপনাকে হত্যা করতে চাইছে, ড. স্টিভেন্স।'

দশ

জাডের অ্যাপার্টমেন্টের লিভিংরুমে বসে আছে ওরা। কথা বলছে। মুডি বিশাল দেহ নিয়ে প্রকাণ্ড কাউচে আধশোয়া। জাডের গাড়ি থেকে সাবধানে বোমা সরিয়ে ফেলেছে সে।

'বোমা না সরালে পুলিশ পরীক্ষা করে দেখতে পারত না?'

জিজ্ঞেস করল জাড।

'আমি সবসময় বলি পৃথিবীর সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর জিনিস হল অতিরিক্ত তথ্যের আমদানি।'

'লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভির কাছে তো অন্তত প্রমাণ করা যেত আমি সত্যকথা বলছি।'

'যেত কী?'

জাড বুঝতে পারল মুডির কথা। গোঁয়ারগোবিন্দ ম্যাকগ্রিভি হয়তো বলে বসত জাড সাধু সাজার জন্য নিজেই গাড়িতে বোমা রেখেছে।

জাড বলল, 'আমি জানি না কেন জন হ্যানসন এবং ক্যারল রবার্টস খুন হয়েছে। যদিও আমার ধারণা আমি ওদের তৃতীয় এবং শেষ ভিক্টিম হতে চলেছি। তবে কয়েকটা ব্যাপার ঠিক মাথায় ঢুকছে না।'

'কীরকম?'

'যেমন মোটিভ,' বলল জাড। 'আমি জানি না কেন কেউ—'

'ওতে পরে আসছি। আর কী?'

'কেউ আমাকে সত্যি হত্যা করতে চাইলে গাড়িটা যখন আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল রাস্তায় তখন ড্রাইভার আমার গায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেই কেল্লা ফতে হয়ে যেত। আমি তো তখন অজ্ঞান।'

'অ! ওই সময় মি. বেনসন এসে পড়ায় আপনি রক্ষা পেয়েছেন।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে মুডির দিকে তাকাল জাড।

'মি. বেনসন আপনার অ্যাক্সিডেন্টের সাক্ষী,' বলল মুডি। 'পুলিশ রিপোর্ট ঘেঁটে তার নাম জানতে পারি আমি। আপনি আমার অফিস থেকে যাওয়ার পরে তার কাছে যাই। লোকটা বেশ ভালো। আপনার সুইটহার্টের জন্য কিছু কিনতে হলে তার দোকানে যাবেন। আমি আপনার জন্য ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দেব। যাহোক,

মঙ্গলবার, দুর্ঘটনার রাতে, তিনি একটা অফিস ভবন থেকে বেরিয়েছিলেন। তার শ্যালিকা ওখানে কাজ করে। তিনি ভবন থেকে বেরিয়ে দেখতে পান একটা লিমুজিন আপনার দিকে ছুটে যাচ্ছে। লিমুজিন আপনাকে ধাক্কা দেয়ার পর মি. বেনসন ছুটে যান অকুস্থলে। লিমুজিন আপনাকে চাপা দেয়ার মতলব করেছিল। কিন্তু মি. বেনসনকে দেখে লেজ গুটিয়ে পালায়।

ঢোক গিলল জাড। 'তার মানে মি. বেনসন যদি ওইদিন ঘটনাক্রমে ওখানে হাজির না হতেন...'

'হুঁ,' হালকা গলায় বলল মুডি। 'আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হত না। ওরা খেলা করছে না। আপনাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে, ডক্।'

'আর আমার অফিসে যা ঘটল? দরজা ভেঙে ঢুকল না কেন ওরা?'

চুপ হয়ে গেল মুডি। ভাবছে। 'এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ওরা দরজা ভেঙে ঢুকে আপনাকে খুন করতে পারত, সে আপনার সঙ্গে যেই ছিল না কেন। কিন্তু ওরা যেই দেখল আপনি একা নন, চলে গেল। উঁহুঁ, বাকি অংশের সঙ্গে এটা ঠিক মিলছে না।' নিচের ঠোঁট কামড়াল সে। 'যদি না...'

'যদি না কী?'

'আমি ভাবছি...' নিশ্বাস ফেলল সে।

'কী?'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। তবে মোটিভ না-পাওয়া পর্যন্ত এটাকে মেলানো যাবে না।'

অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল জাড। 'আমি জানি না কোন্ কারণে কে আমাকে খুন করতে চাইছে।'

মুডি একমুহূর্ত ভাবল। 'ডক্, আপনার কোনো গোপন ব্যাপার আছে কি যা আপনি হ্যানসন এবং ক্যারল ছাড়া কেউ জানে না? শুধু আপনারা তিনজনই জানেন?'

মাথা নাড়ল জাড। 'আমার গোপনীয়তা বলতে শুধু আমার রোগীদের পেশাদার গোপন কথা। আর তাদের কেসহিস্ট্রিতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে এসব হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার রোগীদের কেউ সিক্রেট এজেন্ট, বিদেশি স্পাই কিংবা জেলপালানো দাগী আসামি নয়। তারা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—গৃহবধূ, পেশাদার মানুষ, ব্যাংকের কেরানি—যারা তাদের সমস্যাগুলো সামাল দিতে পারে না।'

'একটা কথা—আপনার কাছে যখন কোনো রোগী আসে, তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন?'

'না। মাঝে মাঝে পরিবার জানেই না রোগী সাইকোঅ্যানালিসিসের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে।'

মুডি হেলান দিল চেয়ারে। সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। 'তাহলে ঘটনা ওটাই।'

জাড তার দিকে তাকাল। 'আপনার কী ধারণা আমার রোগীর পরিবারের কেউ আমাকে হত্যার চেষ্টা করছে?'

'হতে পারে। একটা কাজ করুন। আপনি গত চার/পাঁচ সপ্তায় যেসব রোগী দেখেছেন তার একটা তালিকা আমাকে দিন।'

'পারব না,' একটু ইতস্তত করে বলল জাড।

'কনফিডেনশিয়াল পেশেন্ট-ডক্টর সম্পর্ক? সম্পর্কটা এবারে একটু নমনীয় করতে হবে। আপনার জীবন বিপদাপন্ন।'

'আমার ধারণা আপনি ভুল রাস্তায় এগোচ্ছেন। যা ঘটছে তার সঙ্গে আমার রোগী কিংবা তাদের পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের পরিবারে উন্মাদ কেউ থাকলে সাইকোঅ্যানালিসিসে বেরিয়ে আসত।' মাথা নাড়ল জাড। 'দুঃখিত, মি. মুডি। আমার রোগীদেরকে প্রটেক্ট করার দায়িত্ব আমার।'

'আপনি বললেন ফাইলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।'

'আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।' কয়েকটা ফাইলের কথা মনে করল জাড। জন হ্যানসন থার্ড এভিন্যুর সমকামী বার থেকে সমকামী ভাড়া করে আনে। টেরি ওয়াশবার্ন একসঙ্গে ছজনের সঙ্গে উপগত হয়। চোদ্দ বছরের ইভলিন ওয়ারশাক, ক্লাস নাইনের ছাত্রী, বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত... 'দুঃখিত' বলল সে আবার। 'আমি আপনাকে ফাইল দেখাতে পারব না।'

কাঁধ ঝাঁকাল মুডি। 'ঠিক আছে। তাহলে আমার কাজটা আপনাকে করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'গত মাসে যেসব রোগী দেখেছেন তাদের সবার টেপ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। তবে এবার ডাক্তারের ভূমিকায় নয়—গোয়েন্দার মতো শুনবেন। তাদের কথাবার্তায় অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিক কিছু আছে কিনা লক্ষ করবেন।'

'করব।'

'করুন। আর চোখ কান খোলা রাখবেন। এ কেসের সমাধানের আগেই আপনাকে হারাতে চাই না।' ওভারকোট তুলে নিল সে। রীতিমতো ধস্তাধস্তি করে পোশাকটা গায়ে চাপাল। তাকে হাতির মতো দেখাচ্ছে। বিদায় নিয়ে চলে গেল মুডি।

অফিসে ট্যাক্সি চড়ে এল জাড।

আজ শুক্রবার। বিকেল। দোকানে ক্রিসমাসের কেনাকাটা করতে এসেছে অনেকে। হাডসন নদী থেকে হু হু হাওয়া বইছে। দোকানগুলোতে আলোর রোশনাই। জানালায় আলোকমালায় সজ্জিত ক্রিসমাস ট্রি। এলিজাবেথের কথা মনে পড়ছে জাডের। যদি বেঁচে থাকে ও, নতুন করে শুরু করবে জীবন। আর অ্যানকে নিয়ে তা সম্ভব... নিজেকে চোখ রাঙাল জাড। বিবাহিতা এক মহিলাকে তার স্বামীর কাছ থেকে ভাগিয়ে আনার চিন্তা করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

ট্যাক্সি থামল জাডের অফিস ভবনের সামনে। গাড়ি থেকে নামল সে। চারদিকে একবার চোখ বুলাল নার্ভাস ভঙ্গিতে। তারপর পা বাড়াল অফিসের দিকে।

অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করল জাড। প্যানেল খুলে বের করল লুকানো টেপ। ক্রনোলজি অনুসারে সাজানো ফাইল। প্রতিটি টেপের নিচে রোগীর নাম লেখা। সাম্প্রতিক কয়েকটা টেপ বের করল জাড। প্রথম টেপটা রোজ গ্রাহামের।

'...একটা অ্যাক্সিডেন্ট, ডক্টর। ন্যান্সি অনেক কান্নাকাটি করেছে। সে একটা ছিচকাঁদুনে বাচ্চা। সবসময় কাঁদতে থাকে। ওকে মারি ওর ভালোর জন্যই।'

'ন্যান্সি কেন এত কান্নাকাটি করে তার কারণ খুঁজে দেখেছেন কখনো?' জাডের কণ্ঠ।

'কারণ ও বখে গেছে। ওর বাবাই ওকে নষ্ট করেছে। ন্যান্সির ধারণা সে বাবার সুকন্যা। কিন্তু যে মেয়ে সুযোগ পেলেই বাড়ি ছেড়ে পালায় তাকে হ্যারি কী করে ভালোবাসবে?'

'হ্যারির সঙ্গে কতদিন ধরে লিভ টুগেদার করছেন?'

'চার বছর।'

'হ্যারি আপনাকে ছেড়ে যাবার কতদিন পরে আপনি ন্যান্সির হাত ভেঙে দিয়েছেন?'

'হপ্তাখানেক আগে। হাত ভাঙতে চাইনি, কিন্তু এমন ফ্যাঁচফ্যাঁচ কান্না জুড়ে দিল শেষে আর না-পেরে ওকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়েছি।'

'হ্যারি কি আপনার চেয়ে ন্যান্সিকে বেশি ভালোবাসে?'

'না। হ্যারি আমার জন্য পাগল ছিল।'

'তাহলে আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?'

'কারণ ও পুরুষ। আর পুরুষ মানে জানেন তো? জানোয়ার। আপনারা সবাই। আপনাদেরকে শুয়োরের মতো জবাই করা উচিত।'

কান্না।

টেপের সুইচ অফ করে দিল জাড। রোজ গ্রাহামকে নিয়ে ভাবছে। প্রচণ্ড রকম মানুষ-বিদ্বেষী। দুবার সে সামান্য কারণে তার ছয়বছরের বাচ্চাটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল। হত্যাকাণ্ডের প্যাটার্নের সঙ্গে রোজ গ্রাহামের মনোবিকার মেলে না।

দ্বিতীয় টেপটা রেকর্ডারে ঢোকাল জাড।

আলেকজান্ডার ফ্যালন।

'পুলিশ বলছে আপনি মি. চ্যাম্পিয়নকে ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছেন, মি. ফ্যালন।'

'আমাকে যা করতে বলা হয়েছে তাই করেছি।'

'কেউ আপনাকে বলেছে মি. চ্যাম্পিয়নকে হত্যা করার জন্য?'

'তিনি বলেছেন।'

'কে?'

'ঈশ্বর।'

'ঈশ্বর আপনাকে খুন করতে বললেন কেন?'

'কারণ চ্যাম্পিয়ন শয়তান মানুষ। সে একজন অভিনেতা। তাকে আমি মঞ্চে দেখেছি। সে এই মহিলাকে চুমু খেয়েছে। এই অভিনেত্রীকে। অতগুলো দর্শকের সামনে। ও চুমু খেয়েছে আর...'

নীরবতা।

'বলুন।'

'ওকে স্পর্শ করেছে—বুকে হাত দিয়েছে।'

'এতেই রেগে গেলেন?'

'অবশ্যই! ভয়ানক রেগে গেলাম! বুকে হাত দেয়ার মানে বোঝেন না? থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়েছে নারীনির্যাতনশালা থেকে বেরিয়ে এসেছি। ওদের শাস্তি দেয়ার দরকার ছিল।'

'তাই তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।'

'আমি সিদ্ধান্ত নিইনি। ঈশ্বর নিয়েছেন। আমি তার হুকুম তামিল করেছি মাত্র।'

'ঈশ্বর প্রায়ই কি আপনার সঙ্গে কথা বলেন?'

'যখন তার কার্য সমাধা করার প্রয়োজন হয়, শুধু তখন। তিনি আমাকে তাঁর ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কারণ আমি নির্ভেজাল মানুষ। জানেন আমি কীভাবে নির্ভেজাল হলাম? জানেন পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো কাজ কী? শয়তানদের নির্মূল করা!'

আলেকজান্ডার ফ্যালন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, একটি বেকারির খণ্ডকালীন সহযোগী। ছয়মাসের জন্য তাকে মেন্টাল হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারপর ছেড়ে দেয়া হয়। ঈশ্বর কি ওকে সমকামী হ্যানসন আর প্রাক্তন পতিতা ক্যারলকে ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছেন? এবং তাদের আশ্রয়দাতা জাডকে? নাহ্, ফ্যালনের চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। ওদেরকে যারা হত্যা করেছে তারা অত্যন্ত সুসংগঠিত।

এরপর বিখ্যাত কমেডি অভিনেতা স্কিট গিবসনের টেপ শুনল জাড। এর শখ তরুণী, স্বর্ণকেশী শোগার্লদের ধরে পিটুনি দেয়া। বাররুমে মাতাল হয়ে প্রায়ই মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে সে। স্কিট ছোটখাটো গড়নের হলেও গায়ে অসুরের শক্তি। জানে কীভাবে ব্যথা দিতে হয়। তার অন্যতম প্রিয় কাজ হল গে বার-এ সমকামীদের পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা। স্কিটকে পুলিশ বহুবার গ্রেফতার করেছে। কিন্তু আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় কমেডিয়ান হওয়ার দৌলতে ছাড়াও পেয়ে গেছে। স্কিট রেগে গেলে মানুষ খুন করতে পারে। তবে প্ল্যান করে, ঠাণ্ডা মাথায় খুন তার দ্বারা সম্ভব বলে মনে করে না জাড। জাড নিশ্চিত, তাকে যে হত্যা করতে চাইছে সে আসলে একটা পাগল, উন্মাদ। অবশ্য পৃথিবীতে কে-ইবা পাগল নয়?

এগারো

আজ আসছে অ্যান। ওর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই শিহরিত হয়ে উঠল জাডের দেহমন। তবে ভাবনাটা বিব্রত করে তুলল ওকে। অ্যান আসছে, কারণ জাড ডাক্তার হিসেবে তাকে আসতে বলেছে। বসে বসে অ্যানের কথা ভাবতে লাগল জাড। ও অ্যান সম্পর্কে কতটুকুই বা জানে... খুবই সামান্য।

অ্যানের টেপ রেকর্ডারে ঢোকাল জাড। শুনল। এটা ছিল অ্যানের প্রথমদিকের ভিজিট।

'স্বস্তিবোধ করছেন তো, মিসেস ব্লেক?'

'জি, ধন্যবাদ।'

'রিল্যাক্সড?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কিন্তু মুঠো শক্ত করে আছেন।'

'সম্ভবত একটু শঙ্কিত।'

'কী নিয়ে?'

দীর্ঘ নীরবতা।

'আপনার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বলুন। ছ মাস হল আপনি বিয়ে করেছেন।'

'জি।'

'বলে যান।'

'খুব চমৎকার একজন মানুষকে বিয়ে করেছি আমি। আমরা খুব সুন্দর একটি বাড়িতে থাকি।'

'কী ধরনের বাড়ি?'

'কান্ট্রি ফ্রেঞ্চ... লম্বা, আঁকাবাঁকা একটি ড্রাইভওয়ে আছে। ছাদের উপর লেজভাঙা একটি রুস্টারের হাস্যকর ব্রোঞ্জের মূর্তি। কোনো শিকারি হয়তো অনেকদিন আগে গুলি করে ওটার লেজ উড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের বাড়িটি পাঁচ একর জমি নিয়ে। বেশিরভাগ অরণ্য-ঘেরা। আমি জঙ্গলে হাঁটতে যাই। মনে হয় যেন গ্রামে আছি।'

'গ্রাম ভালো লাগে আপনার?'

‘খুব।’

‘আপনার স্বামীর?’

‘সেও পছন্দ করে।’

‘গ্রাম ভালো না লাগলে কেউ পাঁচ একর জমি কেনে না।’

‘আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে। সে ওটা আমার জন্যই কিনেছে। তার মনটা খুব বড়।’

‘তাঁর সম্পর্কে কিছু বলুন।’

নীরবতা।

‘উনি দেখতে কী ভালো?’

‘অ্যান্থনি খুব সুদর্শন।’

জাডের বুকে অকারণে ঈর্ষার তীর বিঁধল।

‘শারীরিকভাবে আপনারা সমর্থ তো?’

‘হ্যাঁ।’

জাড ধারণা করতে পারে অ্যান বিছানায় কীরকম হবে : উত্তেজক। ক্রাইস্ট, ভাবল সে। এসব নিয়ে চিন্তা করছে কেন সে!

‘আপনি সন্তান চান?’

‘ওহ্, হ্যাঁ।’

‘আপনার স্বামী?’

‘অবশ্যই।’

দীর্ঘ নীরবতা, শুধু টেপ ঘোরার খসখস শব্দ।

তারপর :

‘মিসেস ব্লেক, আপনি আমার কাছে এসেছেন আপনার নাকি মারাত্মক একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা আপনার স্বামীকে নিয়ে, তাই না?’

জবাব নেই।

‘বেশ। আমি তেমনটিই ধারণা করছি। আপনি যা বললেন তাতে বুঝলাম আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসেন, দুজনেই সন্তান চান। আপনি চমৎকার একটি বাড়িতে থাকেন, আপনার স্বামী সুদর্শন, সফল একজন মানুষ, আপনি যা চান তিনি আপনার চাহিদা পূরণ করেন। আর আপনাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ মাস। কিন্তু আমি আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি না। সেই জোকস্টার মতো বলতে ইচ্ছে করছে—তো, আমার সমস্যাটা কী, ডক্টর?’

আবার নীরবতা। শুধু টেপ ঘোরার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই। অবশেষে কথা বলল অ্যান। ‘আমার... আমার পক্ষে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা কঠিন। ভেবেছিলাম অচেনা কারো সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারব—’ জাডের মনে হলো অদ্ভুত সুন্দর চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে ছিল অ্যান—‘কিন্তু ব্যাপারটা খুব কঠিন। বুঝতেই পারছেন—’ দ্রুততর হয়ে উঠল অ্যানের কথা। তাকে নীরব করে রাখার বাধা টপকাতে চাইছে—‘কিছু কথা কানে এসেছে

আমার—আমি সহজেই কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম।'

'আপনার স্বামীর ব্যক্তিগত কোনো বিষয়? নারীঘটিত?'

'না।'

'ব্যবসা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কি মনে হয় উনি কোনো ব্যাপারে আপনার সঙ্গে মিথ্যাকথা বলেছেন?'

'অনেকটা সেরকমই।'

'আর এতে তার উপর আপনার বিশ্বাসের মাত্রা টলে গেছে। আপনার কাছে তাঁর চরিত্রের এমন একটা দিক উন্মোচিত হয়েছে যা আগে কখনো দেখেননি।'

'আ-আমি ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে পারব না। আমি তাঁকে না-জানিয়ে এখানে এসেছি। মনে হচ্ছে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। আজ আর আমাকে দয়া করে কোনো প্রশ্ন করবেন না, ড. স্টিভেন্স।'

সেশনের ওখানেই সমাপ্তি। টেপের সুইচ অফ করে দিল জাড।

অ্যানের স্বামী ব্যবসা নিয়ে কোনো ঘাপলায় পড়েছে। হয়তো ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে কিংবা কাউকে দেউলিয়া বানিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আপসেট হয়ে পড়েছে অ্যান। সে এক সংবেদনশীল নারী। স্বামীর ওপর তার বিশ্বাস টলে গেছে।

অ্যানের স্বামীকে সম্ভাব্য সাসপেক্ট হিসেবে চিন্তা করল জাড। এই লোক কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় আছে। জাডের সঙ্গে তার কখনো দেখা হয়নি। তবে জন হ্যানসন এবং ক্যারল রবার্টসের মৃত্যুর সঙ্গে এ লোক জড়িত আছে কিনা ভাবছে জাড।

আর অ্যান নিজে? সে কি সাইকোপ্যাথ হতে পারে? হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক? চেয়ারে হেলান দিল জাড। অ্যানকে নিয়ে ভাবছে।

অ্যান তাকে যা বলেছে এর বেশিকিছু মহিলা সম্পর্কে জানে না জাড। তার ব্যাকগ্রাউন্ড কাল্পনিক হতে পারে, পুরোটাই বানিয়ে বলতে পারে অ্যান। কিন্তু তাতে তার লাভ কী? অ্যানের চেহারা ভেসে উঠল চোখে। নাহ্, এ মেয়ে কাউকে খুন করতে পারে না। এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পারে জাড।

টেরি ওয়াশবার্নের টেপ বের করল জাড। এ টেপে এমন কিছু হয়তো আছে যা সে মিস করেছে।

টেরির অনুরোধে পরবর্তীতে তাকে নিয়ে অতিরিক্ত সেশন করেছে জাড। সে কী নতুন কোনো চাপের মধ্যে আছে যা জাডকে বলতে পারেনি? এ মহিলা সেক্স ছাড়া কিছু বোঝে না। কিন্তু তার হঠাৎ এমন কী দরকার পড়ল যে জাডের কাছে অতিরিক্ত সময় চাইল?

জাড টেরির টেপ চালিয়ে দিল।

'আপনার বিয়ে সম্পর্কে বলুন। আপনি পাঁচবার বিয়ে করেছেন।'

'ছ'বার। কিন্তু কে গুনতে যায়?'

'আপনি আপনার স্বামীদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন?'

হাসি।

'এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে। এটা শরীরের বিষয়।'

'শরীরের বিষয় বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

'বোঝাতে চাইছি যে আমাকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার একটা গরম গর্ত আছে। আর ওটা সবসময় ভরা থাকতে হয়।'

'আপনি কখনো প্রেমে পড়েছেন, টেরি?'

'তোমার সঙ্গে প্রেম করতে পারি।'

নীরবতা।

'ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না, ডাক্তার। আমি সইতে পারব না। তোমাকে তো বললামই এভাবেই আমাকে সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। আমি সবসময় ক্ষুধার্ত থাকি।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি। তবে আপনার শরীর ক্ষুধার্ত থাকে না, ক্ষুধার্ত থাকে আপনার আবেগ।'

'আমি কখনো আবেগ নিয়ে ফাকিং করি না। তুমি প্রমাণ চাও?'

'না।'

'তুমি কী চাও?'

'আপনাকে সাহায্য করতে।'

'তাহলে আমার পাশে এসে বসছ না কেন?'

'আজ নয়। আজকের সেশন এখানেই শেষ।'

টেপের সুইচ বন্ধ করল জাড। টেরির একটা কথা মনে পড়ে গেল। টেরি বলছিল সে হলিউডের বড় তারকা ছিল। জাড তাকে জিজ্ঞেস করেছিল তাহলে কেন সে হলিউড ছেড়ে দিল।

'এক পার্টিতে এক মাতাল বদমাশকে কষে চড় দিয়েছিলাম,' জবাব দিয়েছিল টেরি। 'খুব হোমড়াচোমড়া ছিল সে। সে আমাকে হলিউড থেকে বের করে দেয়।'

জাড এ নিয়ে আর-কোনো প্রশ্ন করেনি, কারণ টেরির পারিবারিক বৃত্তান্ত জানতে চাইছিল সে। পরে ওই বিষয় নিয়ে আর-কোনো কথাও ওঠেনি। এখন কেমন সন্দেহ হচ্ছে জাডের। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করা দরকার। হলিউডের ব্যাপারে কোনোকালেই আগ্রহ ছিল না জাডের।

আগ্রহ আছে নোরা হ্যাডলির। তার বাসাভর্তি ফিল্ম ম্যাগাজিন। এ নিয়ে জাড এবং পিটার নোরাকে খুব ঠাট্টা করে। নোরা হলিউডের বিপক্ষে কোনো কথা শুনতে নারাজ। রিসিভার তুলে নিল জাড। ডায়াল করল নোরার নাম্বারে।

ফোন ধরল নোরা।

'হ্যালো,' বলল জাড।

'জাড!' উষ্ণ এবং আন্তরিক নোরার কণ্ঠ। 'তুমি নিশ্চয় ডিনারে আসছ জানাতে ফোন করেছ।'

'আসব। শীঘ্রি।'

'অবশ্যই এসো।' বলল নোরা। 'ইনগ্রিডকে কথা দিয়েছি। ও খুব সুন্দরী।'

নোরা যখন বলছে সুন্দরী, মেয়েটা নিশ্চয় সুন্দরী। তবে অ্যানের মতো নিশ্চয় নয়।

'তুমি ওর সঙ্গে আরেকটা ডেট ভেঙেছ কি সুইডেনের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বেধে যাবে।'

'বাধবে না।'

'তুমি এখন সুস্থ আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ইশ্, কী ভয়ংকর ঘটনাই না ঘটে গেল!' একটু ইতস্তত করে যোগ করল নোরা। 'জাড... এবারের ক্রিসমাসটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো না, প্লিজ।'

পুরোনো ব্যথাটা বুকে টের পেল জাড। প্রতিবছর ওরা ওকে ক্রিসমাসের দাওয়াত দেয়। পিটার এবং নোরা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাডের। জাড ক্রিসমাসের সময় রাস্তায় একা-একা ঘুরে বেড়ায়, তারপর ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরে, এ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ নয় হ্যাডলি-দম্পতির।

'জাড...'

কেশে গলা পরিষ্কার করল জাড। 'দুঃখিত, নোরা। আগামী কোনো ক্রিসমাসে যাওয়া যাবে।'

হতাশা আড়াল করার চেষ্টা করল নোরা। 'ঠিক আছে, আমি পেটকে বলব।'

'ধন্যবাদ,' হঠাৎ মনে পড়ল জাড কেন নোরাকে ফোন করেছে।

'নোরা—টেরি ওয়াশবার্নকে চেনো তুমি?'

'হলিউড তারকা টেরি? ওর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আ-আজ সকালে ওকে ম্যাডিসন এভিন্যুতে দেখলাম।'

'মুখোমুখি? সত্যি?' বাচ্চাদের মতো আগ্রহ প্রকাশ পেল টেরির কণ্ঠে। 'কেমন দেখতে সে? বুড়ি? তরুণী? মোটা? পাতলা?'

'সুন্দর দেখতে। বড় তারকা ছিল, না?'

'বড় তারকা? হলিউডের সর্বসেরা তারকা ছিল সে।'

'তো, হলিউড ত্যাগ করল কেন সে?'

'ত্যাগ করেনি। তাকে হলিউড থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

টেরি তাহলে সত্যিকথাই বলেছে।

'তোমরা ডাক্তাররা বালুর মধ্যে মুখ গুঁজে রাখো। বাইরের খবর কিছুই রাখো না। টেরি ওয়াশবার্ন হলিউডের সবচেয়ে সাড়া-জাগানো স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়েছিল।'

'তাই নাকি? বলল জাড। 'কী হয়েছে?'

'টেরি তার বয়ফ্রেন্ডকে হত্যা করে।'

বারো

আবার বরফ পড়তে শুরু করেছে। পনেরো তলার নিচ থেকে ভেসে আসছে গাড়ি-চলাচলের শব্দ। রাস্তার ওপারের এক ভবনের জানালায় এক মহিলা সেক্রেটারির আবছা মুখ দেখতে পেল জাড। তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

'নোরা— তুমি ঠিক জানো?'

'হলিউডের ব্যাপারে আমি হলাম জীবন্ত বিশ্বকোষ। টেরি কন্টিনেন্টাল স্টুডিও প্রধানের সঙ্গে থাকত, তবে এক সহকারী পরিচালকের সঙ্গেও সে সম্পর্ক গড়ে তোলে। লোকটা টেরিকে চিট করেছিল। টেরি রেগে গিয়ে তার পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়। এ ঘটনা যাতে জানাজানি না হয় সেজন্য স্টুডিও-হেড প্রচুর ঘুস দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রাখে। এটাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া হয়। হলিউড ছেড়ে চলে যেতে হয় টেরিকে। আর কখনো ফিরে আসেনি সে।'

জাড ফাঁকা-চোখে তাকিয়ে রইল ফোনের দিকে।

'জাড, তুমি শুনছ?'

'হ্যাঁ। তুমি এসব কথা শুনলে কার কাছে?'

'শুনেছি? সমস্ত পত্রিকা আর ফ্যান ম্যাগাজিনগুলোতে ছাপা হয়েছিল খবরটা। সবাই এ ঘটনা জানে।'

শুধু ও নিজে ছাড়া। 'ধন্যবাদ, নোরা।' বলল জাড। 'পিটারকে হ্যালো বোলো।' ফোন রাখল ও।

তাহলে এটা ছিল 'ক্যাজুয়াল অ্যাক্সিডেন্ট'। টেরি ওয়াশবার্ন একজনকে হত্যা করেছে অথচ কথাটা সে একবারও বলেনি। আর যে একবার কাউকে খুন করে... চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা প্যাড নিল জাড, লিখল : টেরি ওয়াশবার্ন।

বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলল জাড। 'ডা. স্টিভেন্স...'

'আপনি ঠিক আছেন কিনা জানতে ফোন করেছি।' ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি। এখনো ঠাণ্ডায় বসা গলা।

কৃতজ্ঞ বোধ করল জাড। বোমার কথা লুকিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পেল না।

'ওরা আবার হামলার চেষ্টা করেছে,' জাড অ্যাঞ্জেলিকে মুডি এবং তার গাড়িতে পেতে রাখা বোমার কথা বলল।

'বোমাটা কোথায়?' উত্তেজিত শোনাল অ্যাঞ্জেলির কণ্ঠ।

একমুহূর্ত ইতস্তত করল জাড। 'অকেজো করে ফেলা হয়েছে।'

'কে করল কাজটা?'

'মুডি। ও বলল এটা কোনো ব্যাপার না।'

'ব্যাপার না! ও কী ভাবে পুলিশবিভাগ সম্পর্কে? পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আছে কী করতে? আমরা বোমা দেখেই বলে দিতে পারতাম এটা কার কাজ।' একটু বিরতি দিল অ্যাঞ্জেলি। 'ড. স্টিভেন্স, মুডিকে ভাড়া করলেন কীভাবে?'

'ইয়েলো পেজে ঠিকানা পেয়েছি।' নিজের কাছেই হাস্যকর শোনাল জবাবটা।

'অ, তার মানে লোকটা সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না।'

'আমার মনে হয়েছে ওকে বিশ্বাস করা চলে। কেন?'

'এখন থেকে,' বলল অ্যাঞ্জেলি, 'আমার মনে হয় আপনার কাউকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

'কিন্তু মুডি এসবের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। মাই গড! আমি ফোনবুক থেকে ওর নাম জোগাড় করেছি।'

'আপনি ওকে কোত্থেকে জোগাড় করেছেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তবে কিছু ব্যাপার গোলমেলে ঠেকছে। মুডি বলছে যে—বা যারা আপনার পিছু লেগেছে তাদেরকে ধরার জন্য সে ফাঁদ পাতবে। কিন্তু ট্রাপে না-ফেলা পর্যন্ত আমরা কাউকে ধরতে পারছি না। তারপর সে আপনার গাড়িতে বোমা পেতে রাখা হয়েছে দেখাল। কাজটা সে নিজেও করতে পারে আপনার আস্থা অর্জন করার জন্য, ঠিক?'

'আপনি অবশ্য এভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করতেই পারেন,' বলল জাড। 'তবে—'

'আপনার বন্ধু মুডি এসবের সঙ্গে জড়িত নেই কে বলল? আপনি ঠাণ্ডামাথায় খেলা চালিয়ে যান। আমরা সুযোগমতো ধরে ফেলব কালপ্রিটকে।'

মুডি তার বিরুদ্ধে? বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। মনে পড়ল এর আগে সে ভেবেছিল মুডি তাকে অ্যামবুশের মধ্যে পাঠাচ্ছে।

'আমাকে কী করতে বলেন?' জিজ্ঞেস করল জাড।

'শহর ছাড়ছেন কবে?'

'আমার রোগীদের ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

'ড. স্টিভেন্স—'

'তাছাড়া,' যোগ করল জাড। 'এতে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। হবে কি? আমি এমনকি এও জানি না কিসের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছি। আমি ফিরে এলে আবার ওটা শুরু হয়ে যাবে।'

একমুহূর্ত নীরবতা। 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাঞ্জেলি। শিসের মতো শোনাল। 'মুডির সঙ্গে আপনার আবার কবে কথা হবে?'

'জানি না। বলল এর পেছনে কে দায়ী তা নাকি ও কিছুটা অনুমান করতে পারছে।'

'আপনার কি কখনো এমন মনে হয়নি যে এসব ঘটনার পেছনে আছে, সে মুডিকে আপনার চেয়ে অনেক বেশি টাকাপয়সা দিচ্ছে?' জরুরি সুর ফুটল অ্যাঞ্জেলির কণ্ঠে। 'সে যদি আপনাকে কোথাও সাক্ষাতের জন্য ডাকে, আমাকে ফোন করবেন। আমাকে আরও দু-একটা দিন বিছানায় থাকতে হবে। যাই করুন না কেন, ডক্টর, ওর সঙ্গে একা মিলিত হতে যাবেন না।'

'আপনি বেহুদা একটা সন্দেহ পোষণ করছেন,' আপত্তি জানাল জাড। 'মুডি আমার গাড়িতে পেতে রাখা বোমা উদ্ধার করল আর তাতেই—'

'আমার মনে হচ্ছে আপনি ভুল লোককে বাছাই করেছেন,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

'ও ফোন করলে আমি আপনাকে জানাব,' প্রতিশ্রুতি দিল জাড। রেখে দিল রিসিভার। অ্যাঞ্জেলি কি খুব বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে? এটা ঠিক যে জাডের আস্থা অর্জনের জন্যে মুডি গাড়িতে বোমা রেখে দিতে পারে। এরপরের কাজগুলো সহজ। সে জাডকে ফোন করে বলবে অমুক কোনো নির্জন জায়গায় তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ভান করবে তার কাছে বেশকিছু তথ্যপ্রমাণ চলে এসেছে। তারপর... শিউরে উঠল জাড। মুডিকে কি সে চিনতে ভুল করেছে? প্রথম দর্শনে মুডিকে মোটেই সপ্রতিভ এবং বুদ্ধিমান মনে হয়নি। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছে লোকটা ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারী। তার মানে এ নয় যে মুডিকে বিশ্বাস করা চলে। তাছাড়া... রিসেপশন-ডোরে একটা শব্দ হল। ঘড়ি দেখল জাড। অ্যান! দ্রুত টেপ সরিয়ে ফেলল সে, হেঁটে গেল প্রাইভেট করিডোর ডোরে, খুলল।

অ্যান দাঁড়িয়ে আছে করিডোরে। চমৎকার ছাঁটের নেভি ব্লু সুট এবং ছোট একটা হ্যাট পরেছে। কী এক ভাবনার অতলে তলিয়ে গেছে। খেয়াল করল না জাডকে। জাড দেখছে অ্যানকে! ওর খুঁত বের করার চেষ্টা করছে—এমন কোনো খুঁত যাতে অ্যানের প্রতি আকর্ষণ কমে যায় জাডের। কিন্তু অ্যানের অপূর্ব সুন্দর চেহারায় কোনো খুঁত নেই।

'হ্যালো।' বলল জাড।

মুখ তুলে চাইল অ্যান। চমকে উঠল। তারপর হাসি ফুটল মুখে। 'হ্যালো।'

'ভেতরে আসুন, মিসেস ব্লেক।'

জাডের শরীর ঘেঁষে অফিসে ঢুকল অ্যান। ঘুরল। অবিশ্বাস্য সবুজ চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে।

'দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ড্রাইভারটার কোনো খোঁজ পেয়েছে ওরা?' চেহারায় নিখাদ উদ্বেগ এবং কৌতূহল।

অ্যানকে সব কথা খুলে বলার তীব্র ইচ্ছেটা আবার জাগল মনে। কিন্তু নিজেকে দমিয়ে রাখল জাড। অ্যানের সহানুভূতি অর্জন করার জন্য এটা হবে একটা সস্তা কৌশল। তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার, এতে অ্যানও জড়িয়ে পড়তে পারে অজানা বিপদে।

'এখন পর্যন্ত নয়।' চেয়ারে বসার ইঙ্গিত দিল জাড।

অ্যান লক্ষ করছে ওকে। 'আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। এত তাড়াতাড়ি কাজে ফেরা কি উচিত হল?'

জাড বলল, 'আমি ঠিক আছি। আজকের সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিয়েছি। আমি আপনাকেও ফোন করেছিলাম। কিন্তু লাইন পাইনি।'

'দুঃখিত,' বলল অ্যান চেহারায় উদ্বেগ ধরে রেখে। 'আমার বোধহয় আজ আসা উচিত হয়নি। আমি বরং চলে...'

'প্লিজ, না,' চট করে বলল জাড। 'লাইন পাইনি বলে ভালোই হয়েছে।' ওর সঙ্গে জাডের হয়তো আর দেখা হবে না। 'আপনি আছেন কেমন?'

ইতস্তত করল অ্যান, কী যেন বলার জন্য মুখ খুলেছে, পরিবর্তন করল মন। 'কিছুটা কনফিউজড।'

জাডের দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যান। ওর প্রতি তীব্র শারীরিক তৃষ্ণা অনুভব করছে জাড।

'ইউরোপ ভ্রমণে যাচ্ছেন কবে?'

'ক্রিসমাসের সকালে।'

'শুধু আপনি আর আপনার স্বামী?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যান।

'কোথায় কোথায় যাবেন?'

'স্টকহোম—প্যারিস—লন্ডন—রোম।'

তোমাকে আমি রোম ঘুরিয়ে দেখাতে চাই, ভাবল জাড। ওখানকার আমেরিকান হাসপাতালে সে বছরখানেক ইন্টার্নি করেছে। একটা পাহাড়ের উপরে, টিভোলি গার্ডেনসের কাছে সিবেলি নামে চমৎকার একটি রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে। সূর্যের নিচে বসে দেখা যায় হাজার হাজার কবুতর আকাশটার একটা অংশ কালো করে রেখেছে।

আর অ্যান রোমে যাচ্ছে তার স্বামীকে নিয়ে।

'এটা আমাদের দ্বিতীয় হানিমুন,' বলল অ্যান। কিন্তু ওর কণ্ঠে আনন্দ, উত্তেজনা বা স্ফূর্তির লেশমাত্র নেই।

'আপনি কতদিন থাকবেন দেশের বাইরে?' জাডের প্রশ্নে মৃদু হাসি ফুটল অ্যানের ঠোঁটে, যেন জাডের মনের খবর জেনে গেছে। 'বলতে পারব না,' গম্ভীরমুখে জবাব এল। 'অ্যান্থনির পরিকল্পনার শেষ নেই।'

'আচ্ছা,' কার্পেটের দিকে তাকাল জাড। ভেতরটা ফাঁকা লাগছে। অ্যানকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। নিজেকে কেমন বোকা-বোকা লাগছে। 'মিসেস ব্লেক...'

'বলুন?'

গলার স্বর হালকা করার চেষ্টা করল জাড। 'আপনাকে এখানে মিছামিছি ডেকে এনেছি আমি। আমার সঙ্গে দেখা করার আপনার কোনো দরকারই ছিল না। আমি শুধু আপনাকে বিদায় জানাতে চেয়েছি।'

'জানি আমি,' শান্তগলায় বলল অ্যান। 'আমিও আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।' ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, আলোড়িত হল জাড।

চেয়ার ছেড়ে সিধে হচ্ছে অ্যান, 'জাড...' ওর দিকে তাকাল অ্যান, চোখে চোখ রাখল। ওর চোখে একটা স্রোত দেখতে পেল জাড। অ্যানের দিকে এগোতে শুরু করেও ব্রেক কষল মাঝপথে। ওর বিপদের মধ্যে জড়াতে চায় না অ্যানকে।

যখন কথা বলল জাড, প্রায় নিয়ন্ত্রিত শোনাল কণ্ঠ, 'রোম থেকে আমাকে কার্ড পাঠাবেন।'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যান। 'সাবধানে থেকো, জাড।'

মাথা ঝাঁকাল জাড, কথা বলার সাহস পেল না।

চলে গেল অ্যান।

বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলল জাড।

'ডাক্তার নাকি?' মুডির গলা। উত্তেজিত। 'আপনি একা?'

'হ্যাঁ।'

মুডির উত্তেজনার মধ্যে অদ্ভুত কী যেন একটা আছে, ধরতে পারছে না জাড। সতর্কতা? ভয়?

'ডক্—মনে আছে, আমি বলেছিলাম এর পেছনে কে আছে আমি অনুমান করতে পারছি।'

'হ্যাঁ।' ঠাণ্ডা স্রোত নামল শিরদাঁড়া বেয়ে। 'আপনি জানেন কে খুন করেছে হ্যানসন আর ক্যারলকে?'

'ইয়াহ্। জানি। এও জানি কেন। এরপর আপনার পালা, ডক্।'

'বলুন আমাকে—'

'ফোনে বলা যাবে না,' বলল মুডি। 'কোথাও সাক্ষাৎ করে বলব। একা আসুন।'

হাতে ধরা ফোনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জাড।

একা আসুন!

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল মুডির কণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' দ্রুত বলল জাড। অ্যাঞ্জেলি যেন কী বলেছিল? *যাই করুন না কেন, ডক্টর, একা ওর সঙ্গে কোথাও দেখা করবেন না।*

‘এখানেই বরং চলে আসুন না,’ প্রস্তাব দিল জাড।

‘আমার পিছু নিয়েছে কেউ। তবে ওদেরকে খসিয়ে দিয়েছি। আমি ফাইভ স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি থেকে ফোন করছি। এটা জাহাজঘাটের কাছে, টেনথ এভিন্যুর পশ্চিমে, টুয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটে।’

মুডি তার জন্য ফাঁদ পাতছে, কথাটা এখনো বিশ্বাস হতে চাইছে না জাডের। সে ওকে পরীক্ষা করার জন্য বলল, ‘আমি অ্যাঞ্জেলিকে নিয়ে আসছি।’

তীক্ষ্ণ শোনাল মুডির কণ্ঠ। ‘কাউকে সঙ্গে আনবেন না। একা আসবেন।’

জাড কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল। ‘ঠিক আছে। আসছি আমি। আচ্ছা আপনি কি সত্যি জানেন এর পেছনে কে আছে?’

‘অবশ্যই জানি, ডক্। ডন ভিনটনের নাম শুনেছেন কখনো?’ ফোন রেখে দিল মুডি।

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জাড। ভেতরের ঝড়টাকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। তারপর অ্যাঞ্জেলির বাসায় ফোন করল। রিং বাজল পাঁচবার। অ্যাঞ্জেলি বোধহয় বাসায় নেই, হঠাৎ আতঙ্কবোধ করল জাড। একা মুডির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত হবে?

তারপর অ্যাঞ্জেলির সর্দিবসা গলা শুনতে পেল।

‘হ্যালো।’

‘জাড স্টিভেন্স। মুডি এইমাত্র ফোন করেছে।’

দ্রুত জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলি। ‘কী বলল?’

‘বলল ফাইভস্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি থেকে ফোন করেছে। আমাকে একা যেতে বলল।

হাসল অ্যাঞ্জেলি। ‘একা যেতে তো বলবেই। অফিস থেকে এক পাও বেরুবেন না, ডক্টর। আমি লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভিকে ফোন করছি। দুজনে মিলে আসছি আপনার ওখানে।’

‘আচ্ছা,’ বলল জাড। আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল ফোন। নরম্যান জেড. মুডি। ইয়েলো পেজের হাসিখুশি মুখ। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল জাডের। মুডিকে পছন্দ করত ও। বিশ্বাস করত।

আর সেই মুডি ওকে খুন করতে চাইছে!

তেরো

মিনিট কুড়ি বাদে তার অফিসের দরজা খুলল জাড। অ্যাঞ্জেলি এবং লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি ঢুকল ভেতরে। অ্যাঞ্জেলির চোখ লাল, ছলছল করছে। গলায় যেন ব্যাঙ ডাকছে। ওকে অসুস্থ অবস্থায় বিছানা থেকে তুলে এনেছে বলে খারাপ লাগল জাডের। ম্যাকগ্রিভি মৃদু নড় করল।

'নরম্যান মুডির ফোনের কথা লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভিকে আমি বলেছি,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

'হুঁ। দেখি ঝামেলাটা কোথায়।' কাঠখোট্টা গলায় বলল ম্যাকগ্রিভি।

পাঁচমিনিট পরে পুলিশের সাদা গাড়িতে ওরা চলল ওয়েস্টসাইড অভিমুখে। হুইলে আছে অ্যাঞ্জেলি। হালকা তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যানহাটানের আকাশে ঝড়ো মেঘের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে শেষ বিকেলের সূর্যরশ্মি। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। দূরে গুরুগুরু শব্দে ডাকল মেঘ। আকাশটাকে চিরে দিল উজ্জ্বল, আঁকাবাঁকা একটা ফলা। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল উইন্ডস্ক্রিনে। ডাউন টাউনের দিকে এগোচ্ছে গাড়ি, আকাশছোঁয়া দালানকোঠা ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল, দৃষ্টিসীমায় ফুটে উঠতে লাগল গাদাগাদি করে থাকা ছোট ছোট অন্ধকার, ভুতুড়ে চেহারার ঘরবাড়ি।

টুয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটে মোড় নিল গাড়ি, পশ্চিমে, হাডসন নদী অভিমুখে চলল। জাঙ্ক ইয়ার্ড, খুদে বার, গ্যারেজ, ফ্রেইট কোম্পানি ইত্যাদি পার হল। টেনথ এভিন্যুর কাছাকাছি এসেছে, ম্যাকগ্রিভি অ্যাঞ্জেলিকে ইশারা করল ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাতে।

'এখানে নামব আমরা,' ম্যাকগ্রিভি ঘাড় ফেরাল জাডের দিকে। 'কেউ মুডির সঙ্গে থাকবে বলেছে?'

'না।'

ওভারকোটের বোতাম খুলে হোলস্টার থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করল। রেখে দিল পকেটে। অ্যাঞ্জেলিও তাই করল।

'আমাদের পেছন পেছন থাকবেন,' জাডকে হুকুম দিল ম্যাকগ্রিভি।

হাঁটা ধরল তিনজন। বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। মাথা নিচু করে হাঁটছে ওরা। আধাআধি ব্লক পার হওয়ার পর জীর্ণ একটা ভবনের সামনে চলে এল। দরজায় বিবর্ণ একটা সাইনবোর্ড :

ফাইভ স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি

আশপাশে কোনো গাড়ি, ট্রাক কিংবা আলো নেই, জীবনের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না।

দরজায় হেঁটে গেল দুই গোয়েন্দা। দরজা পরীক্ষা করে দেখল ম্যাকগ্রিভি। বন্ধ। কোনো ডোরবেলও নেই। কান পাতল ওরা। বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ ছাড়া নিস্তব্ধ চারদিক।

দুই গোয়েন্দা ভবনের শেষপ্রান্তের দিকে এগোল পা টিপে টিপে। একটা সার্ভিস গলি পেয়ে গেল। গলির সামনে কয়েকটা ট্রাক। ট্রাকে মানুষজন নেই। ক্রিসমাসের আগের শুক্রবার আজ। বেশিরভাগ কোম্পানি দুপুর নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়। একটা প্ল্যাটফর্ম দেখতে পেল ওরা। মালামাল নামানো হয়।

'ঠিক আছে,' ম্যাকগ্রিভি বলল জাডকে। 'জাড শুরু করুন।'

ইতস্তত করল জাড, মনে হল ও যেন মুডির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে। তারপর গলা চড়াল ও—'মুডি!' জবাব দিল একটা ক্রুদ্ধ বেড়াল 'ম্যাও' করে। শুকনো আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে। 'মি. মুডি!'

প্ল্যাটফর্মের উপরে একটা বড় স্লাইডিং ডোর। গুদামঘরের ভেতর থেকে মাল এনে ওই দরজা দিয়ে বের করে ট্রাকে লোড করা হয়। ম্যাকগ্রিভি স্লাইডিং ডোরের দিকে পা বাড়াল। পেছন পেছন অ্যাঞ্জেলি এবং জাড। অ্যাঞ্জেলি ধাক্কা দিল স্লাইডিং ডোরে। ধাক্কার চোটে বিকট শব্দে প্রতিবাদ জানিয়ে খুলে গেল। আবার 'ম্যাও' করে উঠল বেড়ালটা। গুদামঘর বা ওয়্যারহাউজের ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

'ফ্ল্যাশলাইট এনেছ?' ম্যাকগ্রিভি জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলিকে।

'না।'

'ধ্যাৎ!'

সাবধানে অন্ধকারে পা রাখল ওরা। আবার ডাকল জাড, 'মি. মুডি! আমি জাড স্টিভেন্স!'

মেঝেতে হাঁটার সময় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ম্যাকগ্রিভি পকেট হাতড়ে দেশলাইয়ের প্যাকেট বের করল। একটা কাঠি জ্বালল। মৃদু হলুদ আলোয় মনে হল প্রকাণ্ড খালি একটা গুহায় ঢুকে পড়েছে ওরা। নিভে গেল দেশলাই। 'বাতির সুইচ কোথায় আছে দ্যাখো,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'প্যাকেটে ওই একটাই দেশলাই ছিল।'

জাড শুনতে পেল অ্যাঞ্জেলি দেয়াল হাতড়াচ্ছে আলোর সুইচের জন্য। জাড সামনে পা বাড়াল। দুই গোয়েন্দাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। 'মুডি!' ডাকল ও।

ঘরের কোণ থেকে ভেসে এল অ্যাঞ্জেলির গলা। 'একটা সুইচ পেয়েছি।' শব্দ হল ক্লিক। কিছুই ঘটল না।

'নিশ্চয়ই মাস্টার সুইচ অফ করা।' বলল ম্যাকগ্রিভি।

একটা দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল জাড। দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে, দরজার ছিটকিনির স্পর্শ পেল আঙুলে। ছিটকিনি নিচের দিকে টেনে নামাতেই খুলে গেল দরজা। বদ্ধ একটা বাতাস ঝাপটা দিল।

'এদিকে একটা দরজা পেয়েছি,' জোরে জানান দিল জাড। চৌকাঠে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, সাবধানে এগোল সামনে। শুনল ওর পেছনে বন্ধ হয়ে গেছে কপাট। বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল জাডের। এ ঘরে অন্য ঘরগুলোর চেয়েও ভয়ানক অন্ধকার।

'মুডি! মুডি...'

শ্বাসরোধ-করা নীরবতা। জাড আরেক কদম সামনে বাড়ল। ঠাণ্ডা মাংসের ছোঁয়া লাগল মুখে। আঁতকে উঠল জাড। ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। বাতাসে রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ। অন্ধকারে যেন ওঁৎ পেতে আছে শয়তান, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। হার্টবিট বেড়ে গেল জাডের। এমনভাবে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কাঁপা হাতে ওভারকোটের পকেটে দেশলাই খুঁজল ও। পেয়ে গেল একটা। বাক্সের গায়ে ঢুকল বারুদ। ফস করে জ্বলে উঠল। জাডের ঠিক মুখের সামনে, ওর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে প্রকাণ্ড একজোড়া মরা চোখ। ভয়ে আত্মা উড়ে গেল জাডের। পরক্ষণে বুঝতে পারল ও জবাই-করা একটি গরুর মাথা দেখছে। গরুর মাথাটা মাংসের একটা হুকে আটকে ঝুলছে। আরো কয়েকটা গরুর মাথা এবং ধড় দেখতে পেল জাড হুকের সঙ্গে ঝুলতে। দেশলাই নিভে যাওয়ার আগমুহূর্তে দূরপ্রান্তে একটা দরজা দেখতে পেল জাড। সম্ভবত অফিস। মুডি ওখানেও থাকতে পারে। অপেক্ষা করছে জাডের জন্য।

পিচগোলা আঁধার গুহার মধ্যে এগিয়ে চলল জাড দরজা অভিমুখে। জানোয়ারগুলোর ঠাণ্ডা শরীর ধাক্কা খাচ্ছে ওর গায়ে। দ্রুত কদম ফেলে দরজার সামনে চলে এল জাড। 'মুডি!'

আর তখন আরেকটা লাশের সঙ্গে ধাক্কা খেল ও। শেষ কাঠিটা জ্বালল জাড। তার সামনে, মাংসের হুকে বিকৃত চেহারা নিয়ে ঝুলছে মৃত নরম্যান জেড. মুডি। দপ করে নিভে গেল দেশলাই।

চোদ্দ

করোনারের লোকেরা কাজ শেষ করে চলে গেল। মুডির লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জাড, অ্যাঞ্জেলি এবং ম্যাকগ্রিভি ছাড়া অন্য কেউ নেই। ম্যানেজারের ছোট অফিসঘরে বসেছে ওরা। ঘরে নগ্ন সুন্দরী মেয়েদের ঝলমলে ক্যালেন্ডার, একটি পুরোনো ডেস্ক, একখানা স্যুইভেল চেয়ার আর দুটো ফাইলিং কেবিনেট। আলো জ্বালানো হয়েছে। চলছে বৈদ্যুতিক হিটার।

প্ল্যান্টের ম্যানেজার মি. পল মোরেট্টিকে ক্রিসমাস-পূর্ববর্তী পার্টি থেকে ডেকে আনা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। উনি বলেছেন সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে কর্মচারীদেরকে দুপুরেই ছুটি দিয়েছেন। সাড়ে বারোটায় তিনি অফিস বন্ধ করেন। ওই সময় অফিসে কেউ ছিল না। মাতাল মি. মোরেট্টির কাছ থেকে আর-কোনো তথ্য মিলবে না বুঝতে পেরে তাকে চলে যেতে বলেছে ম্যাকগ্রিভি। ঘরে কী ঘটছে তা নিয়ে সচেতন নয় জাড। সে শুধু মুডির কথা ভাবছে। কী চমৎকার হাসিখুশি মানুষ ছিল মুডি। অথচ সেই লোকটাকে কত নৃশংস মৃত্যুবরণ করতে হল। এজন্য নিজেকে দায়ী মনে করছে জাড। মুডিকে এর মধ্যে না-জড়ালে আজ বেঁচে থাকত গোয়েন্দা।

প্রায় মাঝরাত। জাড এ নিয়ে দশবার মুডির ফোনের কথা বলেছে। ওভারকোট গায়ে কুঁজো হয়ে বসা ম্যাকগ্রিভি, সিগার চিবুতে চিবুতে তীক্ষ্ণচোখে দেখছে জাডকে। অবশেষে কথা বলল সে, 'আপনি গোয়েন্দা-গল্প পড়েন?'

বিস্মিত দেখাল জাডকে। 'কেন?'

'কারণ গল্পটা সাজিয়েছেন ভালোই। প্রথমে আপনি বললেন কে একজন আপনাকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছে। তারপর অ্যাঞ্জেলিকে ফোন করে জানালেন আপনার অফিস ভেঙে দুজন লোক আপনার ওপর হামলা করতে চাইছে।'

'ওরা দরজা ভেঙে ঢুকেছে,' বলল জাড।

'না, ঢোকেনি,' খ্যাক করে উঠল ম্যাকগ্রিভি। 'ওরা বিশেষ চাবি ব্যবহার করেছে।' কণ্ঠস্বর কঠোর শোনাল। 'আপনি বলেছেন ওই অফিসের মাত্র দুটি চাবি আছে—তার একটি থাকে আপনার কাছে, অপরটি ক্যারল রবার্টসের কাছে।'

'ঠিক। আমি আপনাকে বলেছি—ওরা ক্যারলের চাবির নকল বানিয়েছে।

'আপনি কী বলেছেন মনে আছে আমার। আমি প্যারাফিন টেস্ট করিয়েছি। ক্যারলের চাবি দিয়ে নকল চাবি কখনোই বানানো হয়নি, ডক্টর,' বিরতি দিল সে। 'আর যেহেতু ক্যারলের চাবি আমার কাছে, কাজেই শুধু একটি চাবি থাকছে—আপনার চাবিটি। ওটা আপনার কাছেই আছে, তাই না?'

চুপচাপ ম্যাকগ্রিভির দিকে তাকিয়ে আছে জাড, মুখে রা নেই।

'আপনার ম্যানিয়াক থিওরি আমি বিশ্বাস করলাম না। আপনি তখন ইয়েলো পেজ ঘেঁটে একজন গোয়েন্দা ভাড়া করলেন এবং সে আপনার গাড়িতে একটি বোমা খুঁজে পেল। বোমাটি আমি দেখতে পেলাম না, কারণ ওটা ওখানে নেই। তারপর আপনি ভাবলেন আমাকে একটা লাশ দেখানো দরকার। আপনি অ্যাঞ্জেলিকে মুডির ফোনের কথা বললেন। আর আমরা এখানে এসে দেখলাম মাংসের হুকে গেঁথে আছে তার লাশ।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জাড। 'এ ঘটনার জন্য আমি দায়ী নই।'

অনেকক্ষণ তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল ম্যাকগ্রিভি। 'আপনি জানেন কী কারণে আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না? কারণ ওই চীনা ধাঁধার এখনো কোনো মোটিভ আমি খুঁজে পাইনি। তবে আমি তা পাব, ডক্টর। কসম!' সিধে হল সে।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল জাডের। 'এক মিনিট!' বলল ও। 'ডন ভিনটনের কী হবে?'

'কী হবে?'

'মুডি বলেছে এর পেছনে সেই কলকাঠি নাড়ছে।'

'ডন ভিনটন নামে আপনি কাউকে চেনেন?'

'না', বলল জাড। '—আমার ধারণা পুলিশ জানে।'

'আমি এ নাম আগে কখনো শুনিনি।' অ্যাঞ্জেলির দিকে ফিরল ম্যাকগ্রিভি। মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলি।

'ঠিক আছে। ডন ভিনটনের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে খবর পাঠাও এফবিআই, ইন্টারপোলসহ সকল প্রধান আমেরিকান নগরীর পুলিশপ্রধানদের কাছে।' সে তাকাল জাডের দিকে। 'খুশি?'

মাথা ঝাঁকাল জাড। এর পিছনে যেই থাকুক, তার কোনো-না-কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকার কথা। তাকে চিহ্নিত করা কঠিন হবে না।

আবার মুডির কথা মনে পড়ল তার। তার কথায় কথায় বাণী বলার অভ্যাস, দ্রুত চিন্তা করার শক্তি। নিশ্চয় কেউ ওর পিছু নিয়ে এখানে এসেছিল। অন্য কাউকে এ-জায়গার ঠিকানা বলার প্রশ্নই নেই। কারণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে চেয়েছে মুডি।

পরদিন সকালে নরম্যান জেড. মুডির হত্যাকাণ্ডের খবর দেশের সকল পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হল। অফিসে যাওয়ার পথে একটি পত্রিকা কিনল জাড। তার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে সাক্ষী হিসেবে। বলা হয়েছে পুলিশের সঙ্গে সেও লাশ দেখতে পায়। ম্যাকগ্রিভি পুরো গল্পটাই কাগজঅলাদের কাছে গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছে। খুব সাবধানে খেলছে সে। জাড ভাবল অ্যান খবরটা পড়ে কী ভাববে।

আজ শনিবার। সকালবেলায় ক্লিনিকে চলে এসেছে জাড। এলিভেটরে উঠল একা। এলিভেটর থেকে নামল। তাকাল এদিক-ওদিক। কেউ নেই করিডোরে। গুপ্তঘাতক ওকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছে, এভাবে তীব্র আতঙ্কে জীবনযাপন করা যায় না।

সকালবেলা অন্তত আধাডজন বার ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলিকে ফোন করে ডন ভিনটনের খবর জানার ইচ্ছে করল জাডের। বহুকষ্টে সংযত করল নিজেকে। কোনো খবর পেলে অ্যাঞ্জেলি নিজেই ওকে ফোন করবে। ডন ভিনটনের উদ্দেশ্যটা কী বুঝতে পারছে না জাড। হয়তো জাডের কোনো রোগী হবে সে, বহু আগে তার চিকিৎসা করেছিল জাড। ওইসময় হয়তো ইন্টার্নি করছিল জাড। সে হয়তো কোনো কারণে ক্ষুব্ধ ছিল জাডের ওপর। কিন্তু ভিনটন নামে কোনো রোগীর কথা মনে পড়ছে না জাডের।

দুপুরের দিকে হাজির হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলি। বিধ্বস্ত চেহারা। নাক টকটকে লাল, হাঁচির মাত্রা বেড়েছে। জাডের ঘরে ঢুকে ধপাশ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে।

'ডন ভিনটনের ব্যাপারে কোনো খবর জানতে পেরেছেন?' উৎসুক মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলি। 'ইন্টারপোল এবং এফবিআইসহ বড় বড় শহরের পুলিশ চিফরা খবর পাঠিয়েছেন।'

নিশ্বাস বন্ধ করে রইল জাড।

'কেউ ডন ভিনটনের নাম শোনেননি।'

অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল জাড। হতাশায় মোচড় দিল পেট। 'কিন্তু এ অসম্ভব! মানে—কারো-না-কারো তার ব্যাপারে অবশ্যই জানার কথা। যে এসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সে নিশ্চয় হাওয়া থেকে আসেনি।'

অ্যাঞ্জেলি বলল, 'ডক্টর, আমার লোকেরা এবং আমি ম্যানহাটান চষে বেড়িয়েছি ডন ভিনটনের খোঁজে। নিউজার্সি এবং কানেক্টিকাটও কাভার করেছি।' পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করল সে। দেখাল জাডকে। 'আমরা ফোনবুকে এগারোজন ডন ভিনটনকে পেয়েছি যারা নামের বানান লেখে 'টন।' চারজন লেখে 'টেন' আর দুজন বানান লেখে 'টিন।' নামের তালিকা ছেঁটে আনার পর পাঁচ জন সম্ভাব্য ভিনটনের সঙ্গে কথা বলেছি। এদের একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। একজন প্রিস্ট। একজন

একটি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট। একজন দমকল কর্মচারী। খুনের ঘটনার সময় সে ডিউটিতে ছিল। বাকি রইল এক। সে একটা দোকান চালায়। বয়স আশির কাছাকাছি।'

জাডের গলা শুকিয়ে গেল। হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারল এ-ব্যাপারটার ওপর কতটা নির্ভরশীল ছিল সে। নিশ্চিত না হলে মুডি নামটা তাকে বলত না। শুধু তাই নয়, মুডি জোর দিয়ে বলেছে এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে ডন ভিনটন। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে পুলিশের কাছে এ লোকের কোনো রেকর্ড নেই। মুডি খুন হয়েছে, কারণ সে সত্যটা জেনে গিয়েছিল। মুডি চলে গেছে। জাড এখন একা। জালটা দ্রুত ঘিরে ধরছে ওকে।

'আমি দুঃখিত,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

জাড তাকাল ওর দিকে। মনে পড়ল রাতে আর বাড়ি ফেরা হয়নি অ্যাঞ্জেলির। 'আপনি চেষ্টা করেছেন এতেই আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।' বলল সে।

সামনে ঝুঁকল অ্যাঞ্জেলি। 'মুডির কথা আপনি ঠিক শুনেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাঞ্জেলি। 'তাহলে তো আর কিছু বলার নেই।' কষ্টের হাসি হাসল সে। সজোরে নাক টানল।

'আপনার বাড়ি যাওয়া উচিত।'

সিধে হল অ্যাঞ্জেলি। 'হ্যাঁ। যাব।'

ইতস্তত করে জানতে চাইল জাড। 'আপনি কতদিন ধরে ম্যাকগ্রিভির সঙ্গে কাজ করছেন?'

'পার্টনার হিসেবে এটাই আমাদের প্রথম কেস। কেন?'

'সে কি আমাকে হত্যার সন্দেহে গ্রেফতার করতে পারে?'

আবার নাক টানল অ্যাঞ্জেলি। 'পারে।' পা বাড়াল দরজার দিকে। দরজা খুলল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পিটার হ্যাডলি। বন্দুক হাতে পুলিশ দেখে হতভম্ব। 'কে আপনি?' ধমকে উঠল অ্যাঞ্জেলি। দরজার সামনে চলে এল জাড। 'এ আমার বন্ধু।'

'অ্যাই! এখানে হচ্ছেটা কী?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল অ্যাঞ্জেলি। পকেটে ঢোকাল পিস্তল।

'ও ডক্টর পিটার হ্যাডলি—ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি।'

'তুমি কীরকম সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক চালাচ্ছ হে?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'একটা ছোট্ট সমস্যা হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল অ্যাঞ্জেলি। 'ড. স্টিভেন্সের অফিসে...চোর ঢুকেছিল।'

ইঙ্গিতটা ধরে ফেলল জাড। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ। তবে যা চুরি করতে এসেছিল পায়নি।'

'এর সঙ্গে ক্যারলের হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক রয়েছে?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

জাড কিছু বলার আগেই জবাব দিল অ্যাঞ্জেলি। 'আমরা ঠিক নিশ্চিত নই, ড. হ্যাডলি। ডিপার্টমেন্ট ড. স্টিভেন্সকে এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে নিষেধ করেছে।'

'বুঝতে পারছি,' বলল পিটার। তাকাল জাডের দিকে। 'লাঞ্চ করার কথা মনে আছে তো?'

ভুলেই গিয়েছিল জাড কথাটা। 'অবশ্যই,' দ্রুত বলল ও। ঘুরল অ্যাঞ্জেলির দিকে। 'আমার মনে হয় আমরা সবকিছু কাভার করে ফেলেছি।'

'তাহলে এটা বোধহয় আপনার দরকার নেই...' রিভলভারের দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাঞ্জেলি।

মাথা নাড়ল জাড। 'ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে। সাবধানে থাকবেন,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

'থাকব,' বলল জাড।

লাঞ্চ খেতে-খেতে জাড আর পিটার ওদের বন্ধুবান্ধব, রোগী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করল। পিটার জানাল হ্যারিসন বার্কের বসের সঙ্গে সে কথা বলেছে। বার্ককে মানসিকভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হচ্ছে।

কফি পান করার সময় পিটার বলল, 'জানি না কী-ধরনের ঝামেলার মাঝ দিয়ে তুমি যাচ্ছ, জাড। তবে আমি যদি কোনো সাহায্যে আসতে পারি...'

মাথা নাড়ল জাড। 'ধন্যবাদ, পিটার। আমার ব্যাপার আমি নিজেই সামাল দিতে চাই। সবকিছুর সমাপ্তি ঘটার পর তোমাকে খুলে বলব।'

'আশা করি দ্রুত সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে,' হালকা গলায় বলল পিটার। তারপর ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'জাড—তুমি কি কোনো বিপদের মধ্যে আছ?'

'আরে না,' জবাব দিল জাড।

মনে-মনে বলল: তোমাকে বলে কী লাভ যে একটা খুনে দানব আমাকে হত্যা করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

পনেরো

লাঞ্চ শেষে অফিসে ফিরল জাড। তারপর আবার শুনতে লাগল টেপ। তিনঘণ্টা টেপ শুনল ও। তালিকায় যোগ হল নতুন একটি নাম : ব্রুস বয়েড। এর সঙ্গে সর্বশেষ সম্পর্ক ছিল জন হ্যানসনের। রেকর্ডারে হ্যানসনের টেপ আবার ঢোকাল জাড।

'...আমি ব্রুসকে প্রথম দেখামাত্র ওর প্রেমে পড়ে যাই। ওর মতো কান্তিমান পুরুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

'ও কি উদাস, নাকি কর্তৃত্বপরায়ণ, জন?'

'কর্তৃত্বপরায়ণ। এ-কারণেই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি আমি। ওর গায়েও অনেক জোর। সে প্রায়ই আমার সঙ্গে লেগে থাকত। প্রায়ই জোরে জোরে পিঠে ঘুসি মারত। ওর কাছে এটা ছিল মজার খেলা। কিন্তু একবার আমি শিরদাঁড়ায় খুব ব্যথা পাই। ওকে খুন করতে ইচ্ছে করছিল আমার। হ্যান্ডশেক করার সময় সে আপনার হাতের আঙুল ভেঙে দিতে চাইবে। দুঃখিত হওয়ার ভান করে ব্রুস, তবে মানুষকে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পায়...'

টেপ বন্ধ করল জাড। ভাবছে। খুনীর কনসেপ্টের সঙ্গে সমকামিতার প্যাটার্ন যায় না। তবে ব্রুস বয়েড ছিল ধর্ষকামী এবং আত্মম্ভরী।

তালিকার দুটো নামের ওপর চোখ বুলাল জাড : টেরি ওয়াশবার্ন, হলিউডে একজনকে হত্যা করেছে সে, যদিও কথাটা উল্লেখ করেনি একবারও; এবং ব্রুস বয়েড, জন হ্যানসনের শেষ প্রেমিক। এদের কেউ একজন যদি খুনী হয়—তাহলে কোন্‌জন?

সাটল প্লেসের একটি পেন্টহাউজ স্যুইটে থাকে টেরি ওয়াশবার্ন। গোটা অ্যাপার্টমেন্টে গোলাপি রঙের ছড়াছড়ি, পীড়া দেয় চোখ। দেয়াল, আসবাব, জানালার পর্দা সবকিছুই গোলাপি রঙের। দেয়ালে ফরাসি চিত্রকরদের ছবি ঝুলছে। জাড ম্যানেট, ডেগা, মডেট আর রেনোয়ার ছবি চিনতে পারল।

টেরি ঢুকল ঘরে। জাড টেরিকে ফোন করে বলেছে সে বাসায় আসবে। টেরি রেডি হয়ে থেকেছে। টেরির পরনে অত্যন্ত স্বচ্ছ গোলাপি নেগলিজি। ভেতরে আর

কিছু নেই বলে দেখা যাচ্ছে সব।

'তুমি সত্যি এসেছ,' খুশি-খুশি গলায় বলল টেরি।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে,' এই প্রথম টেরিকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করল জাড।

খুশি হয়ে গেল টেরি। 'অবশ্যই। ড্রিঙ্ক চলবে তো?'

'না। ধন্যবাদ।'

'তাহলে আমি একাই নেব।' বলল টেরি। প্রকাণ্ড লিভিংরুমের কিনারে কোরাল শেলের বার-এর দিকে পা বাড়াল।

জাড ওর দিকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল।

ড্রিঙ্ক নিয়ে ফিরে এল টেরি। গোলাপি কাউচে, জাডের পাশে বসল। 'তাহলে শেষপর্যন্ত সত্যি তুমি এলে।' বলল সে। 'আমি জানতাম আমার আহ্বান তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না জাড। তোমার জন্য যা করা সম্ভব আমি করব। শুধু মুখ ফুটে একবার বলো।' ড্রিঙ্কের গ্লাস নামিয়ে রেখে জাডের ট্রাউজার্সে হাত রাখল টেরি।

জাড টেরির হাত নিজের মুঠোয় পুরল। 'টেরি, আমি তোমার সাহায্য চাই।'

টেরি নিজের ভাবনায় মশগুল। 'আমি জানি, বেইবি,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'আমি তোমাকে এমনভাবে রমণ করব এরকম রতিসুখ জীবনেও পাওনি তুমি।'

'টেরি—আমার কথা শোনো! কেউ একজন খুন করতে চাইছে আমাকে!'

চোখে বিস্ময় ফুটল টেরির। অভিনয়—নাকি সত্যি?

'ফর ক্রাইস্টস শেক! কে—কে তোমাকে খুন করতে চাইছে?'

'আমার রোগীদের মধ্যে কেউ।'

'কিন্তু—জেসাস—কেন?'

'আমি সেটাই জানতে চাইছি, টেরি। তোমার কোনো বন্ধুবান্ধব কখনো খুনখারাবির কথা বলেছে? ধরো পার্টিগেম হিসেবে?'

মাথা নাড়ল টেরি। 'না।'

'ডন ভিনটন নামে কাউকে চেনো?' তীক্ষ্ণচোখে ওকে দেখছে জাড।

'ডন ভিনটন? উম্‌ম্‌। আমার কি চেনার কথা?'

'টেরি—রক্তারক্তি, খুনোখুনি ইত্যাদি। তুমি কী চোখে দ্যাখো?'

শিউরে উঠল টেরি। ওর কবজি চেপে ধরে আছে জাড। টের পেল পালস লাফাচ্ছে। 'খুনখারাবি তোমাকে উত্তেজিত করে তোলে?'

'জানি না।'

'একটু ভেবে জবাব দাও,' অনুনয় করল জাড। 'হত্যা-খুন এসব চিন্তা তোমার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে না?'

'না! অবশ্যই না।'

'আমাকে বলোনি কেন যে হলিউডে একজনকে তুমি খুন করেছ?'

লম্বা নখঅলা আঙুল বাড়িয়ে জাডের মুখ খামচে দেয়ার চেষ্টা করল টেরি। খপ করে ওর কবজি ধরে ফেলল জাড।

'হারামজাদা! এটা কুড়ি বছর আগের ঘটনা...এজন্যই তুই তাহলে এখানে এসেছিস। বেরিয়ে যা এখান থেকে। বেরো!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে এলিয়ে পড়ল টেরি।

জাড ওকে একমুহূর্ত দেখল। টেরিকে খুনের ঘটনায় জড়িয়ে ফেলা সহজ। ওর নিরাপত্তাহীনতা, আত্মবিশ্বাসের অভাবের সুযোগ নিয়ে যে-কেউ ওকে ব্যবহার করতে পারে। একতাল নরম কাদামাটি যেন টেরি, ওকে চমৎকার একটি মূর্তি কিংবা ভয়ংকর অস্ত্র—দুটোতেই রূপান্তর ঘটানো যায়। প্রশ্ন হল, টেরিকে শেষ কে ব্যবহার করেছে? ডন ভিনটন?

খাড়া হল জাড। 'আমি দুঃখিত।'

বেরিয়ে এল ও গোলাপি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

গ্রিনউইচ ভিলেজের পার্কের ধারের একটি বাড়িতে থাকে ব্রুস বয়েড। সাদা জ্যাকেট পরা এক ফিলিপিনো বাটলার খুলে দিল দরজা। জাড নিজের নাম বলল। বৈঠকখানায় বসতে দেয়া হল ওকে। অদৃশ্য হয়ে গেল বাটলার। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর পনেরো মিনিট। বিরক্ত বোধ করছে জাড। তার এখানে আসার খবরটা ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলিকে জানানো উচিত ছিল। জাডের ধারণা ওর জীবনের ওপর খুব শীঘ্রি হামলা হবে।

আবার আবির্ভাব ঘটল বাটলারের। 'মি. বয়েড আপনার সঙ্গে এখন দেখা করবেন।' জাডকে সে চমৎকার গোছানো একটা স্টাডিরুমে নিয়ে এল। তারপর চলে গেল।

বয়েড ডেস্কে বসে কিছু লিখছিল। সুঠাম, একহারা গড়ন, খুবই সুদর্শন। মাথায় থোকা-থোকা সোনালি চুল। জাডকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ছয়ফুট তিনইঞ্চি লম্বা সে, বুক এবং কাঁধ ফুটবল-খেলোয়াড়দের মতো। জাড তার সম্ভাব্য খুনীর একটি ছবি এঁকেছে মনে-মনে। ব্রুস বয়েডের সঙ্গে সেই খুনীর বেশ মিলে যায়।

বয়েডের কণ্ঠ নরম, ভদ্রোচিত। 'আপনাকে অপেক্ষায় রাখার জন্য ক্ষমা চাইছি, ড. স্টিভেন্স।' হাসিমুখে বলল সে। 'আমি ব্রুস বয়েড।' হাত বাড়িয়ে দিল।

জাডও তার দিকে হাত বাড়াল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গ্রানিট পাথরের আঘাত লাগল মুখে। ঘুসি মেরে বসেছে ব্রুস। ছিটকে গিয়ে একটা ল্যাম্পের সঙ্গে ধাক্কা খেল জাড, হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল।

'সরি, ডক্টর,' জাডের দিকে তাকিয়ে বলল বয়েড। 'আপনার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। উঠে পড়ুন। আপনার জন্য ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি।'

মাথায় একটা ঝাঁকি দিল জাড। মেঝে থেকে উঠতে যাচ্ছে, জুতোর ডগা দিয়ে ওর কুঁচকিতে লাথি কষাল বয়েড। আর্তনাদ করে মেঝেতে আবার পড়ে গেল জাড। 'আমি আপনার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

তীব্র ব্যথার ঢেউ শরীরে, মুখ তুলে চাইল জাড। লোকটা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে সামনে। কথা বলার চেষ্টা করল জাড, রা ফুটল না।

'কথা বলতে হবে না,' সহানুভূতির গলায় বলল বয়েড। 'ব্যথা পাবেন। আমি জানি আপনি এখানে কেন এসেছেন। জনির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করেছে জাড। ধাঁই করে লাথি এসে লাগল। চোখের সামনে যেন রক্তের পর্দার বিস্ফোরণ ঘটল। বয়েডের গলা মনে হল ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। 'আমরা একে অন্যকে ভালোবাসতাম। কিন্তু তারপর সে আপনার কাছে গেল। আপনি ওর মাথাটা দিলেন আউলা করে। ওকে বোঝালেন আমাদের প্রেম নোংরা। নোংরাটা কে করেছে জানেন, ড. *স্টিভেন্স?* আপনি।'

পাঁজরের হাড় যেন গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল, শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল অসহ্য ব্যথা। চোখের সামনে খেলা করছে অনেকগুলো রঙ, মাথার মধ্যে উজ্জ্বল রঙধনু।

'কীভাবে ভালোবাসতে হবে তা বলার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে, ডক্টর? আপনি দেবতার মতো আপনার অফিসে বসে থাকেন, আপনার মতো করে যারা ভাবতে পারে না তাদের সবাইকে ভৎর্সনা করেন।'

কথাটা সত্য না, জাডের মনের মধ্যে কেউ বলছে। হ্যানসনের আগে কখনো পছন্দ বলে কিছু ছিল না। আমি তাকে পছন্দ করার সুযোগ দিয়েছি। সে তোমাকে পছন্দ করেনি।

'জনি মারা গেছে,' ওর সামনে দাঁড়ানো সোনালি চুলের দানব বলল। 'আপনি আমার জনিকে খুন করেছেন। এবার আমি আপনাকে খুন করব।'

জাডের মুখে আরেকটা লাথি পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল জাড।

ষোলো

অনেকক্ষণ পর, কতক্ষণ জানে না জাড, ফিরে পেল জ্ঞান। অদ্ভুত একটা ঘরে শুয়ে আছে সে। ঘরের এককোণে বসে হু হু করে কাঁদছে ব্রুস বয়েড।

উঠে বসার চেষ্টা করল জাড। প্রচণ্ড শারীরিক ব্যথা ওকে মনে করিয়ে দিল কী ঘটেছে। তীব্র রাগের হল্কা উঠল গায়ে।

জাডের নড়াচড়ার শব্দ শুনে ফিরল বয়েড। সিধে হল, হেঁটে এল বিছানার পাশে। 'সব আপনার দোষ,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'আপনি না থাকলে জনির কিছুই হত না।'

বুকের ভেতর প্রতিশোধ নেয়ার দীর্ঘদিনের অবদমিত ইচ্ছার বিস্ফোরণ ঘটল। রাগ আর ক্রোধে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বয়েডের গলার নলী দু'হাতে টিপে ধরল জাড। বাধা দিল না বয়েড। দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে অবিরাম। জাড তার চোখের দিকে তাকাল। আপনা থেকে আলগা হয়ে এল বজ্রমুষ্ঠি। ছেড়ে দিল সে বয়েডকে। *মাই গড, ভাবল জাড, আমি একজন ডাক্তার। একজন অসুস্থ মানুষ আমাকে হামলা করেছে বলে আমি তাকে খুন করতে চাইছি?* বয়েডকে বিধ্বস্ত, হতভম্ব শিশুর মতো লাগছে।

হঠাৎ বুঝতে পারল জাড, অবচেতন মন ওকে আসলে কী বলতে চাইছে : ব্রুস বয়েড় ডন ভিনটন নয়। হলে এতক্ষণ বেঁচে থাকত না জাড। বয়েডের পক্ষে কাউকে হত্যা করা সম্ভব নয়।

'আপনার কাছে জনি না-গেলে এখন বেঁচে থাকত,' ফোঁপাচ্ছে বয়েড। 'আমি ওকে সবরকমের নিরাপত্তা দিতাম।'

'আমি জন হ্যানসনকে বলিনি আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য,' বলল জাড। 'সে নিজেই আপনাকে ত্যাগ করেছে।'

'আপনি মিথ্যা বলছেন!'

'জনি আমার কাছে আসার আগে তার সঙ্গে আপনার ভুল-বোঝাবুঝি চলছিল।'

অনেকক্ষণ নীরব থাকল বয়েড। তারপর স্বীকার করল, 'জি। আমরা—আমরা সারাক্ষণ মারামারি করতাম।'

'সে নিজেকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল। তার মন তাকে তাড়া দিচ্ছিল স্ত্রী আর সন্তানদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য। জন হেটেরোসেক্সুয়াল হতে চেয়েছে।'

'জি.' ফিসফিস করল বয়েড। 'সারাক্ষণ আমাকে এসব কথা বলত। ভাবতাম আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বলছে।' জাডের দিকে মুখ তুলে চাইল। 'কিন্তু একদিন ও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমাকে আর ভালোবাসল না।' হতাশা ওর কণ্ঠে।

'আপনাকে সে বন্ধু হিসেবে ঠিকই ভালোবাসত,' বলল জাড।

জাডের উপর স্থির চোখ রাখল বয়েড। 'আমাকে সাহায্য করবেন?' আকুল অনুনয় দৃষ্টিতে। 'সা-সাহায্য করুন। আমাকে আপনার সাহায্য করতেই হবে।'

তীব্র বেদনায় কাঁদছে বয়েড। অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল জাড। তারপর বলল, 'হ্যাঁ। সাহায্য করব।'

'আমি স্বাভাবিক হতে পারব?'

'স্বাভাবিক বলে আলাদা কিছু নেই। প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকত্ব রয়েছে। আর দুজন মানুষ কখনো একরকম হয় না।'

'আমাকে হেটেরোসেক্সুয়াল বানিয়ে দিতে পারবেন?'

'সেটা নির্ভর করবে আপনার চাওয়ার ওপর। আমরা আপনার সাইকোঅ্যানালিসিস করতে পারি।'

'যদি ব্যর্থ হন?'

'যদি দেখি আপনি সমকামিতার বাইরে আসতে পারছেন না তাহলে এর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট যাতে করে নিতে পারেন সে-ব্যবস্থা করা যাবে।'

'কবে থেকে শুরু করতে চান?' জিজ্ঞেস করল বয়েড।

'সোমবার আমাকে ফোন করবেন,' জবাব দিল জাড।

ট্যাক্সি চড়ে বাসায় ফিরছে জাড। ভাবছে ডন ভিনটনের কথা। কে এই লোক? এর কোনো পুলিশ-রেকর্ড নেই কেন? নাকি ছদ্মনাম ব্যবহার করছে? নাহ্, মুডি পরিষ্কার বলেছে 'ডন ভিনটন'।

মনোযোগ দিয়ে কিছু ভাবতে পারছে না জাড। ট্যাক্সির ঝাঁকিতে ব্যথায় শরীরের হাড় টনটন করছে। খুনীর খুন করার ধরনের নির্দিষ্ট কোনো প্যাটার্ন নেই। সে ছুরি ব্যবহার করছে, অ্যাসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে শরীর, গায়ের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দিতে চায়, বোমা পেতে রাখে গাড়ির ট্রাংকে। জাড জানে না এর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে।

অ্যাঞ্জেলির কথা মনে পড়ে গেল জাডের। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় শক্ত তালা লাগাতে বলেছে। জাড দারোয়ান মাইক এবং এলিভেটর অপারেটর এডিকে বলবে চোখ কান খোলা রাখতে। এদেরকে সে বিশ্বাস করে।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। দারোয়ান এসে মেলে ধরল ট্যাক্সির দরজা।

নতুন একজন দারোয়ান।

সতেরো

লোকটা বিশালদেহী, কৃষ্ণাঙ্গ। মুখে বসন্তের দাগ, কালো চোখ। গলায় পুরোনো, কাটা একটি দাগ। পরনে মাইকের ইউনিফর্ম। টাইট হয়েছে।

চলে গেছে ট্যাক্সি। জাড লোকটার সঙ্গে একা। হঠাৎ ব্যথার ঢেউ উঠল শরীরে। মাই গড, এখন না! দাঁতে দাঁত ঘষল সে। 'মাইক কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ছুটিতে, ডক্টর।'

ডক্টর! লোকটা তাহলে জানে সে কে। আর মাইক ছুটিতে? এই ডিসেম্বরে?

লোকটার মুখে তৃপ্তির হাসি। জাড রাস্তায় এদিক-ওদিক তাকাল। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু শরীরের যে-দশা, দু-কদমও ছুটতে পারবে না। নিশ্বাস নিলেই শরীরের হাড়গোড়গুলো ঝনঝন করে উঠছে ব্যথায়।

'আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন নাকি?' লোকটার কণ্ঠ নম্র।

জবাব না দিয়ে ঘুরল জাড, অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের লবির দিকে পা বাড়াল। এডির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

দারোয়ান জাডকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল। এডি এলিভেটরে, জাডের দিকে পেছন ফেরা। জাড এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল। প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যথায় ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। এখন দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়ার সময় নয়। লোকটা যেন ওকে একা না পায়।

'এডি!' ডাকল জাড।

এলিভেটরের লোকটা ঘুরল।

একে আগে কখনো দেখেনি জাড। দারোয়ানের ক্ষুদ্র সংস্করণ এ। শুধু গলায় কোনো কাটা দাগ নেই। সন্দেহ নেই এরা দু ভাই। জমজ।

দাঁড়িয়ে পড়ল জাড। দুই ভাইয়ের মাঝখানের ফাঁকে। লবিতে আর কেউ নেই।

'উপরে যাচ্ছি,' বলল এলিভেটরের লোকটা। ভাইয়ের মতো তারও মুখে স্মিত হাসি।

এরা তাহলে মৃত্যুর মুখ। এদেরকে ভাড়া করা হয়েছে। ওরা কি জাডকে লবিতে খুন করবে, নাকি অ্যাপার্টমেন্টে? তাহলে ওরা পালাবার সময় পাবে।

ম্যানেজারের অফিসের দিকে পা বাড়াল জাড। 'মি. কাৎজের সঙ্গে—'

বিশালদেহী জাডের পথ আটকে দাঁড়াল। 'মি. কাৎজ ব্যস্ত, ডক্।' নরম গলায় বলল সে।

এলিভেটরের লোকটা বলল, 'আমি আপনাকে এলিভেটরে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না,' বলল জাড। 'আমি—'

'ও যা বলছে তাই করুন,' কণ্ঠ ভাবাবেগশূন্য।

এমন সময় লবিতে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল। খুলে গেছে দরজা। দুজন নারী আর দুজন পুরুষ হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'এ তো সাইবেরিয়ার চেয়েও খারাপ অবস্থা,' বলল এক মহিলা।

দলটা পা বাড়াল এলিভেটরের দিকে। দারোয়ান এবং এলিভেটর-অপারেটর পরস্পরের দিকে তাকাল নীরবে।

দ্বিতীয় মহিলা এবার কথা বলল। প্লাটিনাম ব্লন্ড সে, উচ্চারণে দক্ষিণী টান। 'আজ সন্ধ্যাটা চমৎকার কেটেছে। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।' পুরুষ দুজনকে বিদায় দেয়ার ভঙ্গি।

দ্বিতীয় পুরুষটি রীতিমতো আপত্তি জানাল। 'আমাদেরকে এক কাপ চা না-খাইয়ে এভাবে বিদায় করে দেয়া ঠিক হচ্ছে?'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, জর্জ,' বলল প্রথম মহিলা।

'কিন্তু বাইরে জিরো ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রা। শরীর একটু গরম অন্তত করে নিতে দাও।'

অপর পুরুষ অনুনয় জানাল। 'শুধু একটা ড্রিঙ্ক। তারপরই আমরা চলে যাব।'

'কিন্তু...'

জাড নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল। *প্লিজ!*

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্লাটিনাম ব্লন্ড। 'ঠিক আছে। তবে শুধু একটা ড্রিঙ্ক। মনে থাকে যেন।'

হাসতে হাসতে এলিভেটরে ঢুকে পড়ল দলটা। জাড চট করে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। অনিশ্চয়তার ভঙ্গি নিয়ে দারোয়ান দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়, তাকিয়ে আছে ভাইয়ের দিকে। এলিভেটরের লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল। বন্ধ করল দরজা।

ওপরে উঠতে শুরু করল এলিভেটর। জাডের অ্যাপার্টমেন্ট পাঁচতলায়। দলটা ওর আগে নেমে পড়লে কপালে খারাবি আছে জাডের। তবে ওর পরে নামলে জাড নিজের বাসায় ঢোকার একটা সুযোগ পাবে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে পারবে।

'কয়তলায় যাবেন?'

স্বর্ণকেশী খিকখিক হাসল। 'জানি না আমার স্বামী দেখে কী বলবে যে দুই আগন্তুককে নিয়ে আমি বাড়িতে ঢুকেছি।' এলিভেটর-অপারেটরের দিকে ফিরল সে। 'দশতলা।'

চেপে রাখা নিশ্বাস ফেলল জাড। চট করে বলল, 'পাঁচতলা।'

এলিভেটর-অপারেটর ঠাণ্ডা-চোখে দেখল জাডকে। পাঁচতলায় আসার পর খুলে দিল দরজা। বেরিয়ে এল জাড। বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা।

যন্ত্রণায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়াল জাড। চাবি দিয়ে দরজা খুলল। ঢুকল ঘরে। বুকের ভেতরে ধড়াশ ধড়াশ করছে। দরজা বন্ধ করল। বোল্টে চেইন লাগাতে যাচ্ছে, ওটা খুলে চলে এল হাতে।

তাকাল জাড। বোল্ট থেকে চেইন কেটে ফেলা হয়েছে। হাত থেকে ফেলে দিল ওটা। পা বাড়াল ফোনের দিকে। মাথাটা বোঁ বোঁ ঘুরছে। ব্যথা সয়ে নেয়ার জন্য কয়েকটা মূল্যবান সেকেন্ড নষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকল জাড। তারপর আবার কদম ফেলল ফোনের দিকে। অ্যাঞ্জেলিকে ফোন করার কথা ভাবছে জাড। কিন্তু অ্যাঞ্জেলি বিছানায়। অসুস্থ। তাছাড়া জাড কী বলবে তাকে! বলবে : 'আমরা নতুন দারোয়ান এবং এলিভেটর-অপারেটর পেয়েছি। আমার ধারণা ওরা আমাকে হত্যা করতে চাইছে।' কিছু ভাবতে পারছে না ও। মাথায় কিছুই আসছে না।

ছোট্ট টিভিসেটের দিকে তাকাল জাড। লবির দৃশ্য দেখা যায়। লবি মানুষশূন্য। ব্যথাটা ফিরে এল আবার। জ্ঞান হারাবার মতো দশা। সমস্যা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করল জাড। ওর এখন ইমার্জেন্সি দশা চলছে... হ্যাঁ, ইমার্জেন্সি। চোখের দৃষ্টি আবার ঝাপসা হয়ে উঠল। রিসিভার নিয়ে এল চোখের সামনে। দেখল ইমার্জেন্সি নাম্বার। তারপর ডায়াল শুরু করল। পঞ্চমবার রিং হওয়ার পর ফোন ধরল একজন। কথা বলল জাড, তবে চোখ টিভির দিকে। দুজন লোক। ভবঘুরের মতো পোশাক। লবি পার হয়ে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

জাডের সময় শেষ হয়ে এল বলে।

দুজন লোক নিঃশব্দে চলে এল জাডের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দাঁড়াল দরজার দুপাশে। বড় জনের নাম রকি। দরজা খোলার চেষ্টা করল। বন্ধ। একটা সেলুলয়েড কার্ড বের করে তালায় ঢোকাল। মাথা ঝাঁকাল ভাইয়ের উদ্দেশে। দুজনেই সাইলেন্সার পেঁচাল রিভলভারে। রকি তালায় ঢোকাল সেলুলয়েড। কার্ডে মোচড় দিল। আস্তে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে। হাতে অস্ত্র। তিনটে বন্ধ-দরজা বাধা হয়ে দাঁড়াল ওদের সামনে। জাডের চিহ্নও নেই। ছোট ভাই, নিক, চেষ্টা করল প্রথম দরজা খুলতে। বন্ধ। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। তালার গায়ে ঠেকাল রিভলভারের নাক। টেনে দিল ট্রিগার। নিঃশব্দে খুলে গেল বেডরুমের দরজা। ওরা ঢুকে পড়ল ঘরে।

কেউ নেই ভেতরে। নিক ক্লজিট পরীক্ষা করছে, রকি ফিরে এল লিভিংরুমে। ওদের নড়াচড়ায় কোনো আড়ষ্টতা বা তাড়াহুড়োর ছাপ নেই। জানে অ্যাপার্টমেন্টে আছে জাড। অসহায়।

নিক দ্বিতীয় বন্ধ-দরজা খোলার চেষ্টা করল। এটাও তালা মারা। গুলি করে উড়িয়ে দিল বোল্ট। ঢুকল ঘরে। ডেন। খালি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল ওরা। এগোল শেষ বন্ধ-দরজার দিকে। টিভি-মনিটরের পাশ দিয়ে

যাচ্ছে. রকি খামচে ধরল ভাইয়ের হাত। লবিতে ঢুকে পড়েছে তিনজন লোক। এদের দুজনের পরনে ইন্টার্নির সাদা জ্যাকেট, চাকাঅলা একটা স্ট্রেচার ঠেলে নিয়ে আসছে। তৃতীয়জনের হাতে মেডিকেল ব্যাগ।

'যা শালা!'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, রকি। কেউ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ বিল্ডিঙে অ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যা কম নয়।'

টিভিতে দেখল দুই ইন্টার্নি স্ট্রেচারসহ ঢুকে পড়েছে এলিভেটরে। দলটা অদৃশ্য হয়ে গেল এলিভেটরের মধ্যে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'সম্ভবত কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে,' বলল নিক। 'পুলিশ আসতে পারে।'

'শালার দুর্ভাগ্য কাকে বলে!'

'দুশ্চিন্তা কোরো না। স্টিভেন্স কোথাও যাচ্ছে না।'

দড়াম করে খুলে গেল অ্যাপার্টমেন্টের দরজা। ডাক্তার এবং দুই ইন্টার্নি তাদের সামনে স্ট্রেচার ঠেলতে ঠেলতে ভেতরে ঢুকল। দুই খুনী চট করে তাদের ওভারকোটের পকেটে চালান করে দিল অস্ত্র।

ডাক্তার হেঁটে গেল দুই ভাইয়ের দিকে। 'উনি কি মারা গেছেন?'

'কে?'

'সুইসাইড ভিক্টিম। বেঁচে আছেন না মারা গেছেন?'

দুই খুনী পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, হতভম্ব।

'আপনারা ভুল অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছেন।'

ডাক্তার খুনীদেরকে পাশ কাটাল। বেডরুমের দরজা খোলার চেষ্টা করল। 'বন্ধ। ভাঙতে হবে দরজা।'

দুই ভাই অসহায়ভাবে দেখল ডাক্তার ও তার দুই ইন্টার্নি কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলেছে দরজা। বেডরুমে পা রাখল ডাক্তার। 'স্ট্রেচার নিয়ে এসো।' বিছানায় শোয়া জাডের পাশে চলে এল সে। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

তাকাল জাড, বিড়বিড় করল, 'হাসপাতাল।'

'সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

দুই খুনী হতাশ-চোখে দেখল ইন্টার্নিরা জাডকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল স্ট্রেচারে, গায়ে চাপাল কম্বল।

'চলো যাই,' বলল রকি।

ডাক্তার দেখল চলে যাচ্ছে ওরা। স্ট্রেচারে শোয়া জাডের দিকে ফিরল সে। জাডের মুখ সাদা। 'তুমি ঠিক আছ তো, জাড?' গভীর উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে।

জাড হাসার চেষ্টা করল। হাসি ফুটল না মুখে। 'দারুণ আছি।' বলল সে। নিজের গলা নিজেই প্রায় শুনতে পেল না। 'ধন্যবাদ, পেট।'

পিটার তার বন্ধুকে একবার দেখল, ডাক্তার মাথা ঝাঁকাল দুই ইন্টার্নের উদ্দেশে। 'লেটস গো!'

আঠারো

হাসপাতালের ঘরটা অন্যরকম। তবে নার্স সেই একই রকম। চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ। চোখ খুলে প্রথমেই নার্সকে দেখতে পেল জাড।

'ড. হ্যারিস আপনাকে দেখতে আসবেন,' বলল নার্স। 'আমি তাকে জানাচ্ছি আপনার ঘুম ভেঙেছে।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মহিলা।

বিছানায় উঠে বসল জাড। সাবধানে নড়াচড়া করছে। চোখে এখনো খানিকটা ঝাপসা দেখছে।

'কলসাল্ট করবে?'

মুখ তুলে চাইল জাড। ড. সিমুর হ্যারিস ঢুকেছেন ঘরে। 'কেমন ঘুম হল, জাড?'

'বাচ্চাদের মতো ঘুমিয়েছি। কী দিয়েছেন আমাকে?'

'সোডিয়াম লুমিডল।'

'এখন কটা বাজে?'

'দুপুর।'

'মাই গড,' বলল জাড। 'আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।'

ড. হ্যারিস ক্লিপবোর্ড থেকে খুলে নিলেন চার্ট। 'জাড, তোমার শরীরের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে। তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। বুদ্ধিমান হলে কটা দিন বিশ্রাম নেবে। তারপর একমাসের জন্য ছুটি কাটাতে যেতে পারবে।'

'ধন্যবাদ, সিমুর।' বলল জাড।

'পিটার সারারাত এখানে ছিল। প্রতিঘণ্টায় ফোন করছে। সে তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে। তার ধারণা গতরাতে তোমাকে কেউ হত্যা করতে চেয়েছে।'

'জানোই তো, ডাক্তাররা কীরকম কল্পনাপ্রবণ হয়।'

হ্যারিস জাডের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। তারপর শ্রাগ করে বললেন, 'তুমি অ্যানালিস্ট। তুমি হয়তো জানো তুমি কী করছ—তবে তুমি যা করতে চাইছ তাতে আমার সমর্থন নেই। তুমি কি সত্যি আর কটা দিন বিছানায় থাকতে পারবে না?'

'পারব না।'

'ঠিক আছে বাঘ মশাই। কাল তোমাকে ছেড়ে দেব।'

জাড আপত্তি করতে গেল, তাকে থামিয়ে দিলেন হ্যারিস।

'তর্ক কোরো না। আজ রোববার। যে-লোকগুলো তোমাকে পিটিয়েছে তাদেরও বিশ্রাম দরকার।'

'সিমুর...'

'আরেকটা কথা। তুমি কি ইদানীং দেরি করে খাচ্ছ?'

'তেমন না।'

'ঠিক আছে। আমি মিস বেডপ্যানকে চব্বিশঘণ্টা সময় দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে মোটাতাজা করার জন্য। আর জাড...'

'বলো?'

'সাবধানে থেকো। তোমার মতো কাস্টমার আমি হারাতে চাই না।' চলে গেলেন ড. হ্যারিস।

জাড চোখ বুজে রইল বিশ্রামের জন্য। বাসনকোসনের ঠনঠন শব্দে চোখ মেলে চাইল। অপূর্ব সুন্দরী এক আইরিশ নার্স একটা ডাইনিং ট্রে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে।

'ঘুম তাহলে ভাঙল, ড. স্টিভেন্স,' হাসল মেয়েটি।

'কটা বাজে?'

'ছটা।'

সারাদিন ও ঘুমিয়েছে।

জাডের বিছানার ট্রেতে খাবার রাখতে শুরু করল সুন্দরী নার্স।

'আজ আপনার জন্য টার্কি এনেছি। কাল ক্রিসমাস ইভ।'

'জানি।' খাবার মুখে দেয়ার পর জাড বুঝতে পারল সে কতটা ক্ষুধার্ত ছিল। ড. হ্যারিস ফোনের সমস্ত লাইন বন্ধ করে রেখেছেন, তাই সারাদিন বিরতিহীন ঘুমাতে পেরেছে জাড। শক্তি সঞ্চয় করেছে। আগামীকাল শক্তির প্রয়োজন হবে।

পরদিন সকাল দশটায় ড. সিমর হ্যারিস ঢুকলেন জাডের ঘরে।

'আমার প্রিয় রোগীটি কেমন আছে?' উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে বললেন তিনি। 'তোমাকে এখন প্রায় মানুষের মতো দেখাচ্ছে।'

'নিজেকে আমার মানুষ-মানুষ মনে হচ্ছে।'

'বেশ। তোমার একজন ভিজিটর আসছে। লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি।'

হতাশ বোধ করল জাড।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে অত্যন্ত উদগ্রীব সে। এ মুহূর্তে পথে আছে।'

ম্যাকগ্রিভি আসছে ওকে গ্রেফতার করতে। জাডের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের অন্ত নেই। একবার ওকে ধরতে পারলে আর আশা নেই। ম্যাকগ্রিভি আসার আগেই কেটে পড়তে হবে ওকে।

'নার্সকে একটু বলবে নাপিত ডেকে আনার জন্য?' বলল জাড। 'আমার শেভ করা দরকার।' ওর গলার স্বর নিশ্চয় অদ্ভুত শুনিয়েছে, কেমন দৃষ্টিতে যেন তার দিকে তাকালেন হ্যারিস। নাকি ম্যাকগ্রিভি তার সম্পর্কে কিছু বলেছে হ্যারিসকে?

'নিশ্চয় জাড,' চলে গেলেন তিনি।

দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র বিছানা থেকে নেমে পড়ল জাড। সিধে হল। টানা দু-রাতের ঘুম জাদুর কাজ করেছে শরীরে। একটু টলছে পা, তবে ও ঠিক হয়ে যাবে। এখন দ্রুত নড়াচড়া করতে হবে। তিন মিনিটের মধ্যে কাপড় পরে নিল জাড।

দরজা খুলল ও। এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, খুলে গেল এলিভেটর ডোর, বেরোল ম্যাকগ্রিভি। পা বাড়াল জাডের ঘরের দিকে। দ্রুত কদম ফেলছে সে, তার পেছনে ইউনিফর্ম-পরা এক পুলিশ আর দুই গোয়েন্দা। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল জাড। বেরিয়ে এল অ্যাম্বুলেন্সের এন্ট্রান্স দিয়ে। এক ব্লক দূরে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল জাড।

ম্যাকগ্রিভি ঘরে ঢুকে দেখল বিছানা খালি, ক্লজিটও। 'জলদি বেরোও,' হুকুম দিল সে অন্যদেরকে। 'ওকে হয়তো এখনো ধরতে পারবে।' ফোন তুলল সে। অপারেটর পুলিশ-সুইচবোর্ডের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটিয়ে দিল। 'ম্যাকগ্রিভি বলছি,' হড়বড় করে বলে গেল সে।

'আমি অল পয়েন্টস বুলেটিন চাই। জরুরি...ড. জাড স্টিভেন্স। পুরুষ। ককেশীয়। বয়স...'

জাডের অফিস-বিল্ডিঙের সামনে থামল ট্যাক্সি। এখন থেকে কোথাও নিরাপদ নয় ও। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে পারবে না জাড। কোনো হোটেলে উঠতে হবে। অফিসে ফেরা বিপজ্জনক। তবে আবার ফিরতেই হল।

ওর একটা ফোন নাম্বার দরকার।

ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে লবিতে চলে এল জাড। শরীরের প্রতিটি গিটে যন্ত্রণা। দ্রুত হাঁটছে ও। জানে হাতে সময় খুব কম। ওরা হয়তো আশা করবে জাড অফিসে ফিরবে। তবে ঝুঁকি নিতেই হচ্ছে। এখন প্রশ্ন একটাই—কে আগে ওকে ধরবে? পুলিশ নাকি ওর গুপ্তঘাতক?

অফিসে পৌঁছে দরজা খুলল জাড। ঢুকল ভেতরে। বন্ধ করে দিল দরজা। ভেতরের অফিস অচেনা, শত্রুভাবাপন্ন মনে হল। জাড জানে সে এখানে তার রোগীদের আর চিকিৎসা করতে পারবে না। তাহলে ওদেরকে ঠেলে দিতে হবে বিপদের মুখে। ডন ভিনটন ওর জীবনটাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে জাডের। ভিনটনের পাঠানো দুই খুনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। ভিনটন নিশ্চয় আবারও ওকে হত্যার চেষ্টা চালাবে। আর হামলা আসতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে।

জাড অ্যানের ফোন-নাম্বার নিতে অফিসে এসেছে। কারণ হাসপাতালে বসে

দুটো জিনিস মনে পড়েছে ওর।

অ্যানের কয়েকটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল জন হ্যানসনের শিডিউলের ঠিক আগে আগে।

অ্যান এবং ক্যারল বহুবার একত্রে কথা বলেছে। ক্যারল হয়তো সরলমনে কিছু ভয়ংকর তথ্য দিয়েছে অ্যানকে। অ্যান এখন বিপদে আছে।

বন্ধ ড্রয়ার খুলে অ্যাড্রেস-বুক বের করল জাড। খুঁজে বের করল অ্যানের নাম্বার। ডায়াল করল। তিনবার রিং বাজার পর ভাবলেশহীন একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'স্পেশাল অপারেটর। কার নাম্বার চাইছেন, প্লিজ?'

জাড নাম্বারটা দিল। কিছুক্ষণ পর অপারেটর ফিরে এল লাইনে। 'দুঃখিত। আপনি ভুল নাম্বারে ফোন করেছেন। ডাইরেক্টরি চেক করুন অথবা ইনফরমেশনের সঙ্গে আলোচনা করুন।'

'ধন্যবাদ,' বলে ফোন রেখে দিল জাড। বসে বসে ভাবল তার অ্যানসারিং সার্ভিস দিনকয়েক আগে কী বলেছে। *অ্যান ছাড়া আর সবার নাম্বার পাওয়া গেছে।* টেলিফোন ডিরেক্টরিতে চোখ বুলাল জাড। কোথাও অ্যান কিংবা তার স্বামীর নাম লেখা নেই। জাড হঠাৎ অনুভব করল অ্যানের সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি। অ্যানের ঠিকানা লিখে নিল সে—'৬১৭ উডসাইড এভিন্যু, বেয়ন, নিউ জার্সি।'

পনেরো মিনিট বাদে অফিস-কাউন্টারে চলে এল জাড গাড়ি ভাড়া করতে। কয়েক মিনিট বাদে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি নিয়ে। ব্লকে একবার চক্কর দিল, কেউ অনুসরণ করছে না নিশ্চিত হয়ে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ অভিমুখে যাত্রা করল।

বেয়নে পৌঁছে একটা ফিলিং স্টেশনে থামল জাড রাস্তা চেনার জন্য। 'পরের কর্নার, তারপর বামে মোড় নেবেন—থার্ড স্ট্রিট।'

'ধন্যবাদ।' গাড়ি ছোটাল জাড। অ্যানকে আবার দেখতে পাবে ভাবতেই বুকের ভেতর ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। হুট করে এভাবে চলে এসেছে। কী বলবে তাকে? ওর স্বামী যদি বাড়ি থাকে?

জাড বামে মোড় নিল, উডসাইড এভিন্যুতে। নাইন হান্ড্রেড ব্লকের বাড়িগুলো ছোট ছোট, পুরোনো। জাড সেভেন হান্ড্রেড ব্লকে ঢুকে পড়ল। এ রাস্তার বাড়িগুলো আরও ছোট।

অ্যান বলেছে সে চমৎকার একটি এস্টেটে থাকে, অরণ্যঘেরা। কিন্তু এদিকে গাছপালাই নেই। অ্যানের দেয়া ঠিকানায় পৌঁছে রীতিমতো একটা ধাক্কা খেল জাড।

৬১৭ একটা ফাঁকা বাড়ি।

উনিশ

গাড়িতে বসে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলানোর চেষ্টা করছে জাড। ভুল ফোন-নাম্বারটা একটা ভুল হতে পারে। ঠিকানাটাও তাই। কিন্তু দুটো ভুল একসঙ্গে হতে পারে না। অ্যান ইচ্ছে করে মিথ্যা বলেছে তাকে। নিজের পরিচয়, কোথায় থাকে, এসব নিয়ে মিথ্যা বলেছে অ্যান। আর কী কী নিয়ে সে মিথ্যা বলতে পারে?

জাড ভাবার চেষ্টা করল অ্যান সম্পর্কে সে কী জানে। আসলে কিছুই জানে না। একদিন হুট করে তার অফিসে ঢুকে পড়েছিল অ্যান। জাডের রোগী হওয়ার জন্য গোঁ ধরেছিল। গত চার হপ্তায় সে যে কবার জাডের কাছে এসেছে, রহস্যের চাদরে মুড়ে রেখেছে নিজেকে। কখনোই সমস্যার কথা বলতে চায়নি। তারপর একদিন হঠাৎ এসে বলল তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এবং চলে যাচ্ছে সে। প্রতিবার ভিজিটে নগদ টাকা দিয়েছে সে জাডকে। ফলে তাকে চিহ্নিত করার আর উপায় থাকল না। কিন্তু রোগী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন এবং পরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া— কী কারণ থাকতে পারে এর?

কেউ যদি তাকে খুন করতে চায়, ওর অফিসের রুটিন জানতে চায়, জানতে চায় অফিসের ভেতরটা কীরকম— রোগী হিসেবে প্রবেশ করার মতো ভালো উপায় আর আছে কি? অ্যান সেটাই করছে। ডন ভিনটন তাকে পাঠিয়েছে। যা যা জানার দরকার জেনে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

পুরো ব্যাপারটাই ছিল অ্যানের ভান। জাডের ব্যাপারে ডন ভিনটনের কাছে রিপোর্ট দেয়ার সময় দুজনে নিশ্চয় ওকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। জাড কী বোকা! সে কিনা এমন এক নারীর প্রেমে পড়েছে যাকে পাঠানো হয়েছে জাডকে হত্যার পথ সুগম করে দেয়ার জন্য।

কিন্তু জাডের অনুমান যদি সত্য না হয়? যদি এমন হয় অ্যান তার কাছে সত্যি কোনো সমস্যা নিয়ে এসেছে? নকল নাম নিয়েছে এ ভয়ে যে কেউ তাকে বিব্রত করেছে। সমস্যার সমাধান হওয়ার পরে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার আর অ্যানালিস্টের প্রয়োজন নেই। এমন হওয়াও সম্ভব যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হচ্ছে অ্যানকে।

রাস্তার ওপারের এক বাড়ি থেকে ছেঁড়া হাউজকোট পরা এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। কটমট করে তাকিয়ে থাকল জাডের দিকে। গাড়ি ঘোরাল জাড। ফিরে চলল জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ অভিমুখে।

জাডের পেছনে গাড়ির লাইন। এদের কেউ কি ওকে অনুসরণ করছে? কিন্তু অনুসরণ করবেই বা কেন? ওর শত্রুরা জানে কোথায় পাওয়া যাবে জাডকে। তবে আর চুপচাপ বসে থাকবে না জাড। হামলা এলে এবারে সে প্রত্যাঘাত করবে। এবং কাজটা করবে ম্যাকগ্রিভি ওকে ধরে জেলে পুরে দেয়ার আগেই।

ম্যানহাটানের দিকে চলেছে জাড। ওর কাছে সম্ভাব্য একমাত্র চাবি ছিল অ্যান। আর সে কোনো চিহ্ন না-রেখেই অদৃশ্য। পরশুদিন দেশের বাইরে চলে যাবে অ্যান।

জাড হঠাৎ উপলব্ধি করল অ্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের একটাই উপায় আছে।

ক্রিসমাস ইভ বলে প্যান অ্যামের অফিস লোকের ভিড়ে সরগরম। জাড ভিড় ঠেলে কাউন্টারে গেল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। কাউন্টারের পেছনে ইউনিফর্ম-পরা মেয়েটা তাকে পেশাদারী হাসি উপহার দিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। ম্যানেজার ফোনে ব্যস্ত।

জাডের খুব ইচ্ছে করল একটা প্লেন ধরে পালিয়ে যায়। সে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিধ্বস্ত। ডন ভিনটনের যেন সেনাবাহিনী আছে, কিন্তু জাড একা। ভিনটনের বিরুদ্ধে সে একা কী করতে পারবে?

'আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

ঘুরল জাড। লম্বা, বিশীর্ণ এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে কাউন্টারের পেছনে। 'আমি ফ্রেন্ডলি,' বলল সে। অপেক্ষা করল তার জোক শুনে হাসবে জাড। চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল জাড। 'চার্লস ফ্রেন্ডলি, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি ড. স্টিভেন্স। আমার এক রোগীর খোঁজে এসেছি। তিনি কাল ইউরোপে যাওয়ার ফ্লাইট বুক করেছেন।'

'নাম?'

'ব্লেক, অ্যান ব্লেক।' ইতস্তত করল সে। 'সম্ভবত মি. এবং মিসেস অ্যান্থনি ব্লেকের নামে টিকেট বুক করা হয়েছে।'

'কোন্ শহরে যাবেন ওরা?'

'আ-আমি ঠিক জানি না।'

'সকাল নাকি বিকেলের ফ্লাইট বুক করেছেন তারা?'

'আমি এও জানি না তারা আপনাদের এয়ারলাইনে যাচ্ছে কিনা।'

মি. ফ্রেন্ডলির চোখ থেকে বন্ধুভাবাপন্ন দৃষ্টি মুছে গেল। 'সেক্ষেত্রে আমি বোধহয় আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারব না।'

হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল জাড। 'এটা খুব আর্জেন্ট। যাওয়ার আগে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করতেই হবে।'

'ডক্টর, প্যান-আমেরিকানের একাধিক ফ্লাইট প্রতিদিন আমস্টারডাম, বার্সেলোনা, বার্লিন, ব্রাসেলস, কোপেনহেগেন, ডাবলিন, ডুসেনডর্ফ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, হামবুর্গ, লিসবন,

লন্ডন, মিউনিখ, প্যারিস, রোম, ম্যানড, স্টুটগার্ট এবং ভিয়েনায় যাতায়াত করে। অন্যান্য বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনগুলোও তাই করে। কাজেই আপনাকে প্রতিটির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে হবে। তবে আপনি গন্তব্য এবং ডিপারচার টাইম বলতে না পারলে এরা কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।' অধৈর্য ফুটল মি. ফ্রেন্ডলির চেহারায়।

'ইফ ইউ'ল এক্সকিউজ মি...' সে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'দাঁড়ান!' বলল জাড। ও কী করে বোঝাবে বেঁচে থাকার এটাই তার শেষ সুযোগ? তাকে কে হত্যা করতে চাইছে জানার শেষ সংযোগ।

বিরক্ত হল ফ্রেন্ডলি, 'বলুন?'

জাড জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'আপনাদের সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেম নেই?' জিজ্ঞেস করল ও। 'যেখানে আপনি যাত্রীদের নাম পাবেন...'

'ফ্লাইট নাম্বারটা বলতে পারলে হত।' বলল মি. ফ্রেন্ডলি। ঘুরে দাঁড়াল এবং চলে গেল।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকল জাড। অসুস্থ লাগছে। পরাজিত। ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

কালো রোব, কালো হ্যাট-পরা মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীদের মতো একদল ইটালিয়ান প্রিস্ট বিমানবন্দরে ঢুকল। হাতে কাডবোর্ডের সস্তা সুটকেস। ইটালিয়ান ভাষায় জোরে জোরে কথা বলছে তারা। সম্ভবত ছুটি কাটিয়ে রোমের বাড়িতে ফিরছে।

সন্ন্যাসীরা তাদের এয়ারলাইনের টিকেট দিল এক তরুণ প্রিস্টের কাছে। কাউন্টারের মেয়েটির দিকে শশব্যস্তে এগিয়ে গেল সে। জাড বহির্গমনের দিকে তাকাল। ধূসর ওভারকোট-পরা বিশালদেহী এক লোক দোরগোড়ায়।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। ওর কপালে যা আছে তাই ঘটবে। ঘুরল জাড। প্রিস্টদের দলটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে পড়ল একটা কথা শুনে।

'Guardate the ha fallo it don vinton !'

কথাটা শুনে মুখে রক্ত জমল জাডের। ঘুরল ছোটখাটো প্রিস্টের দিকে। তার হাত ধরল। কর্কশ শোনাল গলা, 'এক্সকিউজ মি। আপনি 'ডন ভিনটন' কথাটা উচ্চারণ করলেন?'

প্রিস্ট ফাঁকা-চোখে তাকাল জাডের দিকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য জাডের হাতে চাপড় দিল।

জাড আরও জোরে চেপে ধরল হাত। 'দাঁড়ান।'

প্রিস্ট নার্ভাস ভঙ্গিতে দেখছে ওকে। জাড জিজ্ঞেস করল, 'ডন ভিনটনটা কে? তাকে আমার কাছে নিয়ে চলুন।'

প্রতিটি প্রিস্ট স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জাডের দিকে। বেঁটে প্রিস্ট তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, '*Fun american metto*।'

একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল প্রিস্টদের মধ্যে। চোখের কোণ দিয়ে জাড দেখল ফ্রেন্ডলি কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে ওকে। ফ্রেন্ডলি কাউন্টার-গেট খুলল, জাডের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জাড আতঙ্কিত না-হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল। ছেড়ে দিল বাচ্চা প্রিস্টের হাত, ওর দিকে ঝুঁকল, ধীরে তবে স্পষ্ট গলায় বলল, 'ডন ভিনটন!'

বেঁটে প্রিস্ট একমুহূর্ত দেখল জাডকে, তারপর খুশিতে উদ্ভাসিত হল নিজের চেহারা, 'ডন ভিনটন!'

ম্যানেজার মারমুখী চেহারা নিয়ে হনহন করে এগিয়ে আসছেন। জাড প্রিস্টের দিকে তাকিয়ে উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। বেঁটে প্রিস্ট ছেলেটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ডন ভিনটন—বিগম্যান।'

আর তখন সমস্ত ধাঁধা রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল।

কুড়ি

'আস্তে, আস্তে,' কর্কশগলায় বলল অ্যাঞ্জেলি। 'আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দুঃখিত,' বলল জাড। গভীর দম নিল। 'আমি জবাবটা পেয়ে গেছি।' অ্যাঞ্জেলির গলা শুনে এমন স্বস্তিবোধ করছে সে, জড়িয়ে যাচ্ছে কথা। 'আমি এখন জানি কে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। আমি জানি ডন ভিনটন কে।'

বিদ্রূপের মতো শোনাল অ্যাঞ্জেলির কণ্ঠ। 'আমরা কোনো ডন ভিনটনের সন্ধান পাইনি।'

'কেন পাননি জানেন? কারণ ডন ভিনটন কোনো লোকের নাম নয়। এটা ইটালিয়ান এক্সপ্রেশন। এর মানে হল 'বিগম্যান'। মুডি আমাকে ওটাই বলতে যাচ্ছিল। ওই বিগম্যান আমার পিছু নিয়েছে।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'ইংরেজিতে এর কোনো অর্থই দাঁড়ায় না।' বলল জাড। 'তবে ইটালিয়ান ভাষায় কথাটা বলা হলে এটা কি আপনার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না? খুনেদের কোনো সংগঠন যার নেতৃত্বে রয়েছে বিগম্যান?'

ফোনে দীর্ঘ বিরতি। 'লা কোসা নোসত্রা?'

'এছাড়া আর কে এ-ধরনের অস্ত্র এবং খুনেদের সমন্বয় ঘটাতে পারবে? অ্যাসিড, বোমা—বন্দুক!

'কিন্তু আপনাকে লা কোসা নোসত্রা খুন করতে চাইবে কেন?'

'আমি জানি না। তবে আমি জানি আমার ধারণা সঠিক। মুডি বলেছিল একদল লোক আমাকে খুন করতে চাইছে।'

'এরকম অদ্ভুত থিওরির কথা জীবনে শুনিনি।' বলল অ্যাঞ্জেলি। বিরতি দিল। তারপর যোগ করল। 'তবে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আপনি ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না।' জবাব দিল জাড।

'বলবেন না,' জরুরি গলায় বলল অ্যাঞ্জেলি। 'আপনার অনুমান ঠিক হলে এর ওপর আপনার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। অফিস কিংবা বাড়ির ধারেকাছেও যাবেন না।'

'যাব না,' বলল জাড। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। 'আপনি কি জানেন ম্যাকগ্রিভি আমাকে গ্রেফতার করার জন্য ওয়ারেন্ট বের করেছে?'

'হ্যাঁ,' ইতস্তত করল অ্যাঞ্জেলি। 'ম্যাকগ্রিভি একবার ধরতে পারলে আপনার বাঁচার আর সম্ভাবনা নেই।'

মাই গড! তাহলে সে ম্যাকগ্রিভি সম্পর্কে ঠিকই অনুমান করেছে। কিন্তু এসবের পেছনে ম্যাকগ্রিভি কলকাঠি নাড়ছে বিশ্বাস হতে চায় না। কেউ তাকে পরিচালনা করছে... *ডন ভিনটন। দ্য বিগম্যান।*

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

জাডের গলা শুকিয়ে গেল হঠাৎ. 'হ্যাঁ।'

ফোনবুথের বাইরে ধূসর ওভারকোট-পরা এক লোক তাকিয়ে আছে জাডের দিকে। এ লোককে কি সে আগেও দেখেছে?

'অ্যাঞ্জেলি...?'

'বলুন!'

'আমি অন্যদেরকে চিনি না। জানি না তারা কীরকম দেখতে। এরা ধরা না পড়লে তো আমার বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

বুথের বাইরের লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

অ্যাঞ্জেলি বলল, 'আমরা সোজা এফবিআইর কাছে যাব। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে। সে আপনাকে প্রটেকশন দেবে।' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল অ্যাঞ্জেলি।

'ঠিক আছে,' কৃতজ্ঞগলায় বলল জাড।

'আপনি কোথায়?'

'প্যান অ্যাম ভবনের নিচের লবির ফোনবুথে।'

'ওখানেই থাকুন। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে থাকুন। আমি আসছি।' ক্লিক শব্দে কেটে গেল লাইন। ফোন রেখে দিয়েছে অ্যাঞ্জেলি।

স্কোয়াড-রুমের ডেস্কে ফোন রেখে দিল সে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। করিডোর ধরে পা বাড়াল ক্যাপ্টেনের অফিসের দিকে। দরজায় নক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

জীর্ণ চেহারার একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছেন ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি। ঘরে বিজনেস-সুট পরা এফবিআইর দুজন লোক। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে চাইলেন ক্যাপ্টেন, 'তো!'

মাথা দোলাল ডিটেকটিভ। 'চেক করা হয়েছে। প্রপার্টি কাস্টডিয়ান বলছে সে বুধবার বিকেলে এভিডেন্স লকার থেকে ক্যারল রবার্টসের চাবি নিয়ে নেয় এবং বুধবার গভীর রাতে ফিরে আসে। এজন্য প্যারাফিন টেস্ট নেগেটিভ পাওয়া গেছে— সে ড. স্টিভেন্সের অফিসে আসল চাবি ব্যবহার করে ঢুকেছে। কাস্টডিয়ান তাকে এ-ব্যাপারে কখনো প্রশ্ন করেনি। কারণ সে জানত কেসটা ওই দেখছে।'

'ও এখন কোথায়, জানো?' এফবিআই'র তরুণ সদস্য জানতে চাইল।

'না। তার পেছনে ফেউ লাগিয়েছিলাম। ছুটে গেছে। যে-কোনো জায়গায় থাকতে পারে সে।'

'সে ড. স্টিভেন্সকে খুঁজে বেড়াবে,' বলল দ্বিতীয় এফবিআই এজেন্ট।

ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি এফবিআই'র লোকদের দিকে ঘুরলেন। 'ড. স্টিভেন্সের বেঁচে থাকার সুযোগ কতটুকু?'

মাথা নাড়ল ওরা। 'আমাদের আগে ওরা যদি তাকে খুঁজে পায় তাহলে কোনো সুযোগ নেই।'

মাথা ঝাঁকালেন বার্তেল্লি। 'ওকে আগে খুঁজে পেতে হবে,' কণ্ঠস্বর ভয়ংকর শোনাল। 'আমি অ্যাঞ্জেলিকেও ফেরত চাই। কীভাবে ওর খোঁজ পাবে জানতে চাই না।' ডিটেকটিভের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ওকে খুঁজে বের করো, ম্যাকগ্রিভি।'

পুলিশ-রেডিও খরখর করে উঠল। একটা ম্যাসেজ দিচ্ছে।

'কোড টেন... কোড টেন... অল কারস... পিকআপ ফাইভ...'

রেডিওর সুইচ অফ করে দিল অ্যাঞ্জেলি। 'কেউ জানে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি?'

'কেউ জানে না,' জবাব দিল জাড।

'লা কোসা নোসত্রার ব্যাপারে কারো সঙ্গে আলোচনা করেননি?'

'শুধু আপনার সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলি। সন্তুষ্ট।

জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ পার হল ওরা, যাচ্ছে নিউজার্সির দিকে। তবে সবকিছু বদলে গেছে। আগে ভীত ছিল সে, এখন অ্যাঞ্জেলিকে পাশে পেয়ে নিজেকে আর শিকার মনে হচ্ছে না। এখন সে শিকারি। এ ভাবনা তার ভেতরে গভীর তৃপ্তি এনে দিল।

অ্যাঞ্জেলির পরামর্শে জাড ভাড়া-করা গাড়িটা ম্যানহাটানে ফেলে এসেছে, চলেছে অ্যাঞ্জেলির গাড়িতে। ওরা ওল্ড টাপ্পানে যাচ্ছে।

'আপনি দারুণ একটা কাজ করেছেন, ডক্টর,' বলল অ্যাঞ্জেলি।

জাড বলল, 'ব্যাপারটা আরো আগে ভাবা উচিত ছিল। মুডি আমার গাড়িতে বোমা দেখার পরে আসল সত্যটা বুঝতে পেরেছিল। লা কোসা নোসত্রার কাছে সব ধরনের অস্ত্র আছে।'

আর অ্যান। অপারেশনের সে একটা অংশ। এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে ওরা জাডকে হত্যা করতে পারে। তবু অ্যানকে এখনো ঘৃণা করতে পারছে না জাড। অ্যান যাই করুক, জাড ওকে কোনোদিনই ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে না।

মেইন হাইওয়ে ছাড়ল অ্যাঞ্জেলি। জঙ্গলাকীর্ণ একটা রাস্তার দিকে এগোল।

'আপনার বন্ধু জানে আমরা আসছি?' প্রশ্ন করল জাড।

'তাকে ফোন করেছি। সে আপনার জন্য রেডি হয়ে আছে।'

একটা সাইডরোডে গাড়ি ঢোকাল জাড। মাইলখানেক চলার পরে একটা ইলেকট্রিক গেটের সামনে থামাল গাড়ি। গেটের ওপরের একটা ছোট টিভি-ক্যামেরা। ক্লিক শব্দে খুলে গেল গেট, তারপর বন্ধ হয়ে গেল ওদের পেছনে। লম্বা, আঁকাবাঁকা ড্রাইভওয়ে দিয়ে চলতে শুরু করল ওরা। গাছপালার ফাঁকে প্রকাণ্ড একটা বাড়ির ছাদ চোখে পড়ল জাডের। ছাদের ওপরে, সূর্যালোকে ঝলসে উঠল একটি ব্রোঞ্জের রুস্টার।

ওটার লেজটা ভাঙা।

একুশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টাসের নিয়ন-আলোকিত সাউন্ডপ্রুফ ঘরে একডজন পুলিশ অফিসার প্রকাণ্ড সুইচবোর্ড নিয়ে ব্যস্ত। বোর্ডের দুপাশে ছ-জন করে অপারেটর। সোমবার বিকেলে এদের মধ্যে বাড়তি উত্তেজনার সৃষ্টি হল। প্রতিটি টেলিফোন-অপারেটর পূর্ণ মনোযোগে তার কাজ করে চলেছে। ঘরে এফবিআই এজেন্ট এবং বেশ কয়েকজন পুলিশ ডিটেকটিভ আসা-যাওয়া করছে। অর্ডার দিচ্ছে, নিচ্ছে। ড. জাড স্টিভেন্স এবং ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক অ্যাঞ্জেলিকে খুঁজছে তারা।

ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি মেয়র ক্রাইম কমিশনের সদস্য অ্যালেন গুলিভানের সঙ্গে কথা বলছেন। ভেতরে ঢুকল ম্যাকগ্রিভি। গুলিভানের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে ম্যাকগ্রিভির। গুলিভান ভালো মানুষ। বার্তেল্লি আলোচনা বন্ধ করে ম্যাকগ্রিভির দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমরা একজন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়েছি,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'এক দারোয়ান। ড. স্টিভেন্সের অফিসভবনের বিপরীতদিকের বিল্ডিঙে কাজ করে। বুধবার রাতে ড. স্টিভেন্সের অফিসে ঢুকে পড়ে কেউ। দারোয়ান তখন ডিউটিতে। সে দুজন লোককে ঢুকতে দেখে বিল্ডিঙে। স্ট্রিট ডোর বন্ধ ছিল। তারা চাবি দিয়ে দরজা খোলে। ছবি দেখানোর পর দারোয়ান একজনকে চিনতে পেরেছে অ্যাঞ্জেলি বলে।'

'কিন্তু বুধবার রাতে তো অ্যাঞ্জেলির বাড়িতে শুয়ে থাকার কথা। তার ফ্লু হয়েছিল।'

'ঠিক।'

'দ্বিতীয়জন?'

'দারোয়ান তার মুখ ভালোভাবে দেখতে পায়নি।'

অপারেটর সুইচবোর্ডে পিটপিট করতে থাকা অসংখ্য লাল আলোর একটি জ্বেলে দিল। ফিরল ক্যাপ্টেন বার্তেল্লির দিকে। 'আপনার ফোন, ক্যাপ্টেন। নিউজার্সি হাইওয়ে পেট্রল।'

বার্তেল্লি এক্সটেনশন ফোন ধরলেন। 'ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি।' একমুহূর্ত শুনলেন তিনি। 'আর ইউ শিওর?... গুড! রোড ব্লক করো। আমি চাই গোটা এলাকা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেবে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে...ধন্যবাদ।' ফোন রেখে

দুজনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমরা একটু সূত্র পেয়েছি। নিউজার্সির এক টহলদার পুলিশ অ্যাঞ্জেলির গাড়ি দেখতে পেয়েছে অরেঞ্জবার্গের কাছে, সেকেন্ডারি রোডে। হাইওয়ে পেট্রল গোটা এলাকায় চিরুনি-অভিযান চালাচ্ছে।'

'ড. স্টিভেন্স?'

'সে অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে গাড়িতে আছে। আমরা ওদেরকে খুঁজে পাব।'

ম্যাকগ্রিভি দুটো সিগার বের করল। একটা দিল গুলিভানকে, মাথা নাড়ল সে। নেবে না। বার্তেল্লি নিলেন। বাকি সিগার দুই ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজল ম্যাকগ্রিভি।

'ড. স্টিভেন্সের মধ্যে কোনো গলদ নেই। আমি সম্প্রতি তার এক ডাক্তার-বন্ধু, ড. পিটার হ্যাডলির সঙ্গে কথা বলেছি। সে দিনকয়েক আগে স্টিভেন্সের অফিসে গিয়েছিল। অ্যাঞ্জেলিকে সে ওখানে বন্দুক-হাতে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। অ্যাঞ্জেলি বানোয়াট একটা গল্প বলে যে চোর ঢুকেছিল স্টিভেন্সের অফিসে। আমার ধারণা ড. হ্যাডলি ওই সময় উপস্থিত হওয়ার কারণে জানে বেঁচে যায় স্টিভেন্স।'

'অ্যাঞ্জেলিকে আপনার প্রথম সন্দেহ হল কখন?' জিজ্ঞেস করল গুলিভান।

'কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে ওর একটা বিরোধের খবর শুনতে পাই আমি,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চায়নি। ভয় পাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম না কেন। তবে এসব কিছুই অ্যাঞ্জেলিকে বলিনি আমি। তবে ওর ওপর চোখ রাখতে শুরু করি। হ্যানসন খুন হওয়ার পর অ্যাঞ্জেলি আমার কাছে এসে জানতে চায় এ কেস নিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করতে পারবে কিনা। সে বানিয়ে বলে আমার সে খুব ভক্ত এবং সবসময় আমার পার্টনার হয়ে কাজ করতে চেয়েছে। ওর কোনো মতলব আছে বুঝতে পারছিলাম। ক্যাপ্টেন বার্তেল্লির অনুমতি নিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে শুরু করি আমি। ওই সময় আমি ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না হ্যানসন এবং ক্যারল রবার্টসের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ডি. স্টিভেন্স জড়িত কিনা। তবে অ্যাঞ্জেলিকে ফাঁদে ফেলার জন্য স্টিভেন্সকে ব্যবহার করতে শুরু করি আমি। স্টিভেন্সের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা কেস সাজাই এবং অ্যাঞ্জেলিকে বলি খুনের দায়ে আমি ডাক্তারকে জেলে ঢোকাব। আমি ভেবেছি অ্যাঞ্জেলি যদি বুঝতে পারে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে না, সে রিল্যাক্স বোধ করবে এবং অসতর্ক হয়ে উঠবে।'

'এতে কাজ হয়েছে?'

'না। জাডকে জেলে যাতে ঢুকতে না হয় সেজন্য চেষ্টা করতে থাকে অ্যাঞ্জেলি।'

বিস্মিত গুলিভান। 'কেন?'

'কারণ জাডকে সে খুন করতে চাইছিল। জাড ঢুকলে এটা সম্ভব হত না।'

'ম্যাকগ্রিভি যখন ডাক্তারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, ওই সময় অ্যাঞ্জেলি একদিন এসে আমাকে বলে ম্যাকগ্রিভি ড. স্টিভেন্সকে ফাঁসাতে চাইছে,' বললেন বার্তেল্লি।

'আমরা নিশ্চিত ছিলাম ঠিক ট্র্যাকেই যাচ্ছি আমরা,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'স্টিভেন্স নরম্যান মুডি নামে এক শখের গোয়েন্দাকে ভাড়া করে। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি মুডির এক ক্লায়েন্টকে ড্রাগস বহনের অপরাধে গ্রেফতার করেছিল অ্যাঞ্জেলি। মুডি বলেছিল তার ক্লায়েন্টকে ফাঁসাতে চেয়েছে অ্যাঞ্জেলি। এ নিয়ে অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে মুডির একটা টক্কর বাঁধে। আমার ধারণা মুডি সত্যকথাই বলেছিল। তার ধারণা ছিল অ্যাঞ্জেলি ডাক্তারের কেসের সঙ্গে সম্ভবত জড়িত। ডাক্তারের গাড়িতে পেতে-রাখা বোমা সে এফবিআই'র কাছে পাঠিয়ে দেয় পরীক্ষা করার জন্য। তবে রিপোর্টটা যেভাবেই হোক জানতে পারে অ্যাঞ্জেলি। জেনে যায় মুডি তাকে সন্দেহ করছে। তবে আসল ব্রেকটা আমরা পেয়ে যাই যখন মুডি 'ডন ভিনটন' কথাটা বলে।'

'কোসা নোসত্রা?'

'হ্যাঁ। কোনো কারণে লা কোসা নোসত্রা খুন করতে চাইছে ড. স্টিভেন্সকে।'

'অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে লা কোসত্রার সম্পর্কের কথা জানলেন কী করে?'

'যে ব্যবসায়ীদেরকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছিল অ্যাঞ্জেলি, তাদের কাছে লা কোসা নোসত্রার কথা বললে তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অ্যাঞ্জেলি কোসা নোসত্রার একটা পরিবারের পক্ষে কাজ করছিল।'

'লা কোসা নোসত্রা কেন ড. স্টিভেন্সকে খুন করতে চাইবে?'

'জানি না। আমরা এ-ব্যাপারে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কাজ করছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ম্যাকগ্রিভি। 'আমি স্টিভেন্সকে অ্যাঞ্জেলির ব্যাপারে সাবধান করে দেয়ার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। ওকে প্রটেকশন দিতে চাইছিলাম। কিন্তু তার আগেই হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায় ড. স্টিভেন্স।'

সুইচবোর্ডে জ্বলে উঠল আলো। অপারেটর প্লাগ লাগাল। একমুহূর্ত শুনে বলল, 'ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি।'

বার্তেল্লি এক্সটেনশন ফোন হাতে নিলেন। 'ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি,' শুনছেন তিনি, কিছু বলছেন না। তারপর আস্তে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। ঘুরলেন ম্যাকগ্রিভির দিকে। 'ওকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি।'

বাইশ

অ্যান বলেছিল তার স্বামী সুদর্শন। বাড়িয়ে বলেনি। অ্যান্থনি ডিমার্কো যথেষ্ট সুদর্শন। পাথরে খোদাই-করা মুখ, কয়লা-কালো চোখ, কালো চুলে মাঝে মাঝে রুপালি ঝিলিক। বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়, লম্বা, সুগঠিত শরীর। কণ্ঠস্বর ভরাট, চুম্বকের মতো টানে। 'ড্রিঙ্ক নেবেন, ডক্টর?'

মাথা নাড়ল জাড। নেবে না।

দামি লাইব্রেরিতে ওরা পাঁচজন। জাড, ডিমার্কো, ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি এবং সেই দুজন যারা জাডকে তার বাড়িতে খুন করতে গিয়েছিল। রকি ও নিক ভাকারো। ওরা জাডের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘিরে বসেছে। জাড অবশেষে পা দিয়েছে অ্যাঞ্জেলির ফাঁদে। বিশ্বাসঘাতক অ্যাঞ্জেলি তাকে জবাই করতে নিয়ে এসেছে।

ডিমার্কো গভীর কৌতূহল নিয়ে দেখছে জাডকে। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি আমি।'

জাড কিছু বলল না।

'আপনাকে এভাবে এখানে নিয়ে আসার জন্য ক্ষমা চাইছি। তবে আপনার সঙ্গে কথা বলা জরুরি ছিল। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই আমি,' হাসল সে।

জাড জানে কী-ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তাকে।

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে কী কথা বলেছেন, ড. স্টিভেন্স?'

গলায় বিস্ময় ফোটাল জাড, 'আপনার স্ত্রী? আমি আপনার স্ত্রীকে চিনি না।'

ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডিমার্কো। 'সে গত তিন হপ্তা ধরে আপনার অফিসে যাচ্ছে।'

চিন্তিত হওয়ার ভান করল জাড। 'ডিমার্কো নামে আমার কোনো রোগী নেই...'

মাথা ঝাঁকাল ডিমার্কো। 'সম্ভবত সে অন্য নাম ব্যবহার করেছে। তার বাবার পদবি! ব্লেক—অ্যান ব্লেক।'

'অ্যান ব্লেক?' আবার বিস্ময় ফোটাল জাড চেহারায়।

দুইভাই পা বাড়াল জাডের দিকে।

'না,' ধারালো গলায় বলল ডিমার্কো। ঘুরল জাডের দিকে। অমায়িক ভাবটা চেহারা থেকে অন্তর্হিত, 'ডক্টর, আপনি যদি আমার সঙ্গে খেলার চেষ্টা করেন, এমন খেলা খেলব যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

জাড ডিমার্কোর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল মিথ্যা হুমকি দিচ্ছে না লোকটা। জানে ওর প্রাণ সুতোয় ঝুলছে। বলল, 'আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তবে সত্যিই আমি জানতাম না অ্যান ব্লেক আপনার স্ত্রী।'

ডিমার্কো প্রশ্ন করল, 'আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে গত তিন হপ্তা কী কথা বলেছেন?'

সত্যের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে উপস্থিত ওরা। ছাদে ব্রোঞ্জের রুস্টার দেখা মাত্র ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে জাড। অ্যান তাকে খুন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল না। অ্যান তার মতোই একজন ভিক্টিম। সে অ্যান্থনি ডিমার্কোকে বিয়ে করেছে, একজন সফল কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী। তারপর সে কোনো কারণে স্বামীকে সন্দেহ করে বসে, টের পেয়ে যায় ডিমার্কো ভয়ংকর কিছু একটার সঙ্গে জড়িত। কারো সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনার সুযোগ ছিল না বলে অ্যান অ্যানালিস্টের সাহায্য নিতে চেয়েছিল। তাই এসেছিল জাডের কাছে। কিন্তু স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে নিজের ভয়ের কথা বলতে পারেনি জাডকে।

'আমরা কোনোকিছু নিয়েই কথা বলিনি,' সরল গলায় বলল জাড। 'আপনার স্ত্রী তার সমস্যা নিয়ে আমাকে কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন একটা ব্যাপার নিয়ে তিনি অশান্তিতে আছেন। কিন্তু এর বেশি কিছু আলোচনা করতে চাননি।'

'এ তো দশ সেকেন্ডের আলাপ,' বলল লা কোসা নোসত্রা নেতা ডিমার্কো। 'আমার স্ত্রী আপনার অফিসে যতক্ষণ কাটিয়েছে তার একটা রেকর্ড আমি জোগাড় করেছি। কিন্তু বাকি তিন হপ্তা সে আপনাকে কী বলল? সে নিশ্চয় বলেছে আমি কে।'

'বলেছেন আপনি একটা কন্সট্রাকশন কোম্পানির মালিক।'

ঠাণ্ডা-চোখে জাডকে দেখছে ডিমার্কো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল জাডের। সে যোগ করল, 'শুক্রবার আপনার স্ত্রী এসে বললেন তিনি ইউরোপ যাচ্ছেন।'

'অ্যানি মত বদলে ফেলেছে। সে আমার সঙ্গে ইউরোপ যাচ্ছে না। জানেন কেন?'

প্রকৃত বিস্ময় নিয়ে ডিমার্কোর দিকে তাকাল জাড। 'কেন?'

'আপনার কারণে, ডক্টর।'

লাফিয়ে উঠল জাডের হৃৎপিণ্ড। সাবধানে গোপন করল তার অনুভূতি। 'বুঝতে পারলাম না।'

'অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। গতরাতে অ্যানির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে আমার। তার ধারণা আমাকে বিয়ে করে সে ভুল করেছে। আমাকে নিয়ে সে সুখী

নয়, কারণ সে আপনার প্রেমে পড়েছে।' প্রায় ফিসফিসে শোনাল ডিমার্কোর কণ্ঠ। 'আমি চাই আপনি আমাকে বলবেন অ্যানি যখন আপনার অফিসে কাউচে একা শুয়েছিল তখন কী ঘটেছে।'

'কিছুই ঘটেনি। আপনি অ্যানালিসিস নিয়ে পড়াশোনা করলে জানতে পারতেন মহিলা-রোগীদের প্রায় প্রত্যেকেই ভাবে সে তার ডাক্তারের প্রেমে পড়ে গেছে।'

ডিমার্কো জাডকে লক্ষ করছে ঠাণ্ডা-চোখে।

'আপনি কী করে জানলেন উনি আমার কাছে যাচ্ছেন?'

'আমার লোকেরা অনুসরণ করেছে অ্যানিকে। দেখেছে সে একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে যাচ্ছে। কমিশন রেগে আগুন হয়ে গেছে। তারা অ্যানিকে হত্যা করতে চাইছে যেভাবে বিশ্বাসঘাতকদের আমরা শাস্তি দিই।'

পায়চারি শুরু করল ডিমার্কো, খাঁচায় পোরা বিপজ্জনক প্রাণীর মতো। 'কিন্তু ওরা আমাকে সৈনিকের মতো আদেশ দিতে পারে না। আমি অ্যান্থনি ডিমার্কো, একজন কাপু। আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অ্যানি যদি আমাদের ব্যবসা নিয়ে কোনো কথা বলে তাহলে যে-লোকটার সঙ্গে কথা বলেছে তাকে আমি খুন করব। এই দুই হাত দিয়ে,' একটা ড্যাগার খুলে নিল সে। 'আর আপনি সেই লোক, ডক্টর।'

'আপনি ভুল করছেন—' বলতে গেল জাড।

'না। ভুলটা কে করেছেন জানেন? অ্যানি।' জাডের আপাদমস্তক দেখল সে। বিস্মিত শোনাল কণ্ঠ, 'ও কী করে আমার চেয়ে আপনাকে যোগ্য মানুষ ভাবে?'

নাক সিঁটকাল ভাকারো ভাইরা।

'আপনি কিছুই না। কেরানির মতো দশটা-পাঁচটা অফিস করেন। আর বছরে কত কামান? ত্রিশ হাজার? পঞ্চাশ হাজার? এক লাখ? ও তো আমার এক হপ্তার কামাই।' ডিমার্কোর মুখোশ খুলে যাচ্ছে দ্রুত। জাড একটা হোমিসাইডাল প্যারানোইয়াকের নগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি আপনাকে বলেছি উনি স্রেফ আমার একজন রোগী।'

'ঠিক আছে,' বলল ডিমার্কো। 'আপনি তাকে বলবেন।'

'কী বলব?'

'বলবেন সে আপনার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। আমি তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দুজনে একা কথা বলবেন।'

জাডের পাল্‌স্‌ বেড়ে গেল। অ্যান আর ওকে বাঁচার একটা সুযোগ দিচ্ছে ডিমোর্কো।

ডিমার্কো হাত ইশারা করল। ঘরের লোকগুলো চলে গেল। ডিমার্কো ফিরল জাডের দিকে। হাসল। আবার যেন মুখে পরে নিল মুখোশ। 'অ্যানি যদি কিছু না জানে তো বেঁচে গেল। ও যেন আমার সঙ্গে ইউরোপ যায় ওকে রাজি করাবেন।'

জাড ডিমার্কোর মতলব বুঝে ফেলেছে। ডিমার্কোর সঙ্গে অ্যান ইউরোপ গেলে ওর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। ডিমার্কো অ্যানকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে বিশ্বাস করে না জাড। ইউরোপে সে একটি 'অ্যাক্সিডেন্ট'-এর আয়োজন ঘটাবে। তবে জাড যদি অ্যানকে যেতে নিষেধ করে, অ্যান যদি জাডের অবস্থা টের পেয়ে যায়, ও এর মধ্যে অবশ্যই নাক গলাতে চেষ্টা করবে। এর মানে মৃত্যু ঘটবে অ্যানের। পালাবার পথ নেই।

দোতলার বেডরুমের জানালা দিয়ে অ্যান দেখতে পেয়েছিল জাড আর অ্যাঞ্জেলিকে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ভেবে জাড তাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করতে এসেছে। কিন্তু দেখল অ্যাঞ্জেলি জাডের পিঠে অস্ত্র ঠেকিয়ে ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

স্বামীর আসল চেহারা অ্যানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে মাত্র দুদিন হল। এর আগে স্বামীকে নিয়ে তার একটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহ ছিল। ব্যাপারটা নিজের কাছেই এমন অবিশ্বাস্য ঠেকেছে যে সে ও নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতে চায়নি। ঘটনার শুরু মাসকয়েক আগে, ম্যানহাটানে একটা নাটক দেখতে গিয়েছিল অ্যান। কিন্তু অভিনেতা মাতাল হয়ে মাতলামি শুরুর কারণে মাঝপথেই বিরতি ঘটে নাটকের। বাড়ি ফিরে আসে অ্যান। অ্যান্থনি বলেছিল বাড়িতে বিজনেস মিটিং আছে। তবে অ্যান বাড়ি ফেরার আগেই শেষ হয়ে যাবে মিটিং। অ্যান বাসায় ফিরে দেখে তখনো চলছে মিটিং। তাকে অবাক করে দিয়ে অ্যান্থনি লাইব্রেরি-ঘরের দরজা ঠকাশ করে বন্ধ করে দেয়। অ্যানের কানে ভেসে এসেছিল স্বামীর গর্জন।

'আমি বলছি আজ রাতেই ফ্যাক্টরিতে হামলা করে হারামজাদাগুলোর একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।'

এ-কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনি অ্যান, তবে তাকে দেখে অ্যান্থনির চমকে ওঠার ব্যাপারটাও কেমন যেন লেগেছে ওর কাছে। ওদের বিয়ে হয়েছে ছয়মাস। শান্তস্বভাবের অ্যান্থনিকে ওই প্রথম মেজাজ গরম করতে দেখেছে অ্যান।

এ ঘটনার কয়েক হপ্তা পরে ফোন তুলতে গিয়ে অ্যান্থনির কথা শুনে ফেলে অ্যান। 'আজ রাতে টরেন্টোতে একটা শিপমেন্ট আসছে। তোমাকে যেভাবে হোক গার্ডটাকে ম্যানেজ করতে হবে। ও আমাদের লোক নয়।'

ফোন নামিয়ে রেখে অ্যান। 'শিপমেন্ট', 'গার্ড ম্যানেজ' ইত্যাদি কথাগুলো অদ্ভুত ঠেকেছে ওর কাছে। সে সতর্কতার সঙ্গে অ্যান্থনিকে তার ব্যবসা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। রেগে গিয়েছিল অ্যান্থনি। বলেছিল অ্যান যেন তার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কখনো মাথা না-ঘামায়। রীতিমতো ঝগড়া হয়েছিল দুজনে। পরের সন্ধ্যায় অবশ্য অত্যন্ত দামি একটি নেকলেস অ্যানকে উপহার দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে অ্যান্থনি।

একমাস পরে ঘটে তৃতীয় ঘটনা। দরজা বন্ধ করার শব্দে একদিন সকাল

চারটায় ঘুম ভেঙে যায় অ্যানের। নেগলিজি গায়ে চড়িয়ে নিচতলায় নেমে আসে সে কী ঘটছে দেখতে। কারণ লাইব্রেরি থেকে উঁচুগলার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। তবে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে যায় অ্যান। দেখে অ্যান্থনি আধডজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে, উত্তেজিত। ওকে দেখতে পেলে রেগে যাবে অ্যান্থনি, এ ভয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে আসে অ্যান। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে গতরাতে কেমন ঘুম হয়েছিল জানতে চায় সে।

'চমৎকার! আজ সকাল দশটার আগে তো চোখই মেলতে পারিনি।' অ্যান্থনির জবাব।

অ্যান বুঝতে পারছিল সে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে। তবে ঝামেলাটা কী বা কতটা বিপজ্জনক সে-ব্যাপারে কিছু ঠাহর করতে পারছিল না সে। তবে তার স্বামী কেন তার কাছে মিথ্যা কথা বলছে বুঝতে পারছিল না সে। অ্যান্থনি এমন কী ব্যবসা করে যার জন্য রাতদুপুরে গুণ্ডা-কিসিমের লোকজনের সঙ্গে গোপনে মিলিত হতে হয়? বিষয়টি নিয়ে অ্যান্থনির সঙ্গে কথা বলার সাহস পাচ্ছিল না অ্যান। একধরনের আতঙ্ক গ্রাস করছিল ওকে। এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সে এ নিয়ে কথা বলতে পারে।

কয়েকদিন পরে, নিজেদের মালিকানাধীন একটি কান্ট্রিক্লাবের ডিনারে কে যেন সাইকোঅ্যানালিস্ট জাড স্টিভেন্সের নাম উচ্চারণ করেছিল। বলছিল লোকটা খুবই প্রতিভাবান।

অ্যান জাডের নাম-ঠিকানা সযত্নে লিখে রাখে একটুকরো কাগজে। ওই হপ্তাতেই সে জাডের কাছে যায়।

জাডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎই অ্যানের জীবনটাকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। যেন আবেগের গহিন সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল সে। নিজেকে স্কুলবালিকার মতো মনে হচ্ছিল, লজ্জায় যেন কিছু বলতে পারছিল না। অ্যান সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাডের কাছে আর যাবে না। তবে আবার গেছে প্রমাণ করতে এর আগে যা ঘটেছে তা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। বাস্তববাদী এবং সেনসিব্‌ল বলে নিজেকে দাবি করত অ্যান। কিন্তু জাডের কাছে এলেই তার সবকিছু যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। যেন সতেরো বছরের এক তরুণী, প্রথম প্রেমে পড়েছে। স্বামীকে নিয়ে জাডের সঙ্গে আলাপ করতে পারছিল না সে, তাই অন্য নানা বিষয় নিয়ে কথা বলত। আর প্রতিটি সেশন-শেষে অ্যান লক্ষ করেছে সে এই উষ্ণ, সংবেদনশীল অচেনা মানুষটির প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, তাঁর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

তবে প্রেমে পড়ে লাভ নেই বুঝতে পারছিল অ্যান। কারণ অ্যান্থনিকে সে ডিভোর্স দিতে পারবে না। বিয়ের ছয়মাসের মাথায় একজনের প্রেমে পড়াটা খুবই অনুচিত বলে মনে হচ্ছিল অ্যানের কাছে। সে সিদ্ধান্ত নেয় আর যাবে না জাডের কাছে।

এরপর একের-পর-এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে। খুন হয়ে যায় ক্যারল রবার্টস, জাডকে গাড়ি চাপা দেয়া হয়। খবরের কাগজ পড়ে অ্যান জানতে পারে ফাইভস্টার গুদামঘরে মুডির লাশ উদ্ধারের সময় জাড ওখানে উপস্থিত ছিল। গুদামঘরটার নাম আগেও সে একবার দেখেছে। অ্যান্থনির ডেস্কে, একটা ইনভয়েসের লেটারহেডে।

তখন একটা ভয়ংকর সন্দেহ ঢুকে যায় অ্যানের মনে।

তার মনে হতে থাকে যেসব ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে অ্যান্থনি জড়িত থাকতে পারে। তবু...অ্যানের মনে হতে থাকে একটা দুঃস্বপ্নের বেড়াজালে সে বন্দি—যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রাস্তা নেই। জাডের কাছে নিজের এই আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা করতে পারেনি অ্যান, অ্যান্থনির সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পেয়েছে। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই ভেবে—সে যা ভাবছে তার আসলে কোনো ভিত্তি নেই। অ্যান্থনি হয়তো জাড নামে কেউ আছে বলেই জানে না।

তারপর, দুদিন আগে, অ্যান্থনি অ্যানের ঘরে এসে তাকে জাডের ব্যাপারে জেরা শুরু করে। অ্যান্থনি তার পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে—এ ভাবনাটা ক্রুদ্ধ করে তোলে অ্যানকে, কিন্তু স্বামীর ক্রোধে উন্মত্ত বিকৃত চেহারার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় সে। বুঝতে পারে এ লোকের পক্ষে যে-কোনোকিছু করা সম্ভব।

এমনকি খুনও।

জেরার মুখে মারাত্মক একটা ভুল করে বসে অ্যান। জাডের প্রতি তার অনুভূতির কথা প্রকাশ করে বসে। অন্ধকার ঘনায় অ্যান্থনির চোখে, এমনভাবে ঝাঁকি খেয়ে ওঠে যেন ঘুসি মারা হয়েছে তাকে।

অ্যান এরপর বুঝতে পারে কী ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আছে জাড। ওকে ছেড়ে দেশের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে অ্যান্থনিকে সে জানিয়ে দেয় স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ-ভ্রমণে যেতে পারবে না।

এখন জাডকে নিয়ে আসা হয়েছে এ-বাড়িতে। অ্যানের কারণে তার জীবন এখন বিপন্ন।

খুলে গেল বেডরুমের দরজা। ঢুকল অ্যান্থনি। অ্যানকে একমুহূর্ত দেখল।

'তোমার একজন ভিজিটর এসেছেন,' বলল সে।

লাইব্রেরিতে ঢুকল অ্যান। পরনে হলুদ স্কার্ট ও ব্লাউজ। কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে চুল। চেহারা বিষণ্ন। জাড ঘরে। একা।

'হ্যালো, ড. স্টিভেন্স। অ্যান্থনি বলল আপনি এসেছেন।'

জাড বুঝতে পারল ওদেরকে অদৃশ্য দর্শকের জন্য অভিনয় করতে হবে। ও নিশ্চিত অ্যান টের পেয়ে গেছে পরিস্থিতি। নিজেকে সঁপে দিয়েছে জাডের হাতে। দেখতে চায় জাড তাকে কোথায় নিয়ে যায়।

আর অ্যানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে জাডের। অ্যান ইউরোপ যেতে অস্বীকার করলে ডিমার্কো এখানেই তাকে খুন করবে।

ইতস্তত করল জাড, প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করল সাবধানে। কোনো ভুল শব্দ ওর গাড়িতে পেতে রাখা বোমার মতোই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। 'মিসেস ডিমার্কো, আপনার স্বামী আপসেট হয়ে আছেন কারণ আপনি তার সঙ্গে ইউরোপ-ভ্রমণে যেতে চাইছেন না।'

'আমি দুঃখিত,' বলল অ্যান।

'আমিও। আমার মনে হয় আপনার যাওয়া উচিত,' গলার স্বর উঁচু করল জাড।

অ্যান ওর চেহারা পরখ করছে, চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে।

'যদি যেতে না চাই? যদি বাসা থেকে বের হয়ে যাই?'

'অবশ্যই এমন কাজ করবেন না,' এ-বাড়ি থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবে না অ্যান। 'মিসেস ডিমার্কো,' কাতর গলায় বলল জাড। 'আপনার স্বামী ভুল বুঝে বসে আছেন আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করছেন।'

ঠোঁট ফাঁক হল অ্যানের, সে কিছু বলার আগেই দ্রুত বলল জাড, 'আমি আপনার স্বামীকে ব্যাখ্যা করেছি এটা অ্যানালিসিসের সাধারণ একটি অংশ—সকল রোগীই এ-ধরনের ইমোশনাল ট্রান্সফারেন্সের মাঝ দিয়ে যায়।'

জাডের ইঙ্গিত বুঝে ফেলল অ্যান। 'আমি জানি। আমার আসলে আপনার ওখানে যাওয়াই উচিত হয়নি। নিজের সমস্যার সমাধান নিজের করা উচিত ছিল।' ওর চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে তার কারণে জাড বিপদে পড়েছে দেখে সে কতটা ভীত এবং লজ্জিত। 'আমি বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি। মনে হচ্ছে ইউরোপে হপ্তাখানেক ছুটি কাটিয়ে আসতে পারলে আমার জন্য ভালোই হবে।'

দ্রুত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জাড। অ্যান বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে অ্যানকে কীভাবে সাবধান করবে জাড? নাকি অ্যান বিপদ সম্পর্কে জানে? জানলেও ও কি কিছু করতে পারবে? অ্যানকে ছাড়িয়ে লাইব্রেরির জানালা দিয়ে জঙ্গলের লম্বা গাছগুলোর দিকে দৃষ্টি চলে গেল জাডের। অ্যান বলেছে জঙ্গলটা ভালো চেনা আছে তার। ওখানে বহুবার হাঁটাহাঁটি করতে গেছে। যদি জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া যেত অ্যানকে নিয়ে... গলার স্বর নামাল জাড, জরুরি কণ্ঠে ডাকল, 'অ্যান—'

'আপনাদের কথা শেষ হয়েছে?'

পাঁই করে ঘুরল জাড। ডিমার্কো নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে ঘরে। তার পেছনে অ্যাঞ্জেলি এবং ভাকালো-ভ্রাতৃদ্বয়।

অ্যান ঘুরল তার স্বামীর দিকে। 'হ্যাঁ। ড. স্টিভেন্স মনে করছেন তোমার সঙ্গে আমার ইউরোপে যাওয়া উচিত। আমি তার পরামর্শ শুনব।'

হাসল ডিমার্কো। তাকাল জাডের দিকে। 'জানতাম আপনার ওপর ভরসা করা যাবে, ডক্টর।'

তার চেহারায় এমন একটা আকর্ষণ আছে যা দেখে প্রেমে পড়ে যায় মেয়েরা। অ্যানও নিশ্চয় মুগ্ধ হয়েছিল। এ লোককে দেখে বিশ্বাস করা কঠিন এ এক ঠাণ্ডামাথার সাইকোপ্যাথ খুনী।

ডিমার্কো ফিরল অ্যানের দিকে। 'কাল সকালেই আমরা যাত্রা করব, ডার্লিং। তুমি ওপরে যাও। জামাকাপড় গুছিয়ে ফ্যালো।'

ইতস্তত করল অ্যান। জাডকে এদের মধ্যে একা রেখে যেতে চাইছে না। 'আমি...' অসহায়ভাবে তাকাল জাডের দিকে। আবছা মাথা দোলাল জাড।

'ঠিক আছে,' হাত বাড়িয়ে দিল অ্যান। 'বিদায়, ড. স্টিভেন্স।' হাতটা ধরল জাড। 'বিদায়।'

সত্যি বিদায় নেয়ার সময় উপস্থিত। অ্যান সবার দিকে তাকিয়ে একবার মাথা দোলাল, তারপর চলে গেল।

ডিমার্কো অ্যানের গমনপথের দিকে তাকাল। 'ও খুব সুন্দরী, না?'

'উনি এসবের কিছুই জানেন না,' বলল জাড। 'ওকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন? ওকে ছেড়ে দিন না?'

মুখোশটা খসে গেল, তীব্র ঘৃণা ফুটল ডিমার্কোর চেহারায়। হিসহিস করে বলল, 'চলুন, ডক্টর।'

জাড ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। পালানো যায় কিনা চিন্তা করছে। ডিমার্কো নিশ্চয় নিজের বাড়িতে ওকে খুন করবে না। সুযোগটা এখন নিতে হবে, নয়তো আর পাওয়া যাবে না। ভাকারো-ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষুধার্তের মতো ওকে লক্ষ করছে, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে। অ্যাঞ্জেলি জানালার পাশে দাঁড়ানো, বন্দুকের হোলস্টারে হাত।

'আমি হলে চেষ্টা করতাম না,' মৃদুগলায় বলল ডিমার্কো। 'আপনি তো এমনিতেই একজন মরা মানুষ—তবে কাজটা আমরা নিজেদের স্টাইলে করব।'

সে ধাক্কা দিল জাডকে আগে বাড়তে। অন্যরা ওকে ঘিরে থাকল। পা বাড়াল এন্ট্রান্স হল-এর দিকে।

দোতলার হলওয়েতে উঠে ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে থাকল অ্যান। নিচের হলঘরে দৃষ্টি। জাডকে ওরা ধাক্কা মেরে বের করছে দেখে ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। দ্রুত ঢুকল বেডরুমে। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। লোকগুলো জাডকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে অ্যাঞ্জেলির গাড়িতে তুলল।

অ্যান ফোন নিয়ে অপারেটরের নাম্বারে ডায়াল করল।

'অপারেটর, আমার পুলিশ দরকার! জলদি—ইমার্জেন্সি!'

একটা হাত টান মেরে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিল রিসিভার। চিৎকার করে উঠল অ্যান। চরকির মতো ঘুরল। নিক ভাকারো। দাঁত বের করে হাসছে।

তেইশ

হেডলাইটের আলো জ্বেলে দিল অ্যাঞ্জেলি। বিকেল চারটা। তবে কালো মেঘের আড়ালে ডুবে গেছে সূর্য, অন্ধকার ছায়া ফেলেছে ধরিত্রীর বুকে। সেইসঙ্গে বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তো আছেই। ওরা একঘণ্টা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে।

স্টিয়ারিং হুইলে অ্যাঞ্জেলি। রকি ভাকারো তার পাশে বসা। পেছনের আসনে অ্যান্থনি ডিমার্কোর সঙ্গে জাড। ডিমার্কো সম্পর্কে অনেক কথাই জানা হয়ে গেছে জাডের।

ডিমার্কো নিজের হাতে বহু খুন করেছে। সে কোসা নোসত্রা পরিবারের সদস্য। জন হ্যানসনকে সে ভুল করে হত্যা করেছে। অ্যাঞ্জেলি ঘটনা তাকে জানালে ডিমার্কো নিজে জাডের অফিসে যায়। ক্যারল মিসেস ডিমার্কোর টেপ দিতে চায়নি। কারণ অ্যানকে সে ওই নামে চিনত না। ধৈর্যহীন ও রগচটা ডিমার্কো রাগে ফেটে পড়ে এবং হত্যা করে ক্যারলকে। ডিমার্কোই গাড়িচাপা দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল জাডকে। পরে সে অ্যাঞ্জেলিকে নিয়ে অফিসে আসে খুন করতে। তারা ওই সময় সুযোগ পেয়েও জাডকে গুলি করেনি, কারণ জাডের মৃত্যুটাকে তারা আত্মহত্যা হিসেবে দেখাতে চেয়েছে। যেন অনুতপ্ত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে জাড। এতে আর পুলিশি তদন্ত হত না।

আর মুডি... বেচারি মুডি। মুডি জানতে পেরেছিল কোসা নোসত্রার সঙ্গে জড়িত অ্যাঞ্জেলি। ওকে অনুসরণ করা হয়। তারপর...

ডিমার্কোর দিকে তাকাল জাড। 'অ্যানের কী হবে?'

'ওকে নিয়ে ভাববেন না। ওর আমি যত্ন নেব।' বলল ডিমার্কো।

হাসল অ্যাঞ্জেলি। 'হুঁ।'

অসহায় একটা রাগ ছড়িয়ে পড়ল জাডের শরীরে।

'পরিবারের বাইরে কাউকে বিয়ে করা ভুল হয়ে গেছে আমার,' ঘোঁতঘোঁত করল ডিমার্কো। 'বাইরের মানুষরা কখনোই এসব বুঝতে পারে না। কখনোই না।'

একটা নির্জন ফ্ল্যাটল্যান্ডে চলে এসেছে ওরা। দিগন্তে মাঝে দু-একটা কারখানা দেখা যাচ্ছে।

'প্রায় চলে এসেছি,' ঘোষণা করল অ্যাঞ্জেলি।

'তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট।' বলল ডিমার্কো, 'পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার আগপর্যন্ত তোমাকে কোথাও লুকিয়ে দরকার। কোথায় যেতে চাও?'

'ফ্লোরিডা।'

মাথা ঝাঁকাল ডিমার্কো। 'কোনো সমস্যা নেই। তুমি কোনো পরিবারের সঙ্গে থাকবে।'

'দূরে একটা ফ্যাক্টরি দেখতে পেল জাড। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ফ্যাক্টরি অভিমুখে একটা সাইডরোড ধরল ওরা। উঁচু একটা দেয়ালের সামনে গাড়ি নিয়ে চলে এল অ্যাঞ্জেলি। থামল। বন্ধ গেট। হর্ন টিপল অ্যাঞ্জেলি। রেইনকোট ও রেইনহ্যাট-পরা এক লোক উদয় হল গেটের পিছনে। ডিমার্কোকে দেখে গেট খুলে দিল সে। গাড়ি ভেতরে ঢোকাল অ্যাঞ্জেলি। ওদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট।

নাইনটিনথ প্রেসিংক্টে লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি একটা তালিকা দেখছে তিন গোয়েন্দা—ক্যাপ্টেন বার্তেল্লি এবং এফবিআইর লোক দুজনের সঙ্গে।

'ইস্টে কোসা নোসত্রা পরিবারের তালিকা এটা। কাপু-পরিবারের এরা সবাই সাব-কাপু। সমস্যা হল আমরা জানি না এদের কার সঙ্গে অ্যাঞ্জেলি ভিড়েছে।'

'তালিকা সংক্ষেপ করে তথ্য বের করতে কত সময় লাগবে?' জানতে চাইলেন বার্তেল্লি।

এফবিআইর এক এজেন্ট বলল, 'এখানে ষাটটা নাম আছে। কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে। তবে...' থেমে গেল সে। তার কথা শেষ করল ম্যাকগ্রিভি। 'তবে ড. স্টিভেন্স চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকবে না।'

ইউনিফর্ম-পরা এক তরুণ পুলিশ খোলা-দরজা দিয়ে ঢুকল ভেতরে। ইতস্তত করল সকলকে দেখে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্রিভি।

'নিউ জার্সি বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কিনা। তবে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে আপনি রিপোর্ট করতে বলেছেন, লেফটেন্যান্ট। এক অপারেটরের কাছে এক মহিলা পুলিশ-হেডকোয়ার্টার্সের নাম্বার চেয়ে সাহায্য চেয়েছে। বলেছে ইমার্জেন্সি। তারপর লাইন কেটে যায়। অপারেটর অপেক্ষা করছে। তবে মহিলা আর ফোন করেনি।'

'ফোনটা কোত্থেকে এসেছে?'

'ওল্ড টিপ্পান নামে একটি শহর থেকে।'

'নাম্বারটা টুকে রাখা হয়েছে?'

'না। মহিলা দ্রুত ফোন রেখে দিয়েছে।'

'বেশ।' তেতো গলায় বলল ম্যাকগ্রিভি।

'বাদ দাও তো,' বললেন বার্তেল্লি। 'কোনো বুড়ি হয়তো তার বেড়াল হারিয়ে যাওয়ার খবর দিতে চেয়েছে।'

ম্যাকগ্রিভির ফোন বেজে উঠল। ফোন তুলল সে। 'লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রিভি।' ঘরের সবাই দেখল তার চেহারা শক্ত হয়ে গেছে টেনশনের চোটে। 'ঠিক আছে! আমি না-যাওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে যেন কেউ না নড়ে। আমি এখুনি আসছি।' ঠকাশ করে রিসিভার রেখে দিল সে। 'হাইওয়ে পেট্রল এইমাত্র অ্যাঞ্জেলির গাড়ি দেখেছে। দক্ষিণে যাচ্ছে, রুট ২০৬ ধরে, মাইলস্টোনের ঠিক বাইরে।'

'পিছু নিতে পেরেছে?' এফবিআই জানতে চাইল।

'পেট্রল-কার বিপরীত দিক থেকে আসছিল। ওরা গাড়ি ঘোরানোর আগেই

অ্যাঞ্জেলির গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। এলাকাটা চিনি আমি। কয়েকটা কারখানা ছাড়া কিছু নেই।' এফবিআই-র এজেন্টদের দিকে তাকাল। 'ফ্যাক্টরিগুলো কে চালায় তার নাম জানাতে পারবেন দ্রুত?'

'পারব।' এফবিআই হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

'আমি ওখানে যাচ্ছি,' বলল ম্যাকগ্রিভি। 'নাম পেলে আমাকে জানাবেন।' লোকগুলোর দিকে ঘুরল সে। 'লেটস মুভ!' পা বাড়াল দরজার দিকে। তার পেছনে তিন গোয়েন্দা এবং এফবিআই।

অ্যাঞ্জেলি কতগুলো বড় বড় পাইপ আর কনভেয়র বেল্টের সামনে গাড়ি থামাল। সে এবং ভাকারো নেমে এল গাড়ি থেকে। ভাকারো বন্দুক-হাতে গাড়ির পেছনের দরজায় দাঁড়াল। 'বেরোন, ডাক্তার।'

ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে নামল জাড, পেছন পেছন ডিমার্কো। তীব্র বাতাসের ঝাপটা লাগল গায়ে। ওদের পঁচিশ হাত সামনে প্রকাণ্ড একটা পাইপ-লাইন, হা-করা মুখ দিয়ে যা পাচ্ছে তাই টেনে নিচ্ছে ভেতরে। কমপ্রেশড এয়ার উদ্‌গিরণ করছে পাইপ।

'এটা দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইপলাইন,' গর্ব করল ডিমার্কো। 'কীভাবে কাজ করে দেখবেন? আসুন ডক্টর। মজা পাবেন।'

পাইপলাইনের দিকে এগোল ওরা। সবার সামনে অ্যাঞ্জেলি, ডিমার্কো জাডের পাশে, রকি ভাকারো পেছনে।

'ওই প্ল্যান্ট থেকে বছরে আয় হয় পাঁচ মিলিয়ন ডলার,' গর্বের সাথে বলল ডিমার্কো। 'পুরো ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়।'

পাইপলাইনের দিকে যাচ্ছে ওরা। বাতাসের গর্জন বেড়ে চলল। ভ্যাকুম চেম্বারের প্রবেশমুখ থেকে শ-খানেক গজ দূরে একটি বড় কনভেয়র বেল্ট, বড় বড় লগ বয়ে নিয়ে আসছে। কুড়ি ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট উঁচু একটা প্ল্যানিং মেশিনের দিকে যাচ্ছে। মেশিনে ডজনখানেক ক্ষুরধার-কাটার হেড। লগ কাটার-হেডের নিচে পড়ামাত্র নিখুঁতভাবে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে।

'লগ যতই বড় হোক,' বলল ডিমার্কো, 'মেশিন সবগুলোকে ছত্রিশ ইঞ্চি পাইপে রূপান্তর ঘটায়।

ডিমার্কো পকেট থেকে ভোঁতা নাকের একটা .৩৮ কোল্ট বের করল। ডাক দিল 'অ্যাঞ্জেলি।'

ঘুরল অ্যাঞ্জেলি।

'তোমার ফ্লোরিডা যাত্রা শুভ হোক,' ট্রিগার টিপে দিল ডিমার্কো। অ্যাঞ্জেলির শার্টের বুকে লাল একটা গর্ত তৈরি হল। অবিশ্বাস নিয়ে ডিমার্কোর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাঞ্জেলি। আবার ট্রিগার টিপল দস্যুসর্দার। অ্যাঞ্জেলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ডিমার্কো ইশারা করল রকি ভাকারোকে। সে অ্যাঞ্জেলির লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পাইপলাইনের দিকে।

জাডের দিকে ফিরল ডিমার্কো। 'অ্যাঞ্জেলি একটা নির্বোধ। দেশের সকল পুলিশ এখন ওকে খুঁজছে। ও ধরা পড়লে আমি বাঁচতে পারতাম না।'

ঠাণ্ডা মাথার খুনীর কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত জাড। তবে এরপরে যা দেখল, গুলিয়ে উঠল গা। ভাকারো অ্যাঞ্জেলির লাশ নিয়ে ছুড়ে দিল হা-করা পাইপের মুখে। প্রচণ্ড বাতাস টেনে নিল অ্যাঞ্জেলিকে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল পাইপের মধ্যে।

ডিমার্কো জাডকে লক্ষ করে বন্দুক তুলল। হাসছে।

'স্বর্গে গিয়ে অ্যানের জন্য অনেক চিন্তা করার সময় পাবেন, ডক্।'

'কাউকে-না-কাউকে অ্যানের জন্য তো ভাবতেই হবে,' বলল জাড। 'ওর প্রকৃত পুরুষের দরকার। যা সে পায়নি।'

উদ্দেশ্য সফল হল জাডের। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ডিমার্কোর।

জাড এবার চিৎকার করল যাতে বাতাসের প্রবল শব্দ ছাপিয়েও ওর কথা শুনতে পায় ডিমার্কো। 'বন্দুক হাতে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছেন? বন্দুক ছাড়া তো আপনি একটা মহিলা।'

রাগে লাল হয়ে গেল ডিমার্কোর চেহারা।

'আপনার সাহস নেই, ডিমার্কো। বন্দুক ছাড়া আপনি কিছুই না।'

ভয়ানক জ্বলে উঠল ডি মার্কোর চোখ। ভাকারো এগিয়ে এল এক কদম। তাকে হাত নেড়ে আসতে নিষেধ করল ডিমার্কো।

'আমি তোমাকে খালিহাতেই পিষে মারতে পারি,' বন্দুক মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল ডিমার্কো। 'এই খালিহাতে!' শক্তিশালী জানোয়ারের মতো ধীরগতিতে এগোতে শুরু করল সে।

ওর নাগালের বাইরে পিছিয়ে গেল জাড। ডিমার্কোর সঙ্গে গায়ের জোরে সে পারবে না। ওকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে হবে। সে ডিমার্কোর সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গায় আঘাত করল—তার পৌরুষে।

'তুমি একটা সমকামী, ডিমার্কো!'

হেসে উঠল ডিমার্কো। লাফ দিল ওকে লক্ষ্য করে। চট করে সরে গেল জাড।

ভাকারো মাটি থেকে তুলে নিল বন্দুক। 'বস্! ওকে আমি শেষ করে দিই!'

'এর মধ্যে আসবি না!' গর্জে উঠল ডিমার্কো।

দুজন বৃত্তাকারে ঘুরছে। হঠাৎ একটা কাঠে পা লেগে পিছলে গেল জাড, ষাঁড়ের মতো তার দিকে ছুটে গেল ডিমার্কো। মুখের পাশে প্রচণ্ড এক ঘুসি খেল জাড। হেলে গেল পেছনদিকে। এবার পেট লক্ষ্য করে ঘুসি মারল ডিমার্কো। বুকের সমস্ত শ্বাস হুশ করে বেরিয়ে গেল জাডের মুখ থেকে।

'কেমন লাগছে, ডক্টর?' হাসল ডিমার্কো। 'আমি একজন বক্সার। তোমাকে একটা শিক্ষা দেব। এমন মার মারব যে তুমি কাঁদতে কাঁদতে বলবে আমি যেন তোমাকে গুলি করে হত্যা করি।'

তার কথা বিশ্বাস করল জাড। আকাশ থেকে ছিটকে আসা ভৌতিক আলোয় ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো লাগছে ডিমার্কোকে। জাডের দিকে আবার ছুটে এল সে, ঘুসি মারল। আংটির আঁচড়ে জাডের গাল চিরে গেল। জাড দমাদম দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ডিমার্কোর মুখে। ডিমার্কোর চোখের পলক পর্যন্ত পড়ল না।

ডিমার্কো মারতে শুরু করল জাডকে। কিডনি লক্ষ্য করে আঘাত করছে। হাত চলছে পিস্টনের গতিতে।

জাড টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। সারা শরীরে এক সাগর পরিমাণ ব্যথা।

'তুমি এখনো ক্লান্ত হওনি, ডক্টর?' আবার জাডের কাছে চলে এল সে। জাড জানে শারীরিক এই শাস্তি আর সইতে পারবে না সে। ওকে কথা বলতে হবে। এটাই ওর একমাত্র সুযোগ।

ডিমার্কোকে লক্ষ্য করে লাফ দিল ও, চট করে একপাশে সরে গেল সে। হেসে উঠল। জাডের দুই পায়ের ফাঁকে ঘুসি বসাল। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল জাড। প্রচণ্ড ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখ। ডিমার্কো উঠে বসল ওর গায়ে।

'আমার খালি হাত দিয়ে,' চিৎকার করল সে। 'আমি খালি হাত দিয়ে উপড়ে নেব তোমার চোখ।' জাডের চোখে ঘুসি মারল সে।

ওরা দক্ষিণে রুট ২০৬-এর দিকে চলেছে। রেডিও খরখর করে উঠল। 'কোড থ্রি...কোড থ্রি... অল কারস স্ট্যান্ড বাই...নিউইয়র্ক ইউনিট টুয়েন্টি সেভেন...'

ম্যাকগ্রিভি আঁকড়ে ধরল রেডিও মাইক্রোফোন। 'নিউইয়র্ক টুয়েন্টি সেভেন... কাম ইন!'

ক্যাপ্টেন বার্তেল্লির উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এল রেডিওতে :

'আমরা ঠিকানা পেয়ে গেছি, ম্যাক। মাইলস্টোন থেকে দু মাইল দক্ষিণে একটি নিউজার্সি পাইপলাইন কোম্পানি আছে। ফাইভ স্টার কর্পোরেশনের— মাংসের প্লান্টের একই মালিকের কোম্পানি। এটা টনি ডিমার্কোর একটা ফ্রন্ট।'

'আমরা যাচ্ছি ওদিকেই,' বলল ম্যাকগ্রিভি।

'ওখান থেকে কতদূরে আছ?'

'দশ মাইল।'

'গুড লাক।'

'ইয়াহ্।'

ম্যাকগ্রিভি রেডিওর সুইচ বন্ধ করে দিল। বাজিয়ে দিল সাইরেন। চেপে ধরল ফ্লোরবোর্ডের অ্যাকসিলেরেটর।

জাডের শরীর যেন ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে তাকাতে চাইছে। পারছে না। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে চোখ। পাঁজরের ওপর আছড়ে পড়ল একটা ঘুসি। বুকের হাড়গুলো যেন ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। ডিমার্কোর উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়ছে মুখে। ডিমার্কো বলল, 'বলেছিলাম না খালিহাত দিয়ে তোমার বারোটা বাজাব। এবার তোমার ঘাড় ভাঙব।' গলায় চেপে বসল ডিমার্কোর শক্ত আঙুল।

জাড গলা থেকে ডিমার্কোর হাত ছোটানোর চেষ্টা করল না। বদলে পাইপ ভালভ্ খুঁজে বেড়াল উন্মাদের মতো। পেয়ে গেল। হ্যান্ডেল ঘোরাল জাড। নিজের শরীর ঘুরিয়ে দিল যাতে ডিমার্কোর প্রকাণ্ড দেহ পাইপলাইনের হা-র মুখোমুখি হয়ে যায়। হঠাৎ ভয়ানক বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়ল ওদের গায়ে। ওদেরকে

পাইপের মুখের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। জাড পাগলের মতো দুহাতে ধরে রাখল পাইপ। বাতাসের উন্মাদনার সঙ্গে লড়াই করছে। টের পেল ওর গলায় ডিমার্কোর আঙুল আলগা হয়ে গেছে। সে বাতাসের টানে পাইপের দিকে সরে যাচ্ছে। পরের মুহূর্তে তীব্র বাতাস ওকে টেনে নিল পাইপের হা-করা মুখের মধ্যে। শুধু ডিমার্কোর তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল।

সিধে হল জাড। নড়তে পারছে না। চোখ বুজে অপেক্ষা করছে ভাকারোর গুলি খাওয়ার জন্য।

একমুহূর্ত পর গুলির শব্দ হল।

জাড় অবাক হয়ে ভাবল ভাকারোর গুলি কেন মিস হল। আবার গুলির শব্দ হল। তারপর লোকের ছুটন্ত পায়ের শব্দ। ওর নাম ধরে ডাকছে কেউ। কেউ একজন ওর হাত ধরল। শোনা গেল ম্যাকগ্রিভির কণ্ঠ, 'সর্বনাশ! চেহারার এ কী দশা হয়েছে আপনার?'

শক্তিশালী হাত ওকে পাইপলাইনের সামনে থেকে সরিয়ে নিল। গাল বেয়ে কিছু একটা গড়িয়ে নামছে। জাড বুঝতে পারল না রক্ত, বৃষ্টি, নাকি চোখের পানি। তবে গ্রাহ্য করছে না ও।

সবই তো শেষ।

বহু কষ্টে একটা চোখ মেলল জাড। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল ম্যাকগ্রিভিকে। 'অ্যান বাড়িতে আছে,' বলল জাড।

'ডিমার্কোর স্ত্রী। ওকে বাঁচাতে হবে।'

ম্যাকগ্রিভি বিস্মিত চোখে দেখছে জাডকে। জাড বুঝতে পারল আসলে ওর মুখে রা ফোটেনি। সে ম্যাকগ্রিভির কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। কর্কশ, ভাঙা গলায় বলল, 'অ্যান ডিমার্কো... সে...বাড়িতে... বাঁচান।'

ম্যাকগ্রিভি হেঁটে গেল পুলিশ-কার-এ, তুলল রেডিও ট্রান্সমিটার। কিছু নির্দেশ দিল। জাড তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। দুলছে। সামনে একটা লাশ পড়ে আছে। মাটিতে। রকি ভাকারো।

ম্যাকগ্রিভি ফিরে এল জাডের কাছে। 'অ্যানের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে পুলিশের গাড়ি। ঠিক আছে, ড. স্টিভেন্স?'

কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা দোলাল জাড।

ম্যাকগ্রিভি ওর একটা হাত ধরল। এগিয়ে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে। উঠোন পার হচ্ছে ধীরপায়ে, জাড বুঝতে পারল থেমে গেছে বৃষ্টি। পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশ। মেঘের আড়াল থেকে সোনালি আলো নিয়ে হেসে উঠল সূর্য।

এবারের ক্রিসমাস চমৎকার হবে।
